GYAN CHUNDRICA

OR

A SELECTION OF MORALS

FROM THE BEST ENGLISH AND BENGALEE WORKS.

TRANSLATED AND COMPILED INTO BENGALEE

BY

GOPAL LALL MITTER

[illegible] EDITION

WITH CORRECTIONS AND IMPROVEMENTS.

জ্ঞানচন্দ্রিকা।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CALCUTTA

PRINTED FOR BABOO BROJOGOPAL BOSE [illegible]

Indian Press Chorebagaun

1844.

প্রবন্ধ	পৃষ্ঠা

নির্ঘণ্ট

অনুষ্ঠান পত্র।

পরম পরাৎপর পরমেশ্বর প্রণীত প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড
মণ্ডল মণ্ডিত ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপ বিগ্রহ বিশিষ্ট বিশিষ্ট বিজ্ঞ
বিশারদ ব্যক্তি বর্গ সন্নিধানে বিপুল বিনয় পুরঃসর
নিবেদন এই যে এতদ্দেশীয় (বালকাদি সাধারণ জন
সমূহের) কিতাবত কিতাবৎ সাধারণ জ্ঞানানুশীলনার্থ
সুরচিত প্রচলিত সাধু সরল শব্দ সঙ্কলিত কোন বিশেষ
পুস্তক প্রচারিত না থাকাতে ত্রিবিধ দোষেরহেতু হইতেছে
অর্থাৎ প্রথমতঃ কিয়দংশ উৎসাহান্বিত মহাশয়ের
মহাশয়ের প্রতিবন্ধকতা জন্য আক্ষেপ, দ্বিতীয়তঃ সচ্ছা
স্ত্রানভিজ্ঞ জনেরদের সর্ব্বদাই পরাকাষ্ঠাধরামৃত পানে
চ্ছাদি নানাবিধ নিন্দাজনক কর্ম্মে সর্ব্বদা প্রবৃত্তি, তৃতীয়
তায়া ভূষিত নীতি বিষয়ক গ্রন্থ বিরহে দেশভাষা ও সভ্য
তার ক্রম বিনাশে সর্ব্বতোভাবে সম্যগপকার যদি ও
দেশোপকারকল্পে স্বর্গবাসি গুণরাশি প্রাচীন প্রসিদ্ধ পণ্ডা
পণ্ডিত মৃত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার মহোদয় কর্তৃক বির
চিত (প্রবোধচন্দ্রিকা) ইদানীং শ্রীরামপুরস্থ ছাপাযন্ত্রে
মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে তথাপি তাহার প্রথমাংশ অতিশয়
সুকঠিন তন্নিমিত্ত তদভিপ্রেত ভাবার্থ রসাস্বাদনে রসজ্ঞ
না হওয়াতে অনেকের প্রবৃত্তির নিবৃত্তির শরণাগতা হয়েন
এবং বিদ্যোত্তম শ্রীযুত হরচন্দ্র রায় প্রণীত পুরুষপরীক্ষা

পুরুষপরীক্ষার হেতু বটে ফলতঃ বহুকাল প্রকটিত জন্য অধুনা সেই গ্রন্থের অত্যন্ত অপ্রাচুর্য্য হওয়াতে তদ্ভাব দৃষ্টান্ত দর্শন স্পৃহায় নম্মার্থি মনুষ্য মণ্ডলীর মনের ব্যগ্রতাই সর্ব্বদা বৃদ্ধি হয়। অতএব আমি দেশ কাল পাত্র প্রভেদে বিবিধ চিন্তায় জনপদের উপকার নিমিত্ত ভর সায় ভর করত যথা সাধ্য বিদ্যা বুদ্ধি ক্রমে প্রচুর প্রযত্ন ও পরিশ্রম পূর্ব্বক বহুবিধ ইংরাজী নীতি বিষয়ক গ্রন্থ ও সংস্কৃত হিতোপদেশ হইতে উত্তমোত্তম পদার্থের তাৎপর্য্য সমুদয় সংক্ষেপে সার সংকলন দ্বারা সংগ্রহ করিয়া যুক্তি যুক্ত যুক্তিমতে পঞ্চ প্রকরণে অভিনব রুচির রচনার (জ্ঞানচন্দ্রিকা নামিকা) এইক্ষুদ্র পুস্তক প্রকটন করিলাম বিদ্যানুশীলনোৎসাহি হিতার্থি বিচক্ষণেরা অনুকম্পা পুরঃসর এতদ্‌গ্রন্থে নলিননেত্রান্তঃপাত করিয়া এ অকিঞ্চনের শ্রম সাকল্য সাফল্য করিবেন॥

অপিচ ভরসা যে এই পুস্তকে বর্ণবিন্যাসাদি ভাবার্থের কোন ব্যত্যয় থাকিলেও তাহাতে গুণাকর পাঠক মহাশয়েরা কদাচ ক্রোধাকর হইবেন না যেহেতু বিচক্ষণদিগের এই এক বৈচক্ষণ্য নামক গুণ যে তাঁহারা নীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষীরগ্রাহি মরালের ন্যায় দোষ পরিত্যাগ দ্বারা গুণ গ্রহণের অগ্র হয়েন॥

পরমেশ্বরো

জয়তি।

জ্ঞানচন্দ্রিকা॥

অমরবৃন্দকর্ত্তৃক স্তুত ব্রহ্মা যাঁহাকে স্তব করেন এবং দেবতাদিগের পূজিত চন্দ্রশেখর যাঁহাকে পূজা করেন ও নারায়ণ দেবগণের ধ্যান প্রাপ্ত হইয়াও যাঁহাকে ধ্যান করেন এতাদৃশী যে পরম দেবতা তাঁহাকে আমি কোটিং প্রণাম করি।

পণ্ডিতেরা কহেন, বিদ্যা হইতে বাক্‌পটুতা ও নীতি জ্ঞান জন্মে, বিশেষতঃ সকল দ্রব্যের মধ্যে বিদ্যা অত্যুত্তম দ্রব্য, এবং তদ্দ্বারা ক্রোধাদি রিপু বশীভূত থাকে ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান হয়, আর অর্থ ও ধর্ম্ম পাওয়া যায়। বিদ্যা পিতৃতুল্য হিতকারিণী, ও মাতৃবৎ প্রতিপালন করেন, এবং প্রেয়সীন্যায় সুখদান করেন, বিদ্যা কল্পলতাতুল্যা সর্ব্বাভিলাষ প্রদান করেন। সর্ব্বধন মধ্যে বিদ্যাধন শ্রেষ্ঠ, কারণ অন্যকে প্রদান করিলে দিনং বৃদ্ধি পায় কোন প্রকারে বিদ্যা হইলে তাহা নষ্ট হয় না, রাজ

রাজদণ্ডে লইতে পারেন না, তস্করকর্ত্তৃক অপহৃত হয় না অগ্নিতে দগ্ধ হয় না জ্ঞাতিরা বিভাগ করিয়া লইতে পারে না, ভৃত্যেরা ভক্ষণ করিতে পারে না, কোথাও অপ্রকাশিত থাকে না. মনুষ্যের বিদ্যাই অধিক রূপ, অথচ গুপ্তধন এবং সুভোগ্যা ও শুভকারিণী হয়েন, তথা বিদ্যা গুরুর গুরু এবং বিদেশ গমনে বিদ্যাই পরম বন্ধু. আর বিদ্যা রাজকর্ত্তৃক পূজ্যা হয়েন অতএব জগতে বিদ্যার সমান কোন ধন নাই, যে ব্যক্তি বিদ্যাহীন সেই পশুর ন্যায়. বিদ্যাভ্যাস ব্যতিরেকে ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান হয় না, অতএব হে বালকগণ তোমরা বিদ্যাভ্যাসে সতত যত্ন কর এবং বিদ্যাভ্যাস প্রতিবন্ধক যে সকল কর্ম্ম তাহাতে হেয় জ্ঞান কর। বিদ্যাভ্যাসের প্রতিবন্ধক, বহুজন সহবাস, উত্তম মিষ্টান্ন ভোজনাভিলাষ, গন্ধপুষ্প বনিতাদির উপভোগ, ইতস্ততো নিরর্থক ভ্রমণ, নৃত্যগীত বাদ্যে অনুরাগ, পাশকাদি ক্রীড়া, বুদ্ধি ভ্রংশকারি মাদক দ্রব্য পানাদি। যদি নীচলোকের ও বিদ্যা হয় তবে সেই মনুষ্যকে রাজা আদর করেন, রাজার সঙ্গে মেলন হেতুক বিদ্যা উৎকৃষ্ট ভাগ্যকে পাওয়ান, বিদ্যা বিনয় দেন, বিনয়েতে যোগ্যতা জন্মে, তাহা হইতে ধন হয়, ধন হইতে ধর্ম্ম, হয়, ধর্ম্ম হইতে সুখ পায়। অতএব হে বালকেরা বিবেচনা করিয়া এই বাক্য নিরন্তর স্মরণ করত এবং ইহার তাৎপর্য্য অবধারণ করহ। যে পুত্র পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক না

হয়, সে পুত্র হওয়াতে কি প্রয়োজন, বরং অনর্থ হয়, যেমন কাণ চক্ষুতে কিছু প্রয়োজন নাই কেবল পীড়াদায়ক হয়। এবং গর্ভস্রাব, ও স্ত্রী অভিগমন না করা, ও পুত্র জন্মিয়া মরা ও কন্যা হওয়াও ভার্য্যাও বন্ধ্যা হওয়াও, পুত্র গর্ভ হইতে ভূমিষ্ট না হওয়াও ভাল, তথাপি রূপ ও ধন সমূহ বিশিষ্ট মূর্খ পুত্র কিছু নয়। এবং যে পুত্র জন্মিলে বংশ উন্নতি পায় এমত পুত্র হউক, নতুবা জন্ম মরণ ধর্ম্ম শালি সংসারে কে বা মরিয়া না জন্মে। অপর গুণিগণের গণনা সময়ে যাহার নামোল্লেখ না হয়, সে পুত্রে মাতার কোন প্রয়োজন নাই এবং দান ও শৌর্য্য ও ধনার্জ্জনে মন যাহার চেষ্টিত না হয়, সে পুত্র মাতার বিষ্ঠামাত্র। এবংগুণ বান এক পুত্রেও সুখ্যাতি হয়, কিন্তু শত২ মূর্খ পুত্রে প্রয়োজন করে না, যেমন একচন্দ্র অন্ধকার নষ্ট করেন তারা সমূহ কিছু করিতে পারে না। অতএব হে বালকেরা প্রণিধান করিয়া বুঝহ, মূর্খ হইলে অশেষ দোষ জন্মে, তাহার এক উদাহরণ কহা যাইতেছে।

বিদ্যা বিষয়ে অত্যন্ত উৎসুক হইলে অবশ্য
বিদ্যা হয় ইহার উদাহরণ।

নীতি ও কাব্যাদি নানাশাস্ত্রে পণ্ডিতা এক কন্যার সহিত এক মূর্খের বিবাহ হইলে নিশাযোগে বরকন্যাতে এক স্থানে বসিয়া আছে ইতিমধ্যে ঐ কন্যা এক উষ্ট্রের শব্দ শ্রবণ করিয়া পতিকে জিজ্ঞাসা করি[illegible] যে এই শব্দ কে

করিল. বর তাহার উত্তর দিলেন যে উষ্ট, ইহা শ্রবণে কন্যা কহিলেন যে কি বলিলে পুনর্ব্বার কহ, তাহাতে বর কহিলেন যে উট্র. কন্যা ইহা শ্রবণ করিয়া কপালে করাঘাত পূর্ব্বক আপনার রূপ লাবণ্যাদি বৃথা জ্ঞান করত ঐ পতিকে বহু ভৎর্সনা করিলেন তৎপরে ঐ পতি ঘৃণা ও লজ্জাদ্বারা অত্যন্ত বিবেকী হইয়া আপনাতে ধিক্কার করিয়া প্রাণ পরিত্যাগে নিশ্চয় করিয়া ঐ রজনীতে বন প্রস্থান করিলেন। তদনন্তর ক্রমে ক্রমে বহুতর সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু ও নিবিড়ান্ধকারে ব্যাপ্ত মহারণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ইতস্ততো ভ্রমণ করত একপত্র কুটীরে এক ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া তন্নিকটে গমন করিলেন, পরে ঐ কুটীর স্থিত পণ্ডিত ঐ বিবেকীকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুমি কে এই নিবিড় বনে একাকী, কিনিমিত্ত ভ্রমণ করিতেছ, তাহাতে বিবেকী উত্তর করিলেন যে আমি মূর্খ, আমার স্ত্রী পণ্ডিতা. তাহার ভৎর্সনায় অত্যন্ত অপমানগ্রস্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগে নিশ্চয় করিয়া এস্থানে আগমন করিয়াছি, ইহা শুনিয়া ঐ পণ্ডিত কহিলেন যে তুমি প্রাণত্যাগ করিও না, সর্ব্বদা বিদ্যা বিষয়ে পরিশ্রম করহ অবশ্য তোমার বিদ্যা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই, দেখ গর্ভ মধ্যে যে বালক থাকে তাহার কি বিদ্যা হয় কিম্বা ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র বিদ্বান হয় কেবল বিদ্যা বিষয়ে যে ব্যক্তি যে প্রকার চেষ্টা ও পরিশ্রম করে তাহার তদনু

রূপ বিদ্যা জন্মে তদনন্তর ঐ বিবেকী পণ্ডিতবাক্যে শুষ্ক কূপস্থিত প্রোষ্ঠীমৎস্য যেমন প্রথম জল পাইলে আহ্লাদিত হয়, তাহার ন্যায় আহ্লাদিত হইয়া ঐ পণ্ডিতের নিকটে সর্ব্বদা শাস্ত্র চিন্তা করত অত্যন্ত পণ্ডিত হইলেন তদনন্তর আপন গৃহে আগমন করিয়া দেখেন যে স্ত্রী অত্যন্ত মলিনা, ও কৃশা, স্বামীর অপমানে ক্ষুব্ধা, এইরূপ দর্শন করিয়া সংস্কৃত বাক্যদ্বারা ঐ পতি কহিলেন যে প্রিয়ে মদীয়জ্ঞান জননে ত্বমেবহেতুঃ,অতোভবতীং বিনা কোপিমম পরমবন্ধুর্নাস্তিইত্যাদি নানা সংস্কৃত বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐ স্ত্রী অত্যন্ত আহ্লাদিতা হইলেন এবং পরস্পার শাস্ত্রালোচনাদ্বারা পরম সুখ পাইলেন অতএব মূর্খ ব্যক্তি যদি বিজ্ঞের সহিত বাস করে ও বিদ্যাবিষয়ে পরিশ্রম করে তত্রাপি সে ব্যক্তি পণ্ডিত হয় এবং বিদ্যাহীন ব্যক্তি স্ত্রী সমীপে তুচ্ছতা প্রাপ্ত হন।

বিদ্বানের দোষ গ্রাহ্য নহে ইহার উদাহরণ।

কোন উত্তম বিদ্বান ব্যক্তির যদি দোষ থাকে তথাপি বিদ্যার গৌরবে সর্ব্বজনসমীপে মর্য্যাদাভাগী হয়েন। তাহার দৃষ্টান্ত এই যে মহামহোপাধ্যায় মহাকবি কালিদাস বেশ্যাসক্ত হইয়াও বিশিষ্টজন ও পণ্ডিত সমীপে সর্ব্বদা মান্য ছিলেন কারণ গুণ সমূহ মধ্যে এক দোষ গণনীয় হয় না যেমত চন্দ্রের বহুগুণ মধ্যে কলঙ্ক একদোষ গ্রাহ্য নহে। অতএব বিদ্বানেরদোষ গ্রহণ না করিয়া তন্মুখ

নির্গত কথামৃত পান করা কর্ত্তব্য, যেমত বিষ্ঠাভোজন করে যে গবী বিশিষ্ট লোকেরা তাহার দুগ্ধ পান করেন। এবং নির্দোষ মূর্খের কথা শ্রবণও করিবে না যেমন কুশমূল ভক্ষক বন্য শূকরীর দুগ্ধপান যোগ্য নহে। অতএব বালকেরা বিবেচনা করহ মূর্খ হইলে তাহার অশেষ দোষ জন্মে তাহার উদাহরণ। যেব্যক্তি বিদ্যাভ্যাস না করে সে সর্ব্বজন কর্তৃক নিন্দনীয় হয় এবং সেইব্যক্তি যদি সপ্তদ্বীপাধিপতি হয় তথাপি সকল লোকে তাহাকে মূর্খ বলিয়া অবজ্ঞা করেন। এবং মূর্খের সম্পত্তি দর্শন করিয়া পুরুষ বিদ্যাতে উদাসীন হয় না এবং নানা রত্নযুক্ত মূর্খব্যক্তি কদাচও যশস্বী হইতে পারে না। তাহার দৃষ্টান্ত তীরভুক্তি নামে এক রাজধানী তন্নিকটে একগ্রামে রবিধর নামক অত্যন্ত ধনী এক মূর্খ ব্রাহ্মণ বাস করেন তাঁহার বাক্য শ্রবণে সর্ব্বলোকে উপহাস করেন। তাহাতে ঐ ব্রাহ্মণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বিবেচনা করিলেন যে মনুষ্যেরা কহেন মুখের ভূষণ তাম্বূল কিন্তু আমার বোধ হয় যে সংস্কৃত বাক্যই মুখের ভূষণ কারণ মূর্খের নিরন্তর অশুদ্ধ কথন কথন খণ্ডন হয় না এই নিমিত্ত সাধুজন সমীপে সর্ব্বদা উপহাস পায়। এবং যে ব্যক্তি বিদ্যাভ্যাস ও যশঃসঞ্চয় না করে সেব্যক্তি জনক এবংজননীর ক্লেশজনক মাত্র আর তাহার জন্ম বৃথা আমি প্রাচীন এক্ষণে আমার বিদ্যাভ্যাস অধিক উপহাসার্থ হইবে অতএব আমার মঃ

ধর নামক পুত্রকে বিদ্যাভ্যাস করাই ইহা বিবেচনা করিয়া ধন ব্যয়দ্বারা স্বীয় পুত্রকে পণ্ডিত সমীপে শাস্ত্রাভ্যাস করণে সমর্পণ করিলেন। তৎপরে ঐ মলধর কিছু কাল শাস্ত্রাধ্যয়ন করিলে তৎসহাধ্যায়িরা তাঁহাকে ব্যুৎপত্তিহীন কহিলেন। মলধর তদ্দুঃখজন্য পিতাকে দোষারোপ করিয়া ঐ দুঃখ শান্ত্যর্থ অতিশয় যত্নপুরঃসরে সকল শাস্ত্রে পারদর্শী হইলেন। অনন্তর ঐ রবিধর আপন পুত্রের গুণদ্বারা আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার সহিত রাজ সন্নিধানে সমাগমন করিলেন। পরে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন যে তোমার কুশল। ঐ ব্রাহ্মণ রাজার উত্তম কথাতে তুষ্ট হইয়া আপনার পাণ্ডিত্য প্রকাশার্থ সংস্কৃত কহিলেন যে জ্ঞানোনাস্তিমেব এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা কিঞ্চিৎ হাস্যমুখ হইলেন কারণ মম জ্ঞানং নাস্তি এই প্রকার বাক্য হইতে পারে এবং সাধুলোকেরা অধোমুখ হইলেন খলেরাও পরিহাস করিতে লাগিল এবং মলধর লজ্জিত হইয়া উপহাসকের দিগের প্রতি ঐ কহিলেন যে তোমারদিগের অজ্ঞানতা প্রযুক্ত উপহাস করহ কারণ আমার জনক যে বাক্য কহিয়াছেন তাহার অর্থ তোমরা বুঝিতে পার নাই, জ্ঞানোনাস্তি মেব এই বাক্যের অর্থ জ্ঞা শব্দের অর্থ জ্ঞান নো শব্দের অর্থ আমারদিগের নাস্তি শব্দের অর্থ নাই মা শব্দের অর্থ লক্ষ্মী ইব শব্দের অর্থ সদৃশ ইহাতে সমুদায়ের অর্থ আমার

দিগের জ্ঞান নাই লক্ষ্মীর ন্যায় অর্থাৎ যেমত লক্ষ্মী নাই তদ্রূপ জ্ঞানও নাই। অতএব আমার জনক আপনার দিগের নিকট নির্ধনতা প্রকাশ করিয়াছেন। তৎপরে সভাস্থেরা ঐ অর্থ শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া ঐ মলধরকে সাধু২ কহিলেন। এবংরাজা অতিশয় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অনেক ধন দিলেন আর অনেকানেক ধন্যবাদ করিলেন কিন্তু অর্থদ্বারা মলধরের পাণ্ডিত্য ও তজ্জনকের মূর্খতা প্রকাশ হইল। অতএব পুত্র যশস্বী হইলেও পিতা যশস্বী হয় না এইহেতু নিজগুণের নিমিত্ত যত্নযুক্ত হও।

বিদ্বানের প্রশংসা।

যেজন মেধা ও বুদ্ধিযুক্ত এবং সন্দেহ ভঞ্জন যোগ্য হয় সেইজন সর্ব্বজনসমীপে সুখ্যাতি পায় ইহার উদাহরণ মিথিলা নাম নগরে কর্ণাটবংশ জাত প্রবল প্রতাপান্বিত হরসিংহ নামক এক ভূপতি তাঁহার সভাপতি মন্ত্রী সাংখ্য ও নীতি প্রভৃতি শাস্ত্র পারদর্শী দ্বিতীয় গণপতির ন্যায় গণেশ্বর নামক এক পণ্ডিত ছিলেন দেবগিরির অধিপতি রামদেব নামক এক ভূপতি তিনি সতত সুক্ষ্মমতি ও জ্ঞানী এবং বিজ্ঞপরিবৃত ছিলেন ঐগণেশ্বর মন্ত্রীর নানা প্রকার গুণ ও বুদ্ধির নানাবিধ কৌশল শ্রবণ করিয়া বিবেচনা করিলেন যে বহুকালাবধি বহু২ রত্নাদি পরীক্ষা করিয়াছি কিন্তু বৃহস্পতি তুল্য গণেশ্বর নামক পণ্ডিতরত্ন অতি আশ্চর্য্য ইহার পরিক্ষা করা হয় নাই অতএব এই রত্ন

পরিক্ষা করিবার নিমিত্ত মহৎগুণযুত মহীপাল হরসিংহ সহ মিত্রতা করা কর্ত্তব্য এবং মহাত্মা ব্যক্তির কথা ও ক্রিয়াদি স্থিরতা এবং এইপ্রকার সদৃশ ব্যক্তির পরস্পর কল্পলতার ন্যায় রীতি ও ব্যবহার এবং কোষ ও সৈন্য ও ভৃত্যাদি ক্ষয় হইলে সদ্বংশ জাত সকল ব্যক্তি পরস্পর মিত্রতা প্রযুক্ত স্বীয়কোষ ও সৈন্যাদি দ্বারা উপকার করেন ইত্যাদি বহুবিধ বিবেচনা দ্বারা পরস্পর মিত্রতা হইয়া বহুবিধ উপঢৌকনদ্বারা সৌহৃদ্যকরিয়া রাজা রামদেব হরসিংহ ভুপতি সন্নিধানে স্বীয় সন্দেহ ভঞ্জনার্থে লিখিলেন যে এক বুদ্ধিমান ও এক মূর্খ এই দুই ব্যক্তিকে আমার নিকটে ত্বরায় প্রেরণ করিবেন এইরূপ প্রার্থনাতে হরসিংহ নরপতি সেই লিখন সন্দর্শন করিয়া চিন্তাতে চঞ্চলচিত্ত হইলেন কারণ মিত্রের প্রার্থিত বিষয় অবশ্য দেয় অতএব কোন বুদ্ধিমানকে প্রেরণ করি মূর্খই বা কে এইরূপ চিন্তাদ্বারা ব্যাকুল চিত্ত রাজাকে দর্শন করিয়া গণেশ্বর মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন যে হে রাজন তোমার কি চিন্তা তাহাতে রাজা উত্তর করিলেন আমার মিত্র এক মূর্খ ও এক পণ্ডিত পাঠাইতে লিখিয়াছেন তাহা প্রেরণ করিতে না পারিয়া অতিশয় লজ্জিত হইয়া চিন্তা করিতেছি মন্ত্রী কহিলেন যে হে মহারাজ তোমার মিত্রের প্রার্থিত বিষয় যদি পূরণ নাকর তবে মিত্রের প্রার্থিত অপ্রদান জন্য যে দোষ তাহা হইবে কারণ দেবগিরিতে

কি পণ্ডিত ও মূর্খ নাই বহু২ পণ্ডিত ও মূর্খ আছে তথাপি যে মহাশয় সমীপে মহারাজ রামদেব প্রার্থনা করিয়াছেন সে কেবল তিনি পণ্ডিত অতি নম্র গুনগ্রাহক অতএব ছলদ্বারা তোমার মন্ত্রী যে আমি আমার বুদ্ধির তাৎপর্য্য জানিবেন নতুবা পণ্ডিত ও মূর্খের কি অভাব এবং ইহাতে তাঁহার কি অভিলষিত সিদ্ধি হইবে অতএব মহারাজ এই উত্তর প্রদান করুণ যে বুদ্ধিমান মনুষ্য আমার নাই এবং আপনার রাজ্যে ও নাই কারণ তত্ত্ব বিষয়ে যে জ্ঞান তাহার নাম বুদ্ধি এইবুদ্ধি যেব্যক্তির আছে তাহার নাম বুদ্ধিমান অতএব যিনি বুদ্ধিমান্ হইবেন তিনি এই সতত বিকারময় ইন্দ্রজাল সদৃশ ও মহামোহদায়ক সংসারে কি নিমিত্ত স্থিতি করিবেন অতএব আমি বোধ করি যে বারাণসী ও অন্য অন্য স্থানে ও গিরিগহ্বরে ও মহারণ্যে মহারাজ অন্বেষণ করিলে পাইবেন অপর যে মূর্খ প্রার্থনা করিয়াছেন তাহার উত্তর মূর্খ সর্ব্বত্র সুলভ তাহার প্রেরণে কি ফল মূর্খের চিহ্ন এই যে ব্যক্তি সর্ব্বজন কর্তৃক নিন্দনীয় যে মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞান ও যশ উপার্জন না করে সেইব্যক্তি মূর্খ। রাজা হরসিংহ এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া ঐরূপ লিপি প্রেরণ করিতে অনুমতি করিলে মন্ত্রী গণেশ্বর সেই প্রকার লিপি প্রেরণ করিলেন। অনন্তর মহারাজ রামদেব ঐ লিপি সন্দর্শনে পরম সন্তুষ্ট হইয়া মহারাজ হর

সিংহ ও মন্ত্রী গণেশ্বরের অনেক প্রশংসা করিলেন এবং আরো কহিলেন যে মহারাজ হরসিংহের রাজনীতি রূপ যে পারাবার ইহাতে কর্ণধার স্বরূপ গণেশ্বর, অতএব রাজা সাধু, মন্ত্রী ও সাধু, এবং গণেশ্বর মন্ত্রির প্রশংসার নিমিত্ত মহারাজ রামদেব এক শ্লোক পাঠ করিলেন সে শ্লোকের অর্থএই যেমন কেহ সমুদ্রের জল সেচনে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু কদাচ সকল জল সেচন করিতে পারে না সেইরূপ এই গণেশ্বর মন্ত্রির গুণ সমূহ বর্ণনে কেহ সমর্থ হয় না এই প্রকার যে সকল মনুষ্যের লৌকিক ব্যবহারে ও সকল শাস্ত্রার্থে নিপুণতা সেই ব্যক্তি জয়যুক্ত হউন।

বিদ্বানের প্রশংসা বিষয়ে প্রকারান্তর।

মহারাজাধিরাজবিক্রমাদিত্যের রাজ্যান্তর্গত এক নিবিড় মহারাণ্যে এক মাংস ভক্ষক বন্য মনুষ্য স্ত্রীসহ বাস করে ইতমধ্যে ঐ বন্যা রমণীর গর্ভ হওয়াতে ঐ রমণী স্বীয়পতিকে কহিলেন হে নাথ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের অতি সুকোমল মাংস অতএব ঐ মাংস ভক্ষণে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা তুমি আমায় ঐ নরপতি মাংস ভক্ষণ করাইতে পার তাহা শ্রবণ করিয়া ঐ বন্য ব্যক্তি বিবেচনা করিল যে ইনিআমার স্ত্রী এবং গর্ভবতী ইহাকে যদি ঐ ভূপতির মাংস না দান করি তবে স্ত্রীসমীপে তুচ্ছতা প্রাপ্ত এবং সজাতীয় সন্নিধানে নিন্দনীয় হইব কিন্তু মহারাজ বিক্রমাদিত্য প্রতাপে আদিত্য তুল্য

নবরত্নযুক্ত বিশেষতো মহাকবি কালিদাস সভাসদ অত- এব এই অভিলাষ সিদ্ধ কদাচ হইবে না তথাপি চেষ্টা কর্ত্তব্য ইহা বিবচনা করিয়া ঐ মনুষ্য ভক্ষক যাত্রা পূর্ব্বক রাজসভাতে উপস্থিত হইয়া শ্রবণ করিলেন যে মহাকবি কালিদাস ঐ রাজসভাতে দিগ্বিজয়ি এক ব্যক্তি কর্তৃক পরাজিত হইয়া স্বীয়াপমানে সভাহইতে প্রস্থান করি য়াছেন ইহা শুনিয়া রাক্ষস অত্যন্ত আহ্লাদ পূর্ব্বক মহা রাজকে সম্বোধন করিয়া কহিল যে মহারাজ মক্ষিকা পদা ঘাতে ত্রিজগত্ কম্পান্বিত হয় কি না সপ্তাহ মধ্যে ইহার উদাহরণ দর্শন করাইতে হইবেক ইহার মধ্যে উত্তর না করিলে তোমার স্বীয়মাংস প্রদান করিতে হইবে এই বাক্য শ্রবণে মহারাজ অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া স্বীকার করিলে ঐ মনুষ্য ভক্ষক স্বীয় স্থানে প্রস্থান করিল তদনন্তর মহারাজ বিক্রমাদিত্য স্বীয় সভাসদ সহিত সমূহ বিবে চনাদ্বারা উত্তর নিরূপণে অসমর্থ হইয়া মহাকবি কালি- দাসকে আনয়নের নিমিত্ত বহু প্রযত্ন করতঃ কালিদাসকে স্বীয় সভাতে আনাইয়া পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক ঐ মনষ্য ভক্ষ কের বাক্য অবগত করাইলেন তাহাতে কালিদাস কহি লেন যে মক্ষিকার পদাঘাতে ত্রিজগত্ কম্পান্বিত ইহা কহিব তদ্বাক্যে মহারাজ বিক্রমাদিত্য মৃত শরীরে প্রাণ প্রাপ্তির ন্যায় বোধ করিয়া অত্যন্তাহ্লাদযুক্ত হইলেন অন ন্তর কালিদাস বিবেচনা করিলেন যে মক্ষিকা পদাঘাতে

ত্রিজগতের কম্পান অসম্ভব অতএব অসম্ভব বাক্য কদাচ বক্তব্য নহে, তাহা শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে যদি পাষাণ নর্দাতে ভেষে যায় ও বানরে সংগীত করে ইহা আপনি প্রত্যক্ষে দর্শনকরিলেও অসম্ভব প্রযুক্ত কহিবেনা বিশেষত এই বিষয় অবশ্য সে ব্যক্তি জানে যেহেতুক এরূপ বাক্য তৎকর্তৃক কথিত হইয়াছে এইরূপ নানা প্রকার তর্কদ্বারা মহাকবিকালিদাস বিবেচনা দ্বারা নিশ্চয় করিলেন যে কোন শিল্প গুণযুক্তা গুণবন্তী রমণী চিত্র পটে ত্রিজগৎ লিখিয়া দ্বারদেশে স্থাপন করিলে তাহার উপরি মক্ষিকার উপবেশন হেতুক ঐ পটের কম্পানদ্বারা ত্রিজগৎ কম্পান সিদ্ধ হইল, ইহ ঐ মনুষ্য ভক্ষকের প্রতি উক্তি করাতে ঐ খল লজ্জাদ্বারা অধোমুখ হইয়া বনে প্রস্থান করিলেন অতএব বিদ্বান ব্যক্তি বিদ্যাদ্বারা সকল কার্যোদ্ধারে যোগ্য হয়েন বিদ্বান কোন বিষয়ে পরাভব পায়েন না।

যেরূপে শাস্ত্র বিষয়িকা বুদ্ধি হয় তাহার উদাহরণ॥

এক পরম সুন্দরী রমণী স্বীয়সৌন্দর্য্যে গর্ব্বিতা হইয়াছিল, তাহার পতি তাহা হইতে অপমান গ্রস্ত হইয়া বিবেকে বারাণসী গমন করিয়া এক পরিব্রাজক নিকটে অধ্যাত্ম শাস্ত্রাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন কিন্তু পরম প্রিয়তমা প্রেয়সী পুত্র মিত্র ক্ষেত্র ভ্রাতৃবর্গ গো গবয় মহিষ্যাদি নানা বিষয় চিন্তায় সর্ব্বদা চঞ্চল চিত্ত থাকিতেন তন্নিমিত্ত শাস্ত্র চিন্তা করিতে পারিতেন না এবং শাস্ত্রার্থানুষ্ঠানে অস

নর্থ ছিলেন এই প্রকারে বহু দিবসানন্তর তাঁহার অধ্যাপক অন্যচিত্ত সন্দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুমি সর্ব্বদা অন্যচিত্ত শাস্ত্রার্থানুসন্ধানাক্ষম ইহার কারণ কি তাহাতে ঐ শিষ্য বহুতর বিনয়পূর্ব্বক নম্র হইয়া উত্তর করিলেন যে হে মহাশয় আমি স্বীয় বিষয়ে বিরত হইয়া বিবেক হেতুক অধ্যয়নার্থ এস্থানে আগমন করিয়া অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছি তথাপি আমার সেই স্ত্রী পুত্রাদি বিষয়ে সর্ব্বদা চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে মনকে সে বিষয় হইতে নিবারণ করিতে পারি না ইহা শ্রবণ করিয়া অধ্যাপক ঐ ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তোমার কি সর্ব্বদা স্ত্রী পুত্রাদি বিষয়ে মতি হয় তাহাতে শিষ্য উত্তর করিলেন যে আমার গৃহে একবহু দুগ্ধবতী মহিষী আছে আমি প্রতিদিন তদুপরি স্বচ্ছন্দে আরোহণপূর্ব্বক বন মধ্যে গমনানন্তর উদর পূরণ করিয়া দুগ্ধপান করিতাম ঐ মহিষী সতত আমার চিত্তে উদয় হয় আর অন্য২ বিষয় মধ্যে২ চিত্তে উদয় পায়। ইহাতে গুরুর উত্তর যে তাহাতে হানি নাই যেহেতু তোমার স্ত্রী বিষয়ে মন সতত হয় না যদি স্ত্রীতে মন হইতো তবে তোমার বিদ্যা কদাচ হইতো না কারণ বিষযুক্ত সর্প সহিত বাসে যে প্রকার ভয় সেই প্রকার জনতা সহিত স্থিতিতে ভয় হয় যার উত্তমান্ন ভক্ষণে বিষান্ন ভোজন তুল্য জ্ঞান হয় সেও রাক্ষসী ন্যায় স্ত্রীদের হইতে ভয় পায় এবং সাধু পুরুষেদের দেবতাতে যাদৃশী শ্রদ্ধা

সেই প্রকার ভক্তি অধ্যাপকেতে যেমহাত্মারা করেন তাঁহারাই বিদ্যাপ্রাপ্ত হয়েন। যদি ও বিদ্যাপ্রাপ্তিতে কারণ সমূহ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে তথাপি স্ত্রীতে বিরতি শাস্ত্রানুশীলনে যেপ্রকার উপকারিণী সেই প্রকার অন্য আর কিছুই আমার মনেতে উদয় হয় না। কেননা যে ব্যক্তির বুদ্ধি তুল্য পতিত ভূমিতে স্ত্রী চিন্তনরূপ বহ্নিজ্বালা নিরন্তর জ্বলে সেই প্রকার ভূমিতে গুরু কর্তৃক বাপিত উপদেশ রূপবীজের অঙ্কুর হইতে পারে না বরং পতিত হইবামাত্রই দগ্ধ হয়। অতএব শাস্ত্রে কামিনী জ্ঞান বিদ্যার প্রতি প্রতিবন্ধক কহিয়াছেন তাহা তোমার কদাচ যেমন না হয় ইহাতে তুমি সর্ব্বদা যত্নযুক্ত হইবে। কিন্তু আমি তোমাকে সম্প্রতি এক উপদেশ কহি তাহাই করহ। তোমার অন্তঃকরণে যদি সর্ব্বদা মহিষী উদয় পায় তবে তাহাকেই সর্ব্বদা ভাব। কেননা চিত্ত যে বিষয়ে পতিত হয় তাহাতে প্রতিক্ষণে এক পদার্থ ভাবিলে তাহার পরিপাক দ্বারা চিত্ত একত্বপাইয়া শাস্ত্র ও তত্ত্বার্থ ধারণাতে যোগ্য হয় আর যদি এরূপ না করে তবে হয় না। যেমত গো শৃঙ্গে শর্ষপ একক্ষণ মাত্র স্থির হয় না, সেইরূপ বিষয় চিত্ত শিষ্যের চিত্তে গুরুর উপদেশ একক্ষণ মাত্র স্থিরহয় না। শিষ্য গুরুহইতে এই রূপ উপদেশপ্রাপ্ত হইয়া তদবধি সর্ব্বদা গমন ও ভোজন ও শয়ন ও স্নানাদি কালীন ঐ মহিষীর প্রতি চিন্তা করিতে লাগিল যেমন সতী যুবতী পত্নীর প্রবাসস্থ পতির প্রতি ভাবনা তাহার ন্যায়। এই

প্রকারে বহু দিবসাবধি চিন্তা করিলে এক দিবস কুটীর মধ্যস্থিত ঐ শিষ্যকে ঐ অধ্যাপক ভোজনার্থ আহ্বান করিলে শিষ্য উত্তর করিলেন যে আমি এই কুটীর হইতে কিরূপে নির্গত হইব কারণ আমার দুই শৃঙ্গ কুটীরে বদ্ধ হইবে ইহা শ্রবণ করিয়া ঐ অধ্যাপক অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন যে হে শিষ্য তুমি আইসহ। মনুষ্য কি কদাচ শৃঙ্গযুক্ত হয় তুমি শৃঙ্গী নও। অতএব শাস্ত্রে মনুষ্যশৃঙ্গ, গগনপদ্ম, বন্ধ্যাপুত্র, ইত্যাদি পদার্থকে মিথ্যা কহিয়াছেন। মিথ্যা পদার্থ তাহাকে কহা যায় যে যেহ পদ সে সকল অর্থ যুক্ত হয় না যেমন গবাদি পদ গল কম্বলাদি যুক্তকে বুঝায় তাহা গবাদিতে আছে। কিন্তু মনুষ্য শৃঙ্গাদি পদ আপাতত বোধ হয় যে ইহার কিছু অর্থ আছে যথার্থত মনুষ্যেতে শৃঙ্গ নাই। এবং আকাশাদিতে পদ্মাদি নাই অতএব দর্শন করহ ভাবনার শক্তি এই প্রকার যে মিথ্যা পদার্থকে সত্য বোধ করিয়া দেয়। অতএব শাস্ত্র কথিত যে সকল পদার্থ তাহা ভাবনা দ্বারা সিদ্ধ হয় ইহাতে কি আশ্চর্য্য অদ্যাবধি শাস্ত্র এইরূপ চিন্তা করহ যে শাস্ত্রার্থকে সাক্ষাৎকার করিবে। অতএব শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতিতাদৃশী। এইরূপে মহিষী চিন্তারন্যায়কর্ণ প্রভৃতি ধনুর্ব্বিদ্যাদি শাস্ত্রাভ্যাস দ্বারা বিদ্যা উপার্জন করিয়াছেন। অতএব তোমাদিগের প্রতি কহিতেছি যে সকলে বিদ্যা বিষয়ে সর্ব্বদা চিন্তা করহ অবশ্য বিদ্যা হইবে।

মেধাযুক্ত মনুষ্যের কথন।

যে মনুষ্য অন্য কর্তৃক কথিত বাক্য একবার শ্রবণ মাত্র গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়েন এবং যে বৃত্তান্ত একবার শ্রবণ করেন তাহা কদাচ বিস্মৃত হয়েননা এইরূপ ধারণাবতী বুদ্ধি যুক্ত ব্যক্তিকে মেধাবী জানিবে ইহার উদাহারণ। গৌড় দেশ নিবাসি শ্রীহর্ষ নামক এক পণ্ডিত নলরাজার চরিত্র যুত এক গ্রন্থ রচনা করিয়া চিত্তে আলোচনা করিলেন যে সুললিত ও উত্তম রস ও গুণালঙ্কারাদি সমন্বিত কাব্য কবি দিগের প্রশংসার্থ উক্ত গুণহীন হইলে কেবল উপহাসার্থ হয় যেমন অগ্নিতে স্বর্ণ পরীক্ষা এই প্রকার সভাতে পণ্ডিত রূপ বহ্নিতে কাব্যরূপ স্বর্ণের পরীক্ষা কর্ত্তব্য তাহাতে উত্তীর্ণ হইলে কাব্য কর্ত্তার পরিশ্রম সার্থক নতুবা কেবল শ্রমমাত্র ইহা বিবেচনা করিয়া বহু পণ্ডিত সমাগমস্থান বারাণসীতে গমন পূর্ব্বক সর্ব্ব পণ্ডিতের মধ্যে উত্তম সংসার সুখাভি লাষ রহিত সতত ব্রহ্মনিষ্ঠ তপস্যাদিরত কক্কোক নামক পণ্ডিত সমীপে শ্রীহর্ষ স্বীয়াভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গ্রন্থ স ন্দর্শনকরাইতে সময় না পাইয়া ঐ কক্কোক পণ্ডিত যে সময়ে গঙ্গাস্নানার্থ গমন করেন ঐ সময়ে পথিমধ্যে শ্রীহর্ষ স্বীয় কৃত কাব্য প্রতিদিবস শ্রবণ করান কিন্তু এক দিবসেও তিনি কোন উত্তর দেননা তাহাতে শ্রীহর্ষ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইয়া ঐ পণ্ডিতকে কহিলেন যে হে পণ্ডিতবর মহাশয় সমীপে আমিদূর দেশ হইতে বহু অর্থ ব্যয় ও বহুক্লেশ পাইয়া আগমন করিয়া বহুদিবসাবধি পথি গমনা গমন

সময়ে কাব্য শ্রবণ করাইতেছি কিন্তু মহাশয় আমার আকাঙ্ক্ষা পূরণদূরে থাকুক এতদ্বিষয়ে নিন্দা কি প্রশংসা কিছুই কর না অতএব আমি বোধ করি যে মহাশয় এই বিষয়ে কর্ণার্পণ ও করেন না ইহা শ্রবণ করিয়া কক্কোক পণ্ডিত কহিলেন যে শুন আমি তোমার কৃত কাব্যের এক দেশ অর্থাৎ কিঞ্চিৎ শ্রবণ করিয়াছি ইহাতে যে তোমার কাব্যের উত্তমতা কি অপকৃষ্ণতা কিরূপে বিবেচনা করি দেখ সমুদ্র মধ্যে বহু২ রত্ন আছে এবং নানা প্রকার জন্তু ও বাড়বাগ্নি প্রভৃতি বহু বিধ দ্রব্য আছে সেসকল কি সমুদ্রকূলদর্শনেতে দৃষ্ট হইতেপারে অতএব তোমার কাব্য সকল শ্রবণ করি, পরে সদসদ্ বিবেচনা করিব। এবং যদ্যপি তুমি ইহা বোধ করহ, শ্রবণ করি না তন্নিমিত্ত তুমি যতশ্লোক আমাকে শ্রবণ করাইয়াছ তাহা পাঠকরি শ্রবণ করহ, এই বাক্য শুনিয়া ঐ শ্রীহর্ষ কর্তৃক কথিত সকল শ্লোক কক্কোক পণ্ডিত পাঠ করিলে শ্রীহর্ষ অত্যাশ্চর্য্য জ্ঞানকরিয়া ঐ পণ্ডিতকে অত্যন্ত মান্য করিলেন, এবং পরমাহ্লাদে কক্কোক পণ্ডিতের চরণ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রণতি ও স্তুতি করিয়া কহিলেন যে হে মহাশয় আমি তোমার মেধা মহত্ত্বে অত্যন্ত তুষ্ট হইলাম। তদনন্তর কক্কোক পণ্ডিত ঐ কাব্য সমস্ত শ্রবণ করিয়া কাব্যের প্রশংসা ও দোষের পরিহার ও বিশেষ২ অর্থ কথনে শ্রীহর্ষে হর্ষযুক্ত করিয়া গৃহ গমনার্থ অনুমতি দিলেন। শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে গুণিব্যক্তি দোষ গ্রহণ করেন না কেবল গুণই গ্রহণ করেন

তাহার দৃষ্টান্ত ভ্রমর যেমন কণ্টক যুক্ত যে পুষ্প তাহার মধু গ্রহণে অসমর্থ হইয়া গন্ধ গ্রহণ করে, এবং হংস বিশেষ জল মধ্যে দুগ্ধ গ্রহণ করে, হে বালকেরা তোমারা সতত শাস্ত্র চিন্তা করহ যে তাহাতেই মেধাবৃদ্ধি হইবে।

মনোযোগ দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি।

মনুষ্যদিগের সকল কার্য্যে মনঃসংযোগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ বিদ্যাবিষয়ে বালকদিগের সতত মনোযোগ করা, যেহেতু চিত্ত নিরন্তর চঞ্চল নানাবিষয়ে গমন করে কিন্তু ঐ মনঃসংযোগ ব্যতিরেকে কোন বিষয় বোধ হয় না. অতএব উচিত যে মনঃসংযোগ দৃঢরূপে করিতে হয়, আরো দেখ কারণব্যতিরেকে কদাচ কার্য্যের উৎপত্তি হয়না যেমন কারণ সমূহ্য থাকিলেও এক কারণা ভাবে বস্তু হয় না, সেই প্রকার জ্ঞানের প্রাপ্তি প্রধান কারণ যে মনঃসংযোগ তদ্ব্যতিরেকে কদাচ কিছুই হইতে পারে না। অতএব শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে প্রথমতঃ চিত্তকে এক বিষয়ে রাখিবে, তদ্দারা চিত্তের নৈর্ম্মল্য হয় পরে জ্ঞানোদয় হয়। যেমন দর্পণ দ্বারা মুখ প্রতিবিম্ব দেখাস্বভাব সিদ্ধ, কিন্তু মলীন হইলে দেখাযায়না পুনর্ব্বার দর্পণ মল নাশক দ্রব্যদ্বারা মার্জ্জন করিলে উত্তমরূপে দৃষ্ট হয়। আরো দেখ উত্তম দুর দৃষ্টিযুক্ত পুরুষের সংমুখে যদি বৃহৎ২ বস্তু থাকে কিন্তু তদ্বস্তুতে সেইব্যক্তির যদি বিলক্ষণ মনঃসংযোগ না থাকে তবে ঐ ব্যক্তির উত্তম দৃষ্টি হইলেও ঐ বৃহৎ২ বস্তু দেখিতে পায়না এবং অন্যং লেহ্যাদি বিষয়ে এই

প্রকার বোধাদি হয় না। ইহার এক উদাহরণ সুমধুর রব বংশী প্রভৃতির শব্দে মগ্ন যে মৃগ তাহার সংমুখস্থিত ব্যাধকে দর্শন ও তদ্ধনুষ্টঙ্কারাদি শ্রবণ হয় না।

এবং মনঃসংযোগ দ্বারা সকল বিষয় প্রকাশ পাইলেও মনুষ্যদিগের কর্ত্তব্য যে উত্তম বিষয়ে মনঃসংযোগ করা কিন্তু বিদ্যা হইতে আর উত্তম বিষয় নাই বিদ্যার উত্তমতা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে আর বহু২ গ্রন্থে বিস্তৃত আছে অতএব বিদ্যোপার্জ্জন বিষয়ে সতত মনঃসংযোগ করহ কারণ তদ্দ্বারা যথার্থ তাৎপর্য্য বোধ হইলে অদৃষ্ট পদার্থ দেখিতে পাইবে অন্য২ দৃষ্ট পদার্থের কি কহিব। দেখ দৃষ্ট পদার্থ প্রায় মূঢেরা ও দেখিতে পায়। আর পাঠকালীন তদ্বিষয়ে মনঃসংযোগ করিলে অতি শীঘ্র অভ্যাস ও চিরকাল স্মরণ হয়। তদ্ব্যতিরেকে বহুতর প্রয়াস করিলে অভ্যাস যদিও হয় তথাপি স্মরণ থাকে না। ইহার উদাহরণ এক বিষয়ে মনঃসংযোগ আছে যেজনের তাহার নাম গ্রহণ পূর্ব্বক কেহ সম্বোধন করিলে প্রায় শুনিতে পায় না যদ্যপি শ্রবণগোচর হয় তবে বিশেষরূপে বোধ হয় না যে আমাকে সম্বোধন করিতেছে।

বিদ্যাভ্যাস ও অন্য২ বুদ্ধিসাধ্য কর্ম্ম করণের এমন স্থান যে স্থানে মনোহারক দ্রব্যাদি ও সুগন্ধি ও শুশোভন সৌকুমার্য্যাদি সুভোগ্য সামগ্রী ও উত্তমা স্ত্রী ও প্রবন্ধাদি না থাকে। শ্রবণ ঘ্রাণ চক্ষুঃ ইত্যাদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু যে

স্থানে থাকে সেই স্থানে বুদ্ধিসাধ্য কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে। কারণ আশু মনোহরণ যোগ্য বস্তুতে মনঃপতন হইলে সেইবিষয় হইতে পতন হয়।।

আর বিদ্যার্থি ব্যক্তির প্রতি এক উপদেশ কহি যে তাঁহারা অতিশয় প্রবল কাম ক্রোধ লোহ মোহ মদমাশ্চর্য্য ভয় ক্ষোভ দুঃখাদির পরিত্যাগ করিবেন। যদি পরিত্যাগ না কর তবে শীঘ্র প্রবৃত্তিজনক উক্ত কামাদি বিষয়ে ইন্দ্রিয় গণ বলক্রমে চিত্তকে হরণ করিবে। তাহাতে চিত্ত হৃত হইলে অনিবার্য্য চিত্তকে কদাচ কেহ কোন বিষয়ে বশীভূত করিয়া রাখিতে পারিবেনা। তাহাতে বিপরীতাচার সহকারে সকল সুপদার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অযথার্থ ঘটিবে পরে পরম পীড়া দায়ক পদার্থ আশু আহ্লাদজনক পদার্থে নিবেশ দ্বারা সতত সর্ব্বকালে সকলজন সমীপে অসুখ প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু ইন্দ্রিয় সমূহকে বশীভূত কাম ক্রোধাদির প্রাবল্য ধ্বংস দ্বারা যথার্থ পদার্থ জানিলে সকলার্থ তন্নিকটে উপস্থিত হয় যেমন বিষ সংযুক্ত কুপিত সর্পমুখে বালক বালকতা প্রযুক্ত আহ্লাদার্থ অঙ্গুলি প্রদান করতঃ পরম ক্লেশ পায় কিন্তু সর্পের যথার্থ বোধ হইলে কদাচ অঙ্গুলি প্রদান না করিয়া জীবন রক্ষা করে। অতএব সর্ব্বদা সকল সদ্বিষয়ে মনঃসংযোগ করহ তাহাতে মঙ্গল হইবে।।

বুদ্ধি বৃদ্ধির প্রতি পঞ্চপ্রকার উপায়।

বুদ্ধি বর্দ্ধক পঞ্চ প্রকার উপায় এই২ প্রথম স্বভাব সিদ্ধ সংস্কার। দ্বিতীয় অধ্যয়ন। তৃতীয় উপদেশ। চতুর্থ আলোচনা। পঞ্চম চিন্তন। ইহার মধ্যে প্রথম উপায় যে সংস্কার তাহার নির্ণয়। সংস্কার অদৃষ্ট পদার্থ কিন্তু স্বভাব সিদ্ধ অর্থাৎ অন্য২ উপদেশাদি কারণ ব্যতিরেকে দ্রব্য ও গুণ প্রভৃতি সকল পদার্থ সকল ব্যক্তির বুদ্ধিতে প্রকাশ পায়। ইহার উদাহারণ বালকদিগের কিছুই বিশেষ বোধ থাকে না যে অগ্নির দাহিকা শক্তি ও জলের শীতলত্ব ইত্যাদি কিন্তু স্বভাব সিদ্ধ সংস্কার দ্বারা তত্তৎ শক্তি প্রকাশ পায়। যেমন সূর্য্য উদয় মাত্রে ও বর্ত্তিকাতে আলোক যোগ মাত্রে স্বভাব সিদ্ধ সংস্কার দ্বারা তমো বিনাশ পুর্ব্বক প্রকাশ হয়॥

দ্বিতীয় অধ্যয়ন। ইহার দ্বারা গ্রন্থকর্ত্তার রীতি ও যুক্তি ও ভাবাদি পাওয়া যায়। দেখ অধ্যয়নে নিপুণ হইলে পূর্ব্ব২ গ্রন্থকর্ত্তাদিগের সংস্কার ও গ্রন্থের তাৎপর্য্যার্থ ও কালত্রয় ও তদ্ভব পদার্থ ও নানাগুণ ও নানা রস ইত্যাদি বুদ্ধিতে প্রকাশ পায় এবং অর্থ ও মান ও সুখ ও পরম সুখ ও দৃশ অদৃশ্য পদার্থ সাক্ষাৎকারকরা পরম জ্ঞান ও বিজ্ঞানাদি সকলি লাভ হয়। এবং পুনঃ২ গ্রন্থ দর্শন ও চিন্তন ও দোষ গুণ বিবেচনা ইত্যাদি হয়। আর নির্জ্জনস্থ হইলে কিংবা দুঃখ সময়ে পাঠ করিলে দুঃখাদি দূরীকরণ পূর্ব্বক পরমাহ্লাদ প্রাপ্ত হয়॥

তৃতীয় উপদেশ। গুরুগৃহ মধ্যে কিংবা বহিঃস্থানে শিষ্যদিগের প্রতি যে গ্রন্থের তাৎপর্য্যাদি বলেন তাহার নাম উপদেশ এই উপদেশ পাঠ হইতে উত্তম, আর ইহাতে অধিক লভ্য হয়। তাহা এই২ কল যন্ত্র প্রভৃতি বোধ কেবল পাঠদ্বারা হয় না কিন্তু উপদেশ দ্বারা নির্ম্মানেপারগ হয় আর কঠিন ভাবার্থ বোধ ও সন্দেহ ভঞ্জন হয়। এবং যাহা অতি উপকারক, অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা শিষ্যদিগের প্রতি কহিলে তাহারা বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারে। আর উচ্চারণ স্বর ও ব্যঞ্জনাদি ভেদ উপদেশ দ্বারা বোধ গম্য হয়, তাহা পাঠ দ্বারা হইতে পারে না ॥

চতুর্থ আলোচনা। পরস্পর শাস্ত্রাদি বিষয়ে যে কথোপকথন তাহার নাম আলোচনা। ইহারদ্বারা উত্তমরূপে বুদ্ধি বৃদ্ধি হইতে পারে। পরস্পর কথোপকথনে তাহার যেমন ভাবার্থ জানা যায় এবং বিস্মৃত হইলে জিজ্ঞাসাতে পুনঃ স্মরণ হইতে পারে আর তাহার মনোগত জানিতে পারা যায় কিন্তু পাঠদ্বারা এই সকল হয় না। গ্রন্থে কোন সন্দেহ কিংবা দুসাধ্যবোধ হইলে কথোপকথনদ্বারা উদ্ধার হয় কিন্তু পুস্তকদ্বারা হয় না কারণ পুস্তকের বাক্য প্রয়োগ শক্তি নাই। আরো অন্য২ মনুষ্যের রীতি ও বর্ত্মপ্রভৃতি পরস্পর কথোপকথনজন্য সংস্কারদ্বারা বোধ হয় না। যেমন যোগীচিরকাল যোগ করিলেও তত্ত্ব পায় না কিন্তু আলোচনাতে ত্বরায় পায় ॥

পঞ্চম চিন্তন। উক্ত প্রকার চতুষ্টয়ান্তর্গত সকল তাৎপর্য্যার্থ চিত্তে যে দৃঢ়তর স্থাপন তাহার নাম চিন্তন। এই চিন্তনদ্বারা উপদেশাদি হইতে প্রাপ্ত যে পদার্থ তাহার সতত স্থাপনহেতু সকল নিষ্কৃষ্টার্থ ও দোষ গুণ ইত্যাদি প্রকাশিত ও জ্ঞানের দার্ঢ্য ও বৃদ্ধি হয়! আর সকলপদার্থের সাক্ষাৎ হয় এবং যে পদার্থ চিন্তাকরা যায় সেই পদার্থের অভ্যাস হেতু বোধ হয় যে ইনি আমার কিন্তু তাহানা করিলে কদাচ আয়ত্ত হয় না তাহাতে বোধ হয় যে আমার নহে ॥

উক্ত এই পঞ্চ প্রকার উপায়ে উচিত হয় যে নিরন্তর স্থিতি করে। কেননা এই উপায় পঞ্চক ব্যতিরেকে কদাচ বুদ্ধিবৃদ্ধি হয় না এবং বুদ্ধি বেতিরেকে সকল কার্য্যে ওসকলসাধু সমীপে সতত নিন্দনীয় হয়। আর পরাধীন এবং উপহাসের পাত্র হইতে হয়, তাহাতে নানাক্লেশে মগ্ন হইতে হয়। আর সর্ব্বশাস্ত্রে ও সর্ব্বলোকে সদা কথিত আছে যে বুদ্ধিহীনজন শূকরাদিরসমান ইত্যাদি। অতএব এই পঞ্চোপায়ে সততরত হইলে সদা সুখী হয়।

পরিশ্রম দ্বারা বিদ্যাদি লাভ ॥

বিদ্যা বিষয়ে ও অন্য২ যে উদ্যোগ তাহাকেই লোক পরিশ্রম কহে বাল্যাবস্থা ও যৌবনাবস্থায় মনষ্য সকল সতত সকলবিষয়ে অবশ্য পরিশ্রম করিবে যেহেতু পরিশ্রমেতে বিদ্যা ও ধন ও মান্যতা ও সুখাদি হয় পরিশ্রম ব্যতিরেকে ইহার কিছুই হয় না অদৃষ্ট দ্বারা যে সুখাদি হয়

সে কাপুরুষের কথামাত্র। যদ্যপি চেষ্টা করিলে কার্য্য সিদ্ধ না হয় তাহাতে হানি নাই। ইহার দৃষ্টান্ত কুম্ভকার এক মৃত্তিকাপিণ্ডতে ঘট ও স্থাল্যাদি যাহা২ চেষ্টা করে তাহা২ নির্ম্মাণ করিতেছে এবং দেখ নানাবিধ দ্রব্য সংমুখে আছে বটে কিন্তু ভোজনার্থী ব্যক্তির মুখে কি অদৃষ্ট অন্নাদি প্রদান করে উদ্যোগব্যতিরেকে সেই দ্রব্যভক্ষণ করিতে পারেনা। এবং আরো দেখ বনমধ্যে মুখব্যাদান করিয়া নিদ্রাপ্রাপ্ত যে সিংহ তাহার মুখমধ্যে মৃগাদি কি আপ নারা প্রবেশ করে। অতএব বাল্যাবস্থায় বিদ্যা বিষয়ে অত্যন্তচেষ্টা করিবে যদ্যপি বাল্যাবস্থায় বিদ্যাভ্যাস না করে তবে বৃদ্ধাবস্থায় কি অভ্যাস করিতে পারে তৎকালে ইন্দ্রিয়সকল শিথিল হয় সুতরাং অভ্যাসে অত্যন্তক্লেশ জন্মে অভ্যাস করিলেও স্মরণ থাকে না। এবং যৌবনা বস্থায় সর্ব্বদা সকলবিষয়ে চেষ্টা করিবে ইহা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। আরো কহিয়াছেন যে চেষ্টাব্যতিরেকে কদাচ কার্য্যসিদ্ধ হয় না দেখ যেমন বীজ ও বর্ষাদিকাল সহযোগে কর্ষণ ব্যতিরিক্ত ক্ষেত্র কি ফলপ্রদ হয়, কদাচ হয় না ইহার উদাহরণ॥

অবন্তিকা নগর নিবাসি রাজকুলোদ্ভব মহাবলপরাক্রা ন্ত সপ্তদ্বীপাধিপতি বহু২ রত্ন ও অসীমধনসংযুক্ত কমলা পতি নামক একব্যক্তি তাহার ধরণীধর নামক এক পুত্র সতত সকলবিষয়ে চেষ্টারহিত পরিশ্রমকরণে অসমর্থ কিছু

কালপরে তৎপিতা কমলাপতির মৃত্যু হইলে ঐধরণীধর কেবল অমাত্যসহ মিথ্যাকল্পিতকথায় কালযাপন করে কিন্তু কোন বিষয়ে বিশেষ পরিশ্রম করে না তদনন্তর ঐ ধরণীধরের পিতৃমন্ত্রী ও অমাত্য ও অন্যং ভৃত্যাদি সকলেই ধরণীধরের এতাদৃশী রীতি সন্দর্শন হেতুক বিরক্ত হইয়া কার্য্যপরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনং গৃহে প্রস্থান করিলে কএকব্যক্তি ধূর্ত্ত ও প্রভুবঞ্চক মন্ত্রী প্রভৃতির কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অল্পদিনের মধ্যে অসংখ্যধন ও রত্নাদিযুক্ত কোষ প্রায় শূন্য করিল এবং তৎকালে সতত চেষ্টাশীল পরিশ্রমশালি ও নানাশাস্ত্রে পারদর্শি এক দারিদ্রব্যক্তি স্বীয়পরিশ্রমদ্বারা ঐ ধরণীধরের সৈন্যসহ সংপ্রীতি হেতুক ক্রমেং ধরণীধরের রাজ্য প্রায়হস্তস্থ করাতে ও ধরণীধর স্বীয়সৈন্যের প্রতি অনুমতি প্রদানে অত্যন্তপরিশ্রম জ্ঞান করিয়া উপেক্ষা করিলেন পরে ঐ দরিদ্রের বশীভূত হইয়া অতিশয় ক্লেশে কালযাপন করিতে লাগিলেন। অতএব ওহে বালকেরা তোমরা সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ে পরিশ্রম করহ। দেখ যিনি এই জগতের কর্ত্তা তাঁহারো চেষ্টাদ্বারা সৃজন হয়। আর তিনি চেষ্টাহীন হইলে ত্রিজগৎ লয়পায়। আরো দেখ রাবণ প্রভৃতি ধনহীন মুনির সন্তান হইয়াও স্বীয়ং পরিশ্রমদ্বারা সকল রাজ্যাধিপ হইয়া কিপর্য্যন্ত সুখভোগ করিয়াছেন ॥

অলস যুক্তের বিবরণ।

সকল কার্য্য বিষয়ক যে উদ্‌যোগ তাহার কারণের নাম উৎসাহ ইহারহিত যেব্যক্তি তাহাকে অলসযুক্ত বলিয়াছেন। ইহার উদাহরণ মিথিলা নাম নগরীতে অতিদানশীল ও দয়ালু ও অনাথপালক বীরেশ্বর নামক এক রাজমন্ত্রী তিনি বিশেষরূপে অলসযুক্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি প্রতিদিন অন্ন বস্ত্রাদি প্রদান করেন যেহেতু অলসযুক্ত ব্যক্তিরা সর্ব্বদা ক্ষুধাতে অত্যন্তপীড়িত ও সকলকার্য্যে অক্ষম ও দুর্গতিযুক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রধান। কেহ২ অলসযুক্তব্যক্তিকে পরম সুখী কহেন যেহেতু অলসযুক্ত জনের ক্ষোভ ও আকাঙ্ক্ষা নাই তাহার কেবল ক্ষুধাহেতু নিদ্রাজন্য যে সুখ তাহা হয় না। তদনন্তর লোভাকৃষ্টচিত্ত অনেক২ ব্যক্তি অলসযুক্ত জনের সুখ শ্রবণ করিয়া কৃত্রিম অলসান্বিত হইয়া অলসযুক্ত জনসহ বাসকরে যেহেতু সজাতীয় সহ বাস সকলের সুখদায়ক ও সজাতীয়সুখ সন্দর্শনে সেস্থানে গমনে সতত মতি হয় পরে ঐ বঞ্চকেরা কৃত্রিম আলস্য প্রকাশ পূর্ব্বক সেস্থানে পরমসুখে কাল যাপন করে। তদনন্তর ঐ মন্ত্রী কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তিরা বিবেচনা করিলে বোধ হইল যে আমাদিগের পরস্পর অবধান শূন্যতা প্রযুক্ত অনেক দ্রব্যব্যয় হইতেছে ইহা আমাদিগের গর্হিত কারণ আমাদিগের স্বামীর এই অভিলাষ যে যথার্থ অলসযুক্ত জনদিগের অত্যন্ত

ক্লেশ অতএব তাহারদিগকে দান করিবেন তদ্ভিন্ন কৃত্রিম অলসযুক্তজনকে অন্নাদি দান সৰ্ম্মত নয় অত এব আমাদিগের উচিত যে এতদ্বিষয়ে পরীক্ষা কর্ত্তব্য এবং ঐ লোকেরা পরস্পর মন্ত্রণা করিল যে এই গৃহে অগ্নি প্রদান করা কর্ত্তব্য তদনন্তর ঐ গৃহে অগ্নিপ্রদান করিয়া তন্নিকটে অবস্থিতি করত দর্শন করিল যে অগ্নি অত্যন্ত প্রজ্বলিত হইল পরে কৃত্রিম জনগণ অগ্নিপ্রজ্বলিত দেখিয়া ও উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া সকলে পলায়ন পরায়ণ হইলে ঐ শয়নাগারে প্রসুপ্ত প্রকৃত অলসযুক্ত জনেরা পরস্পর স্বীয়২ বস্ত্র গাত্রে আচ্ছাদিত করিয়া তন্মধ্যে এক ব্যক্তি কহিতেছে যে ও হে অত্যন্তকলরব কি নিমিত্ত হইতেছে। দ্বিতীয় জন উত্তর প্রদান করিল আমার এই বোধ হয় যে এই গৃহদাহ হইতেছে। পরে তৃতীয় ব্যক্তি কহিতেছে যে এস্থানে এমত কোন জন ধাৰ্ম্মিক নাই যে অগ্নির উত্তাপ নিবারণার্থ আর্দ্র বস্ত্র কিংবা আর্দ্র শয্যাদি দ্বারা আমাদিগের শরীর আচ্ছাদিত করে। পরে চতুর্থব্যক্তি ইহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিল যে আঃ তোমারা কি বাচাল জগৎকর্ত্তা কি তোমারদিগের মৌনী হইতে দেননাই আর মুখে বেদনা ও হয় না। তদনন্তর তৎপ্রতি পালনার্থ নিযুক্ত পুরুষেরা অতি যত্ন পূৰ্ব্বক ক্লেশ না হয় এতদ্রূপে অলসযুক্ত জন চতুষ্টয়কে ঐ গৃহ হইতে নিঃসারণ করিয়া পরস্পর চিন্তা পূৰ্ব্বক এক শ্লোক পাঠ করিল।

তাহার অর্থ যেমন রমণীগণের পতি গতি এবং বালকাদিগের জননী তদ্রূপ অলসযুক্তজন দিগের দয়ালুই গতি তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য গতি নাই। পরে ঐ নিযুক্তজনেরা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক উত্তম২ দ্রব্য প্রদান করিতে লাগিল। অতএব হে বালকেরা যদি তোমারা অলসের বশীভূত হইয়া অনর্থক কালযাপন করহ তবে ইহার পরে এই দৃঢতর অলসের সংস্কার দ্বারা কার্য্য মাত্রে অক্ষম হইয়া অত্যন্তক্লেশ ভাগী হইবে। এবং অলসের এই ধর্ম্ম যে মনুষ্যদিগের অন্তরে জলের ন্যায় প্রবেশ পূর্ব্বক চিত্তের উত্তমোত্তম সংস্কার সকলকে ক্রমে২ নষ্ট করে। যেমন অতি মৃদুগতিজল নদীর কুলকে ক্রমে২ মৃত্তিকা খনন দ্বারা ভঞ্জন করে। অপর কালবশত গতিরোধজন্য জলদুর্গন্ধাদি হেতু বহুতর বাস্প দ্বারা লোক সমূহের প্রাণবিয়োগ হয় সেই প্রকার অলস যুক্ত জনেরা অলসদ্বারা সকল প্রবৃত্তি বিষয়ে নিবৃত্ত হইয়া বাহ্যেন্দ্রিয় গ্রাহ্য সকল সুখ বিনষ্ট করে। এবং অলস দ্বারা মনুষ্যের অতুল্য অমূল্য যে ধর্ম্ম তাহারও মূলোৎপাটন হয়। আর অশেষক্লেশ ও মনঃপীড়া ও মান হানি ও কুকর্ম্মে মতি ইত্যাদি দুর্গতি মনুষ্যের হয়। এবং মিথ্যা কথা কথনে অতিশয় রত হয়। ইহার প্রথম প্রমাণ অলসযুক্ত জনকে যদি কোন জন সমীপে কোন কার্য্যার্থ নিয়োজন কর তবে সেই জন সর্ব্বজ্ঞেরন্যায় কহে যে আমি তন্নিকটে গমন করিয়া দেখিলাম যে তিনি গৃহে নাই। দ্বিতীয়।

সকল কার্য্যে অযোগ্য অথচ সতত সুখাভিলাষী। তৃতীয়। সর্ব্বদা পরাধীন কারণ স্বীয় সন্নিধানে সামগ্রী থাকিলেও অন্যেরং সহকারিতা ব্যতিরিক্ত তত্তদ্দ্রব্য প্রাপ্ত হয় না। অতএব এতাদৃশ দুর্ভাগ্যাদি দায়ক অলসকে ত্বরায় বিষের ন্যায় পরিত্যাগ করা মনুষ্যদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

দুঃসাধ্য সাধনে পুরুষার্থ॥

কোন কর্ম্ম যদি অত্যন্তক্লেশজনক হয় তবে সেই কর্ম্ম দুঃসাধ্যবোধ করিয়া পরিত্যাগ করিবেনা বরং তৎপর হইয়া বহু যত্নদ্বারা তৎকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবে কারণ দুঃসাধ্য সাধনই পুরুষার্থ, সুসাধ্য সাধন কাপুরুষ হইতেও হয়। ইহার বিবরণ সাগর কূলস্থ এক গুল্ম বৃক্ষোপরি জটায়ু প্রধান কতক গুলি পক্ষী বহুকালাবধি থাকে ইতিমধ্যে একদিবস ঐ পক্ষিসকল আপানং শাবকগণকে স্বীয়ং বাস স্থানে রাখিয়া তাহারদিগের আহারার্থ বহুতরদূরদেশে ইতস্ততো ভ্রমণ করতঃ ক্ষুধাতে অত্যন্ত পীড়্যমান তথাপি স্বোদরপূরণ না করিয়া স্বীয় শাবকগণের উদরপূরণার্থে বহুতর তণ্ডুলকণা চঞ্চু দ্বারা ধারণপূর্ব্বক অতিশয় বেগে উড়িয়া সাগরতীরে উপস্থিত হইল। পরে উপরিভাগে দৃষ্টিপাতে স্বীয়ং শাবক ও নীড় ও অণ্ডাদি দেখিতে না পাইয়া বিস্ময় ও শোকাদি হেতু অত্যন্তপীড়াতে আকাশ মণ্ডলেমণ্ডলীকৃত হইয়া কলং ধ্বনিতে বিলাপ করিতে লাগিল, তাহাতে জটায়ু কহিলেন যে আপদকালে ধৈর্য্য

বলম্বনে উপায় চিন্তা কর্ত্তব্য কিন্তু বিস্ময় ও বিষাদ ও ভয় ও শোক কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু শোকেতে মনের বৃত্তি প্রজ্ঞাকে নষ্ট করে। যেমন সমুদ্রে প্রচণ্ডতরবায়ু দ্বারা যান সমূহের নাশ হয় অতএব তোমরা সকলে শোকসাগরে মগ্নহইয়া সকল কার্য্যের হানি করিওনা স্বস্বচিত্তকে ধৈর্য্য পর্ব্বতারূঢ় করিয়া সুস্থির করহ। চিত্ত বৈক্লব্য অকর্ত্তব্য যেহেতু বৈক্লব্য ক্লীবব্যক্তির অনুস্মরণীয়। এবং বিধ নানাপ্রকার বিবেচনা করতঃ পক্ষিসমূহ নির্জ্জনস্থানে বসিয়া উপায় চিন্তা করিতে লাগিল যে আমাদিগের নীড় ও অণ্ড ও শাবক সকলকে কোন জন নষ্ট করিল। বায়ুযোগে কিংবা মনুষ্য দ্বারা নষ্টহয় নাই তাহা হইলে অবশ্য পক্ষ কিংবা ডিম্বাদির কিঞ্চিৎ চিহ্ন থাকিত। অতএব এই অনুমান হয় যে মহোদরসাগর স্বীয় কল্লোলদ্বারা ডিম্বাদি স্বোদরে পূরণ করিয়াছে। হায় লোকে কহে যে বড়র বড় পেট অপরিমিত মহতং মীনও মকর ও কুম্ভীর ও কচ্ছপ ও তিমিঙ্গিল ও তিমি ও শিশুমার ও শঙ্কর ও রাঘবাদিতে ও উদরপূরণ হয় না। আমরা সতত প্রতিবাসি আশ্রিত আমাদিগের প্রতি ইহার উচিত এই যে স্বীয় ক্লেশদ্বারা শত্রু সমূহ হইতে রক্ষা করা তাহা দূরে থাকুক স্বয়ংই সংহারক হইল। আমরা ইহাঁকে জ্ঞান করিয়াছিলাম যে ইনি মহত সর্ব্বদা আমাদিগের রক্ষা করিবেন। আর মহতের এই ধর্ম্ম যে পরিপ্রতিপালক আশ্রিত সুখদায়ক এবং ইহার

আমরা অনিষ্টমাত্র কিছুই করিনাই দূরহইতে আহারীয় দ্রব্য আনায়ন করি কেবল জল মাত্র পান করি। আর ইহাতে আমাদিগের অত্যন্ত বিশ্বাস ছিল কিন্তু সে বিশ্বাসে সর্ব্বনাশ হইল। অতএব নদী জাতিকে কদাচ বিশ্বাস করিবে না এই নীতিশাস্ত্রের বিরুদ্ধাচরণে ফল প্রত্যক্ষ হইল। যদ্যপি সমুদ্র নদী পতি তথাপি নদীজাতি বটেন যেমন পশুপতি সিংহ তথাপি পশুজাতি কি নয়। ইহা শ্রবণ করিয়া অন্য এক পক্ষী কহিল যে এই প্রকার সম্ভব হয় না কারণ সূর্য্যবংশীয় মহারাজাধিরাজসগর হইতে ইহাঁর উৎপত্তি অতএব ইনি সদ্বংশজাত ইহাঁর যদি কেহ শরণাগত হয় তবে তাহার প্রতি অত্যন্ত মমতা হয় এবং ধন ও প্রাণ প্রদানপূর্ব্বক পরোপকার করেন। দেখ পক্ষিগণ অতি মহত২ যে বৃক্ষ ইহার শাখাদি ভগ্ন ও তদুপরি মলত্যাগাদি করেন তথাপি ফলাদি দ্বারা ঐ পক্ষিগণকে প্রতিপালন করেন। ইহা শ্রবণ করিয়া সেই পক্ষী কহিল যে ওহে ভাই পিতৃগুণ ও বংশগুণ কি সন্তানের হয় তাহা হয় না দেখ যে কিটের লাল দ্বারা পট্ট অর্থাৎ তসর ও গরদ প্রভৃতি হইতেছে সেই কীটহইতে প্রজাপতি হইতেছে কিন্তু তাহার লালহইতে কিছুই হয় না অতএব সর্ব্বজন নিজগুণে প্রকাশ পায়। এই দুরাত্মা লবণ সমুদ্র আত্মাকে রত্নাকর মানিয়া গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া জ্ঞান শূন্যতা হেতুক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করেন না। যাহার ঐশ্বর্য্য

শক্ররা দর্শন করিতে পায় না এবং মিত্রদিগের ভোগের নিমিত্ত হয় না এমত দুষ্টের ঐশ্বর্য্য না হওয়াই ভাল যে হেতু দুষ্টের সম্পত্তি মত্ততার জন্য হয় এবং শক্তি পরপীড়নার্থ ও বিদ্যা পরের পরিভবার্থ হয় আর সাধুর ঐশ্বর্য্য দানার্থ এবং বিদ্যা জ্ঞানার্থ ও সামর্থ্য পর বিপদ পরিত্রাণার্থ হয়। অতএব সাধুর ঐশ্বর্য্যও সামর্থ্যাদি হউক আর দুষ্টেয় ঐশ্বর্য্য ও সামর্থ্যাদির সমূলোৎপাটন হউক। তদনন্তর জটায়ু সকলপক্ষিগণের অনুরোধে সর্ব্বদা স্বীয়চঞ্চু দ্বারা সমুদ্রকে আঘাত করতঃ সমুদ্র গর্ব্ব হেতু যে অত্যন্ত জলবৃদ্ধিদ্বারা তীরস্থ ব্যক্তিদিগকে অত্যন্ত ক্লেশ দিতেন তাহা নিবারণ করিলেন। অতএব অদ্যাপি সমুদ্রতীরে যেপর্য্যন্ত জলবেগ হয় তাহার অধিক উচ্চস্থানে উঠে না। অতএব জটায়ু অত্যন্ত দুঃসাধ্যকে সাধন করিলেন। আরো এক উদাহরণ॥

উজ্জয়নীনগর নিবাসি অত্যন্তধনি বীরজয়নামক এক ব্যক্তি ইহার বাল্যকালে পিতৃবিয়োগ হয় সেইহেতু তৎকালে বিদ্যাপার্জন করিতে পারেন নাই এবং ঐ ব্যক্তির ধনরক্ষার্থ নিযুক্ত ব্যক্তিরা ঐ সকলধন নষ্ট করিল। পরে ঐবীরজয়ের কিঞ্চিৎ বোধোদয় হইলে ঐ ধনরক্ষার্থ নিযুক্তব্যক্তিদিগের প্রতি আবেদন করণার্থ বক্তৃতা ইচ্ছা হেতু স্বীয়াঙ্গভঙ্গীপূর্ব্বক বক্তৃতাতে প্রবৃত্ত হইলে যেং কথাতে যেং প্রকার হস্ত পাদাদি ভঙ্গা করিতে হয় তদ্রূপ না

হইয়া অন্য২ প্রকার হয় এবং অতি মৃদুস্বর উচ্চ ও স্ফুট কথনে অসমর্থ এইহেতু তাহার সমবয়স্ক ও সভ্যগণ সকলে পরিহাস করিলে ঐ বীরজয় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বন মধ্যে এক গহ্বরপ্রস্তুত করিয়া তাহাতে মস্তকের অর্দ্ধমুণ্ডন অর্থাৎ কেশ বপন পূর্ব্বক বাস করিতেন। গহ্বরমধ্যে স্থিতির কারণ এই যে কোন মনুষ্যসহসন্দর্শন ও আলাপাদি না হয় তাহা হইলে আলাপাদি দ্বারা বৃথা কাল গত হইবে। এবং মূক তর্থাৎ তোতালা তদ্দোষ পরীহারার্থ মুখমধ্যে সর্ব্বদা কঙ্কর রাখিয়া বাক্যপ্রয়োগ করিতেন। আর স্বরের মান্দ্য নিবারণার্থে অত্যুচ্চপর্ব্বতোপরি সর্ব্বদা অত্যুচ্চ রব ও সদা উচ্চনীচ গমনাগমন করিতেন তদ্দ্বারা শ্বাসের বহুকালাবধি স্থিতিহেতু স্বরের উচ্চতা হইল এবং বক্তৃতা সময়ে হস্তপদাদির ভঙ্গীর ব্যতিক্রম বিনাশার্থ আদর্শ অর্থাৎ আয়নাদ্বারা স্বীয় বক্তৃতা কালীন হস্ত পদাদির ব্যতিক্রমদর্শন করিয়া যথাযোগ্য ভঙ্গী শিক্ষা করিতেন আর রজ্জু দ্বারা উপরিদেশে কেশ বন্ধন করিয়া রাখিতেন যে তদ্দ্বারা নিদ্রাভঙ্গ হইত। এবং সর্ব্বদা শিল্প ও অন্য২ শাস্ত্র চিন্তাপূর্ব্বক অনুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্ববিদ্যা ও বক্তৃতাদিতে নিপুণতর সংস্কার হইল যে এই প্রকার বক্তা ও শিল্পাদি নানা বিদ্যায় পারগ প্রায় হয় না অতএব দেখ যে২ বিষয়ে দৃঢ়তা যে ব্যক্তির হয় অত্যন্ত দুঃসাধ্য কর্ম্ম তাহাও সাধ্য হয়॥

অপর। সূর্য্যবংশ প্রসূত শান্তদানন্ত ও নানাগুণযুক্ত মহারাজাধিরাজ অযোধ্যাপতি দশরথসুত শ্রীরামচন্দ্র অতিপ্রতাপান্বিত রাবণাদি বধের নিমিত্ত অতিশয় প্রবলতর দুর্নিবার সমুদ্রমধ্যে সেতু অর্থাৎ রাস্তাবন্ধন করিলেন। এই২ রূপ দুঃসাধ্য কর্ম্ম সাধন সমর্থ যে পুরুষ সেই উত্তম জানিবে ॥

যে শাস্ত্র যে ব্যক্তি অধ্যয়ন করে নাই তাহার উপদেশ অগ্রাহ্য।

যাহার যে শাস্ত্র কিঞ্চিৎও অধীত নহে সে শাস্ত্রে তাহার উপদেশাদি গ্রাহ্য নহে। ইহার উদাহরণ।

এক রাজসন্নিধানে বিপ্রাভানন্দনামক উত্তম এক চিকিৎসক থাকেন তাহার মৃত্যুহইলে পর তৎপুত্র রামকুমার ঐ রাজসন্নিধানে ব্যাকরণ ও সাহিত্য বিদ্যাদ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিলেন। পরে একদিবস এক নেত্ররোগযুক্ত ব্যক্তি ঐ রামকুমার বৈদ্যের নিকটে গমনপূর্ব্বক কহিল যে আমার নেত্ররোগ হইয়াছে ইহার শান্তির নিমিত্ত মহাশয় সমীপে আসিয়াছি আমার অতিশয় নয়নপীড়া হইয়াছে ইহার এমত ঔষধ দেও যে তদ্দারা শীঘ্র শান্তি হয়। ইহা শ্রবণে বৈদ্যরামকুমার এক পুস্তক নয়ন করিয়া দেখিবামাত্র এক বচনের কিঞ্চিৎ ভাগ পাইলেন তাহা এই যে নেত্ররোগে সমুৎপন্নে কর্ণৌ ছিত্ত্বা পরং দহেৎ ইহার অর্থ নেত্রের রোগ হইলে কর্ণদ্বয়চ্ছেদন ও পশ্চাদ্দেশে তপ্তলৌহদ্বারা দাগ

দিবে। তদনন্তর বৈদ্যরামকুমার নেত্ররোগিকে কহিলেন যে তুমি স্বীয়কর্ণদ্বয় চ্ছেদন করহ ও পশ্চাদ্দেশে তপ্তলোহ দ্বারা দাগ দেহ। নেত্ররোগী ইহা শ্রবণে তদ্রূপ ব্যবহার করাতে এক নেত্ররোগ ছিল পরে আরো রোগদ্বয় কর্ণ ও পশ্চাদ্দেশের রোগ উৎপন্ন হইল। পরে ঐ নেত্ররোগী বৈদ্যরামকুমারসন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিল যে হে মহাশয় আমি কর্ণ ও পশ্চাদ্দেশের জ্বালায় অত্যন্ত পীড়া পাইতেছি। তাহাতে বৈদ্য উত্তর করিলেন যে ওহে বাপু শাস্ত্রে ইহা লিখিয়াছেন তাহাতে ক্লেশ হইলেও পরে রোগহইতে মুক্ত হইবে। পরে ঐ নেত্ররোগী অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পুনর্ব্বার কহিলে বৈদ্য উত্তর করিলেন যে নহি সুখং দুঃখৈ র্বিনা লভ্যতে দুঃখব্যতিরেকে সুখ লাভ হয় না এই প্রকার কথোপকথন কালীন এক বিজ্ঞ সেইস্থানে আগমন করিয়া দর্শন করিলেন যে ছিন্নকর্ণ ও দগ্ধগুহ্য একব্যক্তি অত্যন্ত কাতর। তদনন্তর ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করাতে সে উত্তর করিল যে আমার এই চিকিৎসক রামকুমার নেত্র রোগনিবারণার্থ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে কর্ণছেদন ও তপ্ত লৌহদ্বারা পশ্চাদ্দেশে দাহ তাহা করাতে অত্যন্ত ক্লেশ হইতেছে ঐ বিজ্ঞচিকিৎসক ইহা শ্রবণে রামকুমারের প্রতি কহিল যে ওরে মূর্খ মনুষ্য হননে প্রবৃত্ত হইয়াছ কোন জ্ঞান নাই তুমি যে শাস্ত্র দেখিয়াছ সে অশ্বচিকিৎসাপর সে মনুষ্যপর নহে। দেশ কাল জাতি ব্যক্তি সমর্থ অসমর্থ

বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্যাদি বিশেষে ব্যবস্থা বিশেষ হয়। কিঞ্চিৎ ব্যাকরণজ্ঞানদ্বারা যে শাস্ত্র অধীত নহে তাহার ব্যবস্থা দেও সম্প্রতি স্বগুরু সমীপে সমাগমনপূর্ব্বক চিকিৎসাশাস্ত্রাধ্যয়ন করহ ইত্যাদি অনেক প্রকার রামকুমারকে তিরস্কার করিয়া ঐ রোগীর যথাশাস্ত্র চিকিৎসাদ্বারা রোগশান্তি করিল। অতএব কিঞ্চিজ্জ্ঞ ব্যক্তির সকল উপদেশ গ্রাহ্য নহে ।।

মূর্খের বিপরীতাচরণ ইহার উদাহরণ ।।

মূর্খজনের ব্যবহার বৈপরীত্য অতএব তাহার বিবেচনায় কর্ম্মাচরণে বিপরীতাচরণ হয়। হরিহরনামক এক সদ্বৈদ্য তিনি একদিবস এক মূর্খের পুত্রের পীড়োপলক্ষে তদগৃহ গমনপূর্ব্বক রোগিদর্শন করিয়া ব্যবস্থা করিলেন যে শুণ্ঠী গোক্ষুরির পাচনদ্বারা রোগশান্তি হইবে ইহা বলিয়া স্বীয় গৃহে গমন করিলে ঐ রোগীর পিতা মূর্খতা হেতু গোর খুরছেদন করিয়া পাচন প্রদান করিলে ঐ বালকের অত্যন্ত রোগ প্রবৃদ্ধ হইলে তৎপিতা সদ্বৈদ্য হরিহরসমীপে নিবেদন করিল যে আমার পুত্রের পীড়া প্রবৃদ্ধ হইয়াছে। তদনন্তর বৈদ্য জিজ্ঞাসা করিল যে রোগ প্রবৃদ্ধির প্রতি কারণ কি কুপথ্য দিয়াছ। তাহাতে মূর্খ উত্তর করিল যে কিছুই কুপথ্য প্রদান করি নাই। পুন বৈদ্য কহিলেন যে পাচন কি প্রকারে দিয়াছিলা। তাহাতে মূর্খের উত্তর যে

গোয়ের খুর ও শুণ্ঠী প্রভৃতি মিশ্রণ পূর্ব্বক পাক করিয়া দিয়াছি। তাহাতে বৈদ্য এক শ্লোক পাঠকরিল। তাহার অর্থ এই যে শুণ্ঠী ও গোক্ষুরীর পাচন মনে বিচার করিয়া তোমাকে যাহা কহিয়াছি তাহার বিপরীত করিয়াছ একি আশ্চর্য্য যে গোক্ষুর শব্দার্থ ভ্রমে গরুর খুর দিয়াছ অত এব মূর্খ নিকটে অর্থ ও সুখ ও যশ আদি কিছুই লাভ হয় না যেহেতু সদ্রাপে সর্ব্বত্র সুখ্যাত যে হরিহরনামক বৈদ্য আমি আমার লাভের মধ্যে গোবধমাত্র হইল। অতএব মূর্খের মতত বিপরীতাচরণ ভস্মতানুসারে ব্যবহার তাহা ও বিপরীত হয়॥

উত্তমব্যক্তির উত্তম সন্নিধানে সমাগমন কর্ত্তব্য ইহার উদাহরণ॥

উত্তমব্যক্তি উত্তমসমীপে গমন করিবেন যে.হেতু অধম সহসংসর্গ করিলে কেবল উপহাসার্থ হয়। ইহার বিব রণ এক স্থানে বকসমূহ উপবেশনপূর্ব্বক পরমাহ্লাদে চরণ করে এমত কালীন অকস্মাৎ এক রাজহংস সেইস্থানে উপ স্থিত হইল। তদনন্তর বকেরা লোহিত লোচন ও চরণ এবং মধুর বচন শ্বেত শরীরহংসকে দর্শন করিয়া কহিল যে ওহে তুমি কে। হংস উত্তর করিল আমি রাজহংস বক কহিল কোথাহইতে আগমন করিলা। মানস সরো বর হইতে। সেইস্থানে কি২ বস্তুআছে। সুবর্ণ বর্ণ অনেক পদ্ম পীযূষসম পানীয় ভীরস্থ রত্ননিবদ্ধ আলবালযুত বৃক্ষ

বহুবিধমণি খচিত হিরন্ময় সোপান প্রভৃতি বস্তু আছে। এবং প্রকারে উত্তরপ্রত্যুত্তরানন্তর বক কহিল সেস্থানে শম্বুক আছে। হংস কহিল না। ইহা শ্রবণে বকেরা হী হী শব্দাদিদ্বারা হংসকে পরিহাস করিল অতএব অপকৃষ্ট সংসর্গ কদাচ কর্ত্তব্য নহে॥

এবং ভারতাদিতে বর্ণিত আছে একদিবস মানসসরোবরে এক মনুষ্য মনহর মধুর কলরবপূর্ব্বক অনেক রাজহংস অতি সুশোভিত পদ্মবন মধ্যে ক্রীড়া করিতেছে তাহা দর্শন করিয়া কাকেরা কহিলেন যে ধিক২ উড্ডীন পোড্ডীন সংড্ডীনাদি উডন কিছুই জানে না এই প্রকার নানা উপহাস পূর্ব্বক কাকেরা উড্ডীনাদি কিরূপে উড়িতে হয় তাহা দর্শন করাইল তাহার প্রকার এই যে উড্ডীন ঊর্দ্ধে উড়া। প্রোড্ডীন কিঞ্চিৎ বক্র উড়া সংড্ডীন মস্তক বক্র পূর্ব্বক উড়া ইত্যাদি দেখ অতি অপকৃষ্ট কাক সমীপে সুরাসুর মুনিমানস মনো হর মানস সরোবরস্থ রাজহংস উপহাসপ্রাপ্ত হইল॥

আরো দেখ কঞ্চুকমধ্যে ক্রীড়াকরে সর্পশাবক সে ভেককর্তৃক ভক্ষিত হয়। এবং সর্ব্বলোকের হিতকর সূর্য্যের প্রচণ্ডকিরণদ্বারা অতিকোমল কমল প্রফুল্ল হয় কিন্তু অতিশীতল সুকোমল হিমসহ সংযোগ মাত্রেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আর দেব দানব কিন্নর নাগ গন্ধর্ব্ব রমণী

খণের অঙ্গ সংযোগে হীরক পরম শোভাকর হয় এবং অন্যং অস্ত্রদ্বারা দুশ্ছেদ্য তথাপি মেষ শৃঙ্গ সহসংযোগ মাত্র চূর্ণ হয়।।

পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে মনুষ্য আপন যত্নপূর্ব্বক গুরুনিকটে অধ্যয়ন করে নাই সে সভামধ্যে শোভা পায় না যেমন গন্ধরহিত পুষ্প এই হেতু মূর্খতা যদ্দ্বারা দূর হয় এমত করহ। প্রাচীন জ্ঞানিরা বিদ্যা উপার্জনের উপায় করিয়াছেন সেই প্রকার পণ্ডিতের সংসর্গ এবং সুরীতি অভ্যাস করিতে কহিয়াছেন যে তদ্দ্বারা যেমত কাঞ্চন সংসর্গেতে কাচ রকমতমণির আভাকে ধারণ করে তাহা রন্যায় পণ্ডিতের সহিত বাসকরণে মূর্খ ও প্রবীণ হয়। আরো কহিয়াছেন যে হীন লোকেরদের সংসর্গে নীচ হয় এবং আপনারসমান লোকেরদিগের সহিত বাসে উত্ত মতা পায় এবং উত্তম ব্যক্তির সহিত বাসে মন উত্তম থাকে।।

সময় বিষয়ক।।

সময়ের অল্পতা নিমিত্ত সর্ব্বদা আমরা বিলাপ করিয়া থাকি অধিকসময় পাইলে ভাল হইত ইত্যাদি কিন্তু যে সময় আছে ইহাকে উত্তমরূপে ব্যবহার করণে সকলেই অক্ষম যেহেতু মনুষ্যদিগের জীবনের অধিককাল বৃথা কর্ম্মে ক্ষেপণ হয় এবং অত্যল্পকাল সৎকর্ম্মে ব্যয় হইয়া থাকে কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সময়ের অল্পতাও

তাহার বায়ুর ন্যায় গতি বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া ও আমরা সময়কে বৃথা কার্য্যে ব্যয় করি এবং বোধ করি যে তাহার শেষ নাই। আর অনুমান করি যে মনুষ্যেরদের ইহা অতি অসংগত যেহেতু আমাদিগের সকলাবস্থার শেষ আছে তন্নিদর্শন আমাদিগের বাল্যকাল অতি শীঘ্র গত হইয়া যৌবনাবস্থা হয় এবং ঐ যৌবনাবস্থা গতা হইলে মনুষ্যত্বের সময় হয় তৎপরে বৃদ্ধাবস্থা তাহার পরেই পৃথিবীহইতে প্রস্থান করিতে হয়। অতএব আমাদিগের সময় যে সকলবিষয়ে ক্ষেপণ করা উচিত এমত বিষয়েতেই প্রবৃত্ত হওয়া শ্রেয়ঃ। আর আমাদের সুখের সময় অতি শীঘ্র গত হয় এবং দুঃখসময় শীঘ্র যায় না। মনুষ্যদের জীবনকালকে যদি বিংশতি অংশে বিভাগ করা যায় তবে দেখা যায় যে বিংশতি ভাগ ব্যর্থ ক্ষেপণ হয় যে ব্যক্তিরা অনবরত অতি ক্রূত কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন তাঁহাদের বিষয় এস্থলে কহিতে আমার বাসনা নহে কিন্তু যে ব্যক্তিরা কেবল নিস্ফল কর্ম্মে সতত রত থাকেন তাহাদিগের বিষয় কহিতেছি অতএব তাহাদিগের আশু উপকারার্থে যে২ কর্ম্মে সময়কে ব্যয় করা কর্ত্তব্য তাহা নিম্ন লিখিত হইল। প্রথমতঃ পরোপকার করণ দ্বিতীয় মূর্খের প্রতি সদুপদেশ তৃতীয় পরদুঃখে দুঃখী হওয়াও অনাথকে সনাথকরা চতুর্থ মানীর মানরাখা পঞ্চম হিংসকের হিংসা নিবারণ করা ষষ্ঠ রাগীর রাগ শমতা করা। এই সকল কর্ম্ম

সদ্ব্যক্তির অতি আবশ্যক কারণ তদ্দ্বারা তিনি জগৎ সম্বন্ধীয় লোকের মঙ্গল করিতে পারেন। আর আমাদিগের এমত ক্রীড়ায় সময় ব্যয় করা উচিত যাহাতে কোন দোষ স্পর্শ না হয় এবং যাহাতে তাঁহাদের কোন শারীরিক ব্যামোহনা হয়। অতএব কোনক্রীড়াতে কালক্ষেপকরা কর্ত্তব্য তাহা অনুসন্ধান করা উচিত। এবিষয়ে আশ্চর্য্য এই যে জ্ঞানিব্যক্তিরা ও তাস লইয়া কাল শ্বেত ও রক্তবর্ণ চিহ্ন সকল গণনা করিয়া থাকেন কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহাদের কি সুখোৎপত্তি হয় তাহা আমি বুঝিতে নিতান্ত অক্ষম। তাহাতে তাহারা অনেক সময় নষ্ট করেন এবং এতদ্রূপ সময়ক্ষেপণ করিয়া ও কহিয়া থাকেন যে আমাদিগের পরমায়ু অত্যল্প ইহা শ্রবণে তাহাদিগকে আমরা অবোধ ব্যতিরিক্ত অন্য কি বলিতে পারি॥

মনঃ সন্তোষের নিমিত্ত উত্তম ব্যক্তির সহিত কথোপকথনে আমরা যে সময় ব্যয় করি এবং তাঁহাদের সহিত নানারূপ বাক্‌কৌশল করণে যে সুখোৎপত্তি হয় তাহাকেই সৎসুখ বলা যায় এবং তাহাতে যে সময় ব্যয় হয় তাহাকেই সদ্ব্যয় কহিতে হইবেক। কারণ তাহাতে আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি ও সুশীলতার বৃদ্ধি হয়। এই সকল ভিন্ন আমারদিগের মনঃসন্তোষের আর২ অনেক উপায় আছে তাহা এস্থানে লিখনে প্রয়োজনাভাব। অতএব সময়কে সৎকর্ম্মে ব্যয় করিতে সকলে সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত হও তাহাকে

অপব্যয় কদাচ করিও না কেননা সে অতিদুষ্প্রাপ্যধন তাহাকে একবার হারাইলে আর পুনঃপ্রাপ্ত হওয়াযায় না এবং সে সতত গমন করে কাহারো অনুরোধ অপেক্ষা করে না। যে মনুষ্যেরা সংগীত ও কাব্য এবং নানাপ্রকার শিল্পকর্ম্ম ও চিত্রকার্য্য করিতে সতত অভিলাষ করেন এবং তাহাতেই যদি তাঁহারা সময় ব্যয় করেন তদ্দ্বারা তাঁহাদের অতিশয় আনন্দ উৎপন্ন হইতে পারে আর অন্যং সকলে তাঁহাদের কর্ম্মের প্রশংসা করেন অধিকন্তু তদদ্বারা শিল্পবিদ্যার বিশেষ আধিক্য জন্মিতে পারে। এই সকল বিষয়ে আমরা বিশেষ পরিতুষ্ট হই বটে কিন্তু উত্তমগ্রন্থকর্ত্তাদের পুস্তকাদি পাঠ করিলে যেরূপ অপার সুখোৎপত্তি হয় সেরূপ কদাচ অন্যকর্ম্মে হয় না যেহেতু তদ্দ্বারা আমাদের মনের মালিন্য দূর হয় এবং কারণের উৎকৃষ্টতা ও বুদ্ধির প্রাখর্য্য হইতে পারে এবং রিপুদিগের বলক্ষয় এবং সুখাচার সঞ্চারাদি অনায়াসে হয়॥

ইহা সর্ব্বশাস্ত্রেতেই বর্ণিত আছে যে সাধনা করিলেই সকল অসাধ্যকর্ম্মাদি সুসিদ্ধ হইতে পারে কিন্তু সেই সাধনা সময়কে ব্যয় না করিলে কদাচ সুসিদ্ধ হয় না যেমন কারণব্যতিরেকে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না ইহাও তদ্রূপ জানিবে॥

গ্রন্থাদিপাঠকরণে প্রবৃত্ত হইলে প্রথমতঃ তাহাতে আমাদিগের সময় ব্যয় করণে সুখজনক হয় না কিন্তু ক্রমশঃ তাহাতে পরিশ্রম করিলে তাহার দৃঢ়মর্ম্ম বোধগম্য হয়

তৎপরে সেই পুস্তক পাঠ করিলে অতিপ্রীতি জন্মে আর তদ্দ্বারা আমাদের যে সময়ক্ষেপণ হয় সে অত্যন্ত সুখ জনক ও প্রয়োজনকারি অতএব সময়কে সদ্ব্যয় করিতে সকলে সতত নিযুক্ত হও। দেখ নিদ্রাতে যে সময় ক্ষেপণ হয় ও আহারাদিতে ও পরিচ্ছেদাদির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে ও পরস্পর সম্ভাষ করণে আর পীড়াতে শারীরিক অবসন্নতা ও ঔদাস্য জন্মে অধিকন্তু অতিতুচ্ছ কর্ম্ম করণে আমাদিগের কালক্ষেপ হয় এই সকল সময় পরিত্যাগ করিলে আমাদিগের জীবনকাল অত্যল্প অবশিষ্ট থাকে। অতএব সময় ব্যবহার বিষয়ে পরিমিতাচারি হওয়া আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে এবং যুক্তি মতে কর্ত্তব্য। ধন রক্ষা বিষয়ে যেমত অত্যল্প পরিমিতা চারি মনুষ্য দেখা যায় সময়কে পরিমিতরূপে ব্যয় করিতে তদপেক্ষা অত্যল্পব্যক্তি দৃষ্ট হয় কিন্তু ঐ সময় ধনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যেহেতু সময়ের মূল্য নাই। যেমত বহু ধনাধিকারিব্যক্তিরা আপনারদিগের ধন অপব্যয় করিয়া থাকেন তদ্রূপ যুবাব্যক্তিরা ইহা মনে বিবেচনা করেন যে আমাদিগের প্রচুরসময় আছে ইহা জানিয়া তাহারা কেবল আসনে নিস্কর্ম্মে বসিয়া হাই তুলিতে থাকেন এবং ধূম পানাদিদ্বারা সময়কে অকুতোভয়ে অপহেলা পূর্ব্বক ক্ষেপণ করেন কিন্তু তদ্দ্বারা তাহাদিগের জীবন কালের যে হ্রাস হয় তাহা বিবেচনা করিতে মনে কণিকামাত্র স্থান প্রদান করেন না। মনুষ্যের

সকল মন্দ স্বভাবাপেক্ষা ইহা অতিশয় অনিষ্টকারি হয় জ্ঞান বিষয়ের এবং কার্য্যবিষয়ের এই স্বভাব অতিশয় প্রতিবন্ধক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ।।

অতএব এমত কদর্য্য স্বভাব যে ব্যক্তির আছে তিনি তাহা পরিত্যাগ করুন কারণ যুবাব্যক্তির আলস্য করণ কোনমতে উপযুক্ত হয় না জ্ঞানিব্যক্তিরা এই স্বভাব সর্ব্বদা নিষেধ করিয়া থাকেন । যুবারা সকলকর্ম্মে প্রগল্ভ ও পরিশ্রমি এবং অক্লান্ত হও । আর অদ্য যে কর্ম্ম সম্পূর্ণ করণে ক্ষম হও তাহা পর দিনে করিব এমত বিলম্ব কদাচিৎ করিও না ।।

এইক্ষণে সময়বিষয়ক পরমোপকারি এক উপায় কহিতেছি যদ্দ্বারা আমাদিগের জীবনকাল অধিক বৃদ্ধিশীল বোধ হয় তাহা এই প্রথমত যদ্যপি কোন কার্য্যোপলক্ষে অধিকরাত্রে শয়ন করহ তথাপি প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গাত্রোত্থান করিবে এমত প্রকার অভ্যাস দ্বারা অনেক সময় পাইয়া অনায়াসে কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে পারিবে । দ্বিতীয়তঃ প্রতিদিবসের সময় বিভাগ করিয়া প্রত্যেক কর্ম্মে নিরূপিত কার্য্যানুসারে কর্ম্ম করিবে এবং প্রকার নিয়মানুসারে কার্য্য করিলে কোন প্রকারে সময় নষ্ট হইতে পারিবেক না এবং কার্য্যের হানি না হইয়া শৃঙ্খলাপূর্ব্বক অতিসুগম বোধ হইবে ।

সত্যবিষয়িকা কথা।।

যথার্থ যে পদাথ তাহার নাম সত্য এতদ্বিষয়ক যে স্বরূপ কথা তাহার নাম সত্যকথা। এই সত্যকথা সাধুজনদিগের অভিলষিত সতত সুখকরী আর ইহার দ্বারা নিত্যজ্ঞান ও নিত্যবস্তু পাওয়াযায় কিন্তু ইদানীন্তনভ্রান্ত ওক্ষণিক সুখাভিলাষি মনুষ্যদিগের সুখবিরোধি হয় অর্থাৎ মিথ্যাবাদিদিগের তজ্জন্য কিঞ্চিৎ সুখ সময়ে সত্যকথা উপস্থিত হইলে সেই সুখ হইতে পারেনা অতএব পরে পরমপীড়াদায়ক ক্ষণিক সুখজনক পদার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমসুখদায়ক সত্যপরায়ণ হও। এবং দণ্ড যোগ্য জনদিগের তদ্দোষ পরীহারার্থ আশুসুখজনক সত্যের বিপরীত কদাচ কহিবে না যেহেতু তত্তদ্দোষজন্য যে দণ্ড তাহা সেই সেই ব্যক্তির প্রতি উচিত হয়।।

ইহার বিবরণ। অতিশয় প্রবল প্রতাপান্বিত সর্ব্বরাজ্যাধিকারি মহারাজাধিরাজ মনোনামক একব্যক্তি ইহাঁর দুই পুত্র তাহার মধ্যে ধর্ম্ম নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র আর অধর্ম্ম কণিষ্ঠ পুত্র ধর্ম্মের স্ত্রী সত্যকথা অধর্ম্মের স্ত্রী মিথ্যা কথা। কিয়দ্দিবসানন্তর মনো রাজা প্রাচীনত্ব প্রযুক্ত উক্ত দুইপুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন ঐ পুত্রদ্বয় স্বীয়২ অংশানুসারে রাজ্য করতঃ প্রজা প্রতিপালন করেন। সত্য কথার স্বামী নিমিত্ত নামক অমাত্য সহ দেশে২ ভ্রমণ পূর্ব্বক সকল প্রজাদিগকে বশীভূত করিলেন ইহাঁদিগের

যেং স্থানেগমন হয় সেইং স্থানস্থ প্রজারা প্রাণবিয়োগ হইলেও ঐ সত্যাদিকে পরিত্যাগ করিন না। মিথ্যাদি ইহা সন্দর্শন করিয়া সপরিবারে সত্যাদির সমবেশধারণ পূর্ব্বক কম্পনা অর্থাৎ ভাঁড়ের ন্যায় গৃহেং পুনঃং ভ্রমণেও কোন জন কর্তৃক আদৃত হইল না। আর যদ্যপি কেহং ভ্রম হেতু মিথ্যাদিকে আশ্রয় করে তথাপি সত্যাদি সহ সন্দর্শন হইলেঐ মিথ্যাদিগকে সেস্থান হইতে দূরদেশে তাড়িয়াদেয় অর্থাৎ তাহাদিগের মুখদর্শনও করেননা। কিন্তু এপ্রকার আচরণ দ্বারা ঐ মিথ্যাদি অত্যন্তক্ষুব্ধ হইয়া স্বীয়সৈন্য ষড়রিপু ও নিলর্জ্জা ও অহঙ্কার প্রভৃতিকে কহিলেন যে সত্যাদির প্রাবল্যহেতু আমার সকল রাজ্যধ্বংস হইল এক্ষণে তোমরা বূহ্য অর্থাৎ সৈন্যের গড় রচনাপূর্ব্বক আমাকে রক্ষা করহ তাহাতে ঐ সৈন্যরা ব্যূহরচনাদ্বারা মিথ্যা দিগকে রক্ষা করিতে লাগিল এবং মধ্যেং মিথ্যাদির আজ্ঞাপাইয়া ঐ সৈন্যরা সত্যাদির প্রতি আক্রমণ করিলে সত্যাদির যে দয়াদি সৈন্য তাহাদিগের জ্ঞান প্রভৃতি অস্ত্র সন্দর্শনে পলায়ন করে এইরূপে ক্রমেং পরাভব হইলে মায়া নাম্নি রাক্ষসীকে প্রেরণপূর্ব্বক কল্পিত সুখ দায়ক দ্রব্য ও ভাব ও কথাদি ও মিথ্যার আশ্রয় থাকিলে উত্তমং রত্নাদি লভ্য হয় ইত্যাদিলোভ জনক বাক্য দ্বারা অজ্ঞান রজ্জুতে বন্ধন পূর্ব্বক অনেকং প্রজাদিগকে বশীভূত করিল। তদনন্তর ঐ সত্যাদির সৈন্যরা স্বীয়ং অস্ত্র

শাস্ত্র ধারণ করত গমন করিয়া অজ্ঞানরজ্জু প্রভৃতিকে ছেদন করিলে মায়াকল্পিত সৈন্য সকলেই পলায়ন করিল। এইরূপে অত্যন্তক্ষীণ হইয়া ঠক ও গাঞ্জাভক্ষক ও মদ্যপ প্রভৃতি কতকগুলি প্রজার উপর মিথ্যাদি আধিপত্য করিতে লাগিল। এবং ঠগাদি প্রজা সকল মিথ্যার পক্ষ হইলে সত্যাদি পরমাহ্লাদে অন্যসকল প্রজা প্রতিপালান করিতে লাগিলেন॥

সত্য রাজাধিকারে সকল জন সর্ব্বদেশে সকল কর্তৃক মান্য ও সকলের বিশ্বস্ত হইলেন তাহাতে পরম সুখ ও অর্থ প্রাপ্তি ও দয়াদি হইল দয়াদিহইতে চিত্তনৈর্ম্মল্য তদদ্বারা চিত্তের একাগ্রতা তজ্জন্য জ্ঞান প্রভৃতি উদয় হইল॥

ইহার উদাহরণ। হস্তিনাপুর নিবাসি মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির থাকিয়া চিরকাল সত্যে সতত সত্যকথা এবং সত্যবাদি আদর ও সত্য প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি ছিল। ঐ মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠিরের এমত প্রকার সত্যতে দৃঢ়তা যে একদিবস কুরুরাজ দুর্য্যোধন প্রভৃতির সহিত প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক পাশক্রীড়াতে পরাজিত হইলে ঐ প্রবল প্রতাপান্বিত বীর যুধিষ্ঠিরের সংমুখে তৎপত্নী দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে দুর্য্যোধনাদি প্রবৃত্ত হইলেও যুধিষ্ঠির সত্য প্রতিজ্ঞত্ব প্রযুক্ত মৌনী হইয়া স্থিতি করিলেন কিন্তু যুধিষ্ঠির আপনি অতিশয় পরাক্রমশালী এবং ভ্রাতৃবর্গ অত্যন্ত বলবান্

ও যোদ্ধা তত্ সহায়ে তৎক্ষণাৎ দুর্য্যোধনাদির প্রাণ বিয়োগ করিতে সমর্থ হইলেও প্রতিজ্ঞারক্ষার্থ অতি অসহ্য স্ত্রীর বিবস্ত্রকরণ তাহাও সহ্য করিলেন। এবং ঐ ভূপতি অতিশয় সুখী তথাপি বনবাসজন্য সতত বহু ক্লেশ ভোগ স্বীকার করিয়া অর্জুন প্রভৃতি দ্রোপদী ও আমাত্যাদি সহ গমন পূর্ব্বক অনেকদিবস তৎস্থানে থাকিয়া একবর্ষ বিরাট নগরে তন্নগরাধিপতি সমীপে পঞ্চভ্রাতা দাসত্ব ও দ্রোপদীর দাসীত্ব স্বীকারপূর্ব্বক তজ্জন্য অতিশয় অসহ্য ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন।

আরোদেখ এইপ্রকার সত্যবাদী যে উক্ত ও তদ্ভিন্ন কষ্টদায়ক অহিতমতি দুর্দান্ত অতিশয় প্রবল রিপু দুর্য্যোধনাদি যদি কোনসময়ে উৎপাত গ্রস্ত হইয়া ঐ যুধিষ্ঠিরাদি সমীপে আগমন পূর্ব্বক পরামর্শ জিজ্ঞাসাকরিলে এমত পরামর্শ দিতেন যে তদ্দ্বারা আপনাদিগের অনিষ্ট জন্মাইতে পারে তথাপি মিথ্যা কদাচ প্রয়োগকরেন নাই তাহার মধ্যে এক এই যে যৎকালীন ভীষ্মজননীগঙ্গা দুর্য্যোধনকে সংদর্শনার্থ আহ্বান করিলেন তৎকালীন কৃপাচার্য্যাদির অনুমত্যনুসারে ঐ দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে ঐ আচার্য্যাদির অনুমতি ও গঙ্গার আহ্বানজানাইলেন এবং যুধিষ্ঠির ইহাও জ্ঞাতছিলেন যে ভীষ্মজননী সংদর্শন করিলে দুর্য্যোধনের বস্ত্রহীন শরীরে দুশ্ছেদ্যওঅভেদ্য বর্ম্ম দিবেন এবং স্বীয়শত্রুশরীরদুশ্ছেদ্যও দুর্ভেদ্য হইলে আপ

নাকে পরাভবপাইতে হইবে তথাপি ঐ দুর্য্যোধনকে পরা মর্শ প্রদান করিলেন যে তুমিনগ্ন অর্থাৎ উলঙ্গ হইয়া ভীষ্ম জননী সংমুখে গমন করহ তাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে কিন্তু কদাচ বস্ত্রাদিদ্বারা শরীর আচ্ছাদন পূর্ব্বক গমন করি বে না ইহাতে দুর্য্যোধন বিবেচনা করিলেন যে আমাদি গের পূজ্য ও মান্য পরমতত্বজ্ঞ যে পিতামহ ভীষ্ম তজ্জ ননী সমীপে মগ্নহইয়া গমন কর্ত্তব্য নহে। অতএব বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক গমন করা উচিত। কিন্তু ক্ষুদ্রবস্ত্র দ্বারা কটিদেশাবধি উরু দেশ পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত করিয়া গমন করি অধিকশরীর আচ্ছাদন কর্ত্তব্য নহে যেহেতু গুরু কৃপা চার্য্য প্রভৃতি যুধিষ্ঠিরের পরামর্শ পূর্ব্বক গমন করিতে অনুমতি করিয়াছেন অতএব ঐ পরামর্শই উত্তম ও হিতকা রক হইবে ইত্যাদি বিবেচনাদ্বারাদুর্য্যোন ক্ষুদ্রবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বকভীষ্ম জননী গঙ্গা সংমুখে গমনানন্তর ঐভীষ্ম জননী দুর্য্যোধনকে সন্দর্শন করিলেন তাহাতে দুর্য্যোধনের বস্ত্রা চ্ছাদিত শরীর ব্যতিরিক্ত সকল দেহাচ্ছাদন যোগ্য দুশ্ছে দ্য ও অভেদ্য বর্ম্মপ্রদান করিলেন। দেখ সত্যের এই প্রকার প্রতাপ যে শত্রু দুর্য্যোধকে সত্য কহিলেও তাহা গ্রাহ্য না করাতে বিপরীত হইল। তাহা এই যে সমুদ্র সম সৈন্য যুক্ত ঐ দুর্য্যোধনসহ যুধিষ্ঠির যুদ্ধানন্তর তদুরুদেশে প্রহার করত বধ করিয়া সত্য পরাক্রমে সকলরাজ্যাধিপতি হই লেন। অতএব মনষ্যদিগের কর্ত্তব্য যে সর্ব্বদা সত্য কথা

ও সত্যেতে থাকা ও সত্যস্মরণ ইত্যাদি তাহাতে সুখ ও মান্যতা ও বিজ্ঞতা ও বিশ্বাস প্রভৃতি জন্মে, ইহা মহাভার তাদিগ্রন্থে বিস্তার আছে ।।

প্রকারান্তর ।।

সত্যবাদী সুধন্বানামক রাজকুমার তৎপিতার সহিত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা মহাবলপরাক্রান্ত বীরবর অর্জুনের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ঐ রাজা প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তৃতীয়বার তূরীধ্বনি হইলে যে২ ব্যক্তি রণস্থানে আগমন না করিবেন সেই২ ব্যক্তিকে দৃঢতর দণ্ড প্রক্ষেপ করিব। তদনন্তর ক্রমে২ সকল সৈন্য তৃতীয় তূরীধ্বনির মধ্যে মিলিত হইল কিন্তু চতুর্থবার তূরীরশব্দ হইলেও তৎপুত্র সুধন্বা আগমন করিলেন না কারণ সুসজ্জীভূত সুধন্বা যুদ্ধে যখন আগন করেন সেই সময়ে তৎপত্নী সুধন্বাকে সমাদরপূর্ব্বক কহিলেন আমার মানসপূরণ করিয়া যুদ্ধে প্রস্থান করহ। তাহাতে সুধন্বা ঐ পত্নীকে অনেক বুঝাইলেও তৎকথোপকথন দ্বারা সুধন্বা উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়া রমণীর মানস পূরণপূর্ব্বক রণস্থলে প্রস্থান করিলে তৎপিতা জিজ্ঞাসা করিলেন যে কিনিমিত্ত তোমার বিলম্ব। তাহাতে সুধন্বা সত্যবাদিত্ব প্রযুক্ত স্বীয় রমণীর রমণবিষয়ক সত্য কথনে তৎপিতা মৌনী হইলে সভ্যগণের ব্যঙ্গ বাক্যদ্বারা রাজা সুধন্বাকে স্নেহ প্রযুক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়াছ তৃতীয় তূরীধনি মধ্যে

রণস্থলে গমন না করিলে দৃঢতর দণ্ড নিক্ষেপ করিব! তৎপিতার তাৎপর্য্য এই সুধন্বা যদি কহেন প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণ করি নাই তবে ত্রাণ পায়েন। কিন্তু সুধন্বা প্রাণ বিয়োগ ও পিতার অভিপ্রেত হানি ইত্যাদি ভয়ে স্বীকার করিলেন না। তদনন্তর সুধন্বাকে দৃঢতর দণ্ড নিক্ষেপ করিলেও কোন কারণবশত সত্যবাদি সুধন্বার দৃঢতর দণ্ড প্রহারদ্বারা প্রাণ পরিত্যাগ হইল না। তদ্দর্শনে সভ্যগণ কহিলেন যে সম্যক্ দণ্ড হয় নাই এই সন্দেহ নিবারণার্থে দণ্ডের পরীক্ষার উদ্যোগে সভ্যগণের অনিপুণতা হেতু তাঁহাদিগেরি শরীরে আঘাত হইল পরে সুধন্বা সুসজ্জীভূত হইয়া যুদ্ধে গমনপূর্ব্বক ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন তাহাতে অর্জ্জুনের পরাজয় হইল। অতএব দেখ সত্যের এই প্রকার পরাক্রম সত্যে থাকিলে তাহার কোন বিষয়ে কোন স্থানে কদাচ পরাভব হয় না॥

প্রকারান্তর।

মিথিলানগরীতে সত্যপরায়ণ সত্যবাদীনামক এক ব্রাহ্মণ বসতি করেন তিনি মিথ্যা কথা শ্রবণও করিতেন না এবং মিথ্যাবাদিসহ কথোপকথনে বিরক্ত হইতেন কেবল সত্যবাদিসহ সংসর্গ ও ভাষণাদি করেন। ঐব্যক্তি সকল জনকর্তৃক সর্ব্বদা সমাদৃত পরমসুখী পরমতত্ত্বান্বেষী রাজপূজ্য ও সর্ব্বমান্য কিন্তু আহার দ্রব্যাভাবে উপবাস করেন তথাপি যাচঞা ও মিথ্যা ও প্রবঞ্চনাদি করিতেন

না। ভন্নগরাধিপতি উমেশনামক মহারাজ অতিশয় প্রতাপান্বিত শিষ্টপ্রতিপালক রাজনীতি ও রাজধর্ম্মাক্রান্ত ও মান্যজনের মানপ্রদ বিজ্ঞ ও দয়ালু দানরত ছিলেন। তাঁহার গৃহে একদিবস দস্যুসমূহ আগমনপূর্ব্বক কোষহইতে বহু রত্ন লইয়া প্রস্থান করিল। পরে পরদিবসীয় প্রভাত সময়ে মহারাজ উমেশ গাত্রোত্থান করিয়া শ্রবণ করিলেন যে রত্নাগার হইতে বহুরত্ন দস্যুরাগ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়াছে তাহাতে রাজা প্রহরি ও গ্রামরক্ষকের প্রতি আজ্ঞা করিলেন যে শীঘ্র দস্যুদিগকে আনয়ন করহ নতুবা তোমাদিগের শিরশ্ছেদন করিব। ঐ দস্যুর অংশ ভোগি প্রহরি ও গ্রামরক্ষক পরামর্শ করিল যে আমাদিগের বশীভূত গ্রামস্থ বহুলোক আছে ইহারদিগের প্রতি কিঞ্চিদর্থ প্রদানপূর্ব্বক মিথ্যাসাক্ষ্যদ্বারা সত্যবাদীকে চৌরাপবাদে বদ্ধ করিয়া রাজসন্নিধানে আনায়ন করিলে আমরা ত্রাণ পাইব ইত্যাদি মন্ত্রণা করিয়া প্রহরি প্রভৃতি সত্যবাদির গৃহে কিছু রত্ন প্রক্ষেপ করিয়া সেইরত্নসহ সত্যবাদীকে বদ্ধ করিয়া রাজসন্নিধানে আনায়ন করিলে মহারাজ উমেশ সত্যবাদিকে বদ্ধ দেখিয়া বন্ধনমোচনার্থ অনুমতি করিয়া চিন্তাসাগরে মগ্ন হইলেন এবং মানসে বিবেচনা করিলেন যে সত্যবাদী সতত সত্যপরায়ণ ইনি কদাচ রত্নহরণ করেন নাই তাহা হইলে সর্ব্বজনের পূজ্য ও বিশ্বস্ত হইতেন না। আর যদ্যপি ইনি চুরি করিয়া

থাকেন তথাপি ইঁহার দণ্ড বর্ত্তব্য নহে কারণ সর্ব্বজন মা ন্যের প্রতি দণ্ড করিলে আমি সর্ব্বকর্তৃক অজ্ঞত্বরূপে নিন্দনীয় হইব। আর শাস্ত্রে কথিত আছে যে দণ্ডার্হজনে দণ্ড ও মান্যব্যক্তিরমান হানি ও পূজ্যের অপূজন ও সত্য বাদিতে মিথ্যাবাদিত্বের আরোপ করিলে অনিষ্ট জন্মে। আরো কহিয়াছেন যে নীচের বাক্যে বিশ্বাস দুষ্টের বাক্য দ্বারা শিষ্টের প্রতি দণ্ড অশোচ্যে শোক আদরের অযোগ্যে আদর ইত্যাদি কর্ত্তব্য নহে। অতএব দুষ্ট প্রহরিকাদির বাক্যে বিশ্বাস অকর্ত্তব্য। ভূপতি বিবেচনাপূর্ব্বক প্রহরি ও গ্রামরক্ষককে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ইহার সাক্ষী আছে। তাহাতে তাহারা উত্তর করিল মহারাজ আছে এবং এইরত্ন সত্যবাদীর গৃহমধ্যে পাওয়াগিয়াছে। তাহাতে রাজা বিবেচনা করিলেন যে অপ্রস্তুতাভিধান অর্থাৎ যাহা জিজ্ঞাসা করিনাই তাহার উত্তর করিল এবং সাক্ষিসমূহের কিঞ্চিৎ২ বাক্যের বৈপরীত্য বোধ হওয়াতে রাজা পুনর্ব্বার কহিলেন যে আমার গৃহে চুরি হইয়াছে ইহারা কিপ্রকারে জানিল রক্ষকেরা তাহার উত্তর করিলে পুনর্ব্বার কথার বৈপরীত্য হওয়াতে রাজা সত্যবাদিকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সত্য কহিলেন সত্যবাদিত্বপ্রযুক্ত সত্যবাদিকে মোচন করিয়া দুরাত্মা গ্রামরক্ষক ও প্রহরির প্রতি প্রহার করাতে রত্নচোর ও রত্ন আনিয়া ঐ রক্ষকেরা রাজাকে সমর্পণ করিল। দেখ সত্য দ্বারা মিত্র ও

মান্যতা এবং আপদহইতে মোচন আর ধন ও জ্ঞান ও বুদ্ধি ও সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম প্রাপ্তি ইত্যাদি হয়। আরো দেখ সত্য অমূল্যধন সর্ব্বদেশে সকল জন কর্তৃক স্বত্ত মান্য এবং সত্য পরায়ণ জন ও সকল কর্তৃক মান্য হয়েন। অতএব পুনঃ২ কহিতেছি তোমরা সর্ব্বদা সত্যেরত হও।।

মিথ্যা কথনে বিবেচনা।।

সত্যাভাব অর্থাৎ তদ্বিরোধির নাম মিথ্যা এই মিথ্যোৎপত্তির প্রতি কারণ ভীরুতা ও ঈর্ষা ও আত্মশ্লাঘা ইত্যাদি। যে ব্যক্তি এক জনের ভয়ে মিথ্যা প্রয়োগ করে তাহার অসাধ্য কি আছে অর্থাৎ সেব্যক্তি সকল নিন্দনীয় কর্ম্ম করিতে পারে যেহেতু সকল সাধু সংগৃহীত ও চিরকাল ব্যবহার যোগ্য যে বর্ত্ম তাহাকে অন্যথা করে আর তাহাতে সত্যের হানি ও শাস্ত্রবিরুদ্ধাচরণ হয় তৎপ্রযুক্ত সর্ব্বসাক্ষী ও সর্ব্বজ্ঞ ও সকলান্তর্ব্বর্ত্তী যে পরমাত্মা তিনি সকলের অন্তরে থাকিয়া মিথ্যাজ্ঞাতা হওতঃ ক্ষোভযুক্তের ন্যায় হয়েন তাহাতে সেই মনুষ্যের অনিষ্টোৎপত্তি হয়। আর মিথ্যা এই প্রকার কুৎসিত সতত মিথ্যা প্রয়োগ করে যে জন সেও অন্য মিথ্যাবাদি সন্দর্শনে অত্যন্ত ক্রোধপূর্ব্বক তাহাকে ভৎর্সনা করে যেহেতু সত্যের এইরূপ মর্য্যাদা যে মিথ্যাতৎপর জনকে ও সত্যকে মানিতে হয় এবং কেহ২ রিপুর সুখার্থ মিথ্যাচরণ করে কিন্তু সেই রিপুগণ অতিশয় প্রবল হইয়া সেই ব্যক্তিকে পীড়াদেয় মিথ্যা

কদাচ সংগোপনে থাকে না অবিলম্বে কিংবা বিলম্বে প্রকাশ পাইয়া মিথ্যাবাদির মানহানি করে আর যে কাল পর্য্যন্ত মিথ্যাবাদির মিথ্যা প্রকাশ না পায় সেই পর্য্যন্ত তাহার গর্ব্ব প্রবর্দ্ধিত হয় কিন্তু মিথ্যা প্রকাশিতা হইলে অনৃতবাদির গর্ব্ব খর্ব্ব হয় আরো বিজ্ঞ ও ধনি ব্যক্তিরা ও যদ্যপি অনৃত কথনে অনিন্দনীয় জনকে মিথ্যাবাদির দোষার্পণ করেন তবে সময়ান্তরে তাহা প্রকাশ পাইলে তাঁহারাই নিন্দাস্পদীভূত হয়েন। মিথ্যাবাদির ইহাও প্রত্যক্ষ হইতেছে যে কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না বরং মিথ্যা বাদী যদ্যপি স্বীয় বিষয় রক্ষার্থ যথার্থ বাক্য প্রয়োগ করে তথাপি মিথ্যাজাত যে অবিশ্বাস তদ্দ্বারা তাহার সেই যথার্থ বিষয়ের হানি হয়। মিথ্যার পর নীচ ও হাস্যাস্পদ কারক আর কিছুই নাই। এবং মিথ্যাতে মানস সিদ্ধ কদাচ হয় না যেহেতু শীঘ্রই প্রকাশ পায় আর মিথ্যাকথা বুদ্ধিভ্রংস করে আরো যদি কোন ব্যক্তির মান হানির নিমিত্ত কেহ মিথ্যা কহে তবে সেই মিথ্যা তদ্ব্যক্তির কিঞ্চিৎকাল দুঃখপ্রদা হয় বটে কিন্তু পরে তাহা প্রকাশিত হইলে ঐ মিথ্যা বাদির ক্লেশদায়িকা হয়। কেহ যদি মিথ্যা প্রয়োগ করিয়া লজ্জাভয়ে মিথ্যা প্রকাশ না করে তবে সেই মিথ্যা প্রকাশ পাইলে সেই ব্যক্তির অধিক লজ্জা ও মনস্তাপ ও মানহানি হয় আর তাহাকে সকলেই নীচ জ্ঞানপূর্ব্বক হেয় করেন। যদ্যপি আপ

দাদি প্রযুক্ত কেহ মিথ্যা কহে তবে তাহার স্বীকার করাই কর্ত্তব্য কারণ মিথ্যাকথন স্বীকার করাই মিথ্যার দোষাপহারক হয় আর স্বল্পদোষ পরিহারার্থ মিথ্যা কহিয়া অতি বৃহদ্দোষ আনয়নের কি প্রয়োজন। আরো দেখ মিথ্যা কথা কি ঘৃণার বিষয়, যে বাহ্য মিথ্যা কথাতে সেই ব্যক্তির অন্তঃরেচ্ছাপ্রতিবাদিনী হয়েন হয়এবং ইহাতে বাকিসুখহইতে পারে অর্থাৎ কিছু সুখ হয় না কেবল সতত মিথ্যা চরণের দৃঢ়তরাভ্যাস হয় তদদ্বারা সচ্চরিত্রকে অসচ্চরিত্র ও অবিশ্বস্ত করে। আর যদি কেহ প্রবঞ্চনা করে তবে তাহাকে সকলে ঘৃণা করেন কিন্তু মিথ্যাবাদির প্রবঞ্চনা ও মিথ্যাবাদিত্ব এই উভয়।আছে অতএব সেই ব্যক্তি কিরূপ ঘৃণার স্থল, তাহা বিবেচনা করহ। এবং মিথ্যাবাদি সত্য কহিলেও কদাচ বিশ্বাস হয় না, যেহেতু তাহার আন্তরিক যে প্রকার, বাহ্যে অন্য প্রকার কিন্তু সাধুদিগের আন্তরিক যেরূপ বাহ্যেও প্রকাশিত সেইপ্রকার হয়। অতএব সাধুবাক্যে সকলে বিশ্বাস করে মিথ্যাবাদী ঐ সাধুর বিশ্বাসজনক বাক্যকে মিথ্যা কহেন, আর সেই মিথ্যাবাদির আন্তরিককে মিথ্যা বাক্যে আঘাত করে এইহেতু অনৃতবাদিকে বিশ্বাস ঘাতক ও আত্মঘাতী বলাযায়। অতএব মিথ্যা কথার পর আর কুৎসিত কিছু নাই এবং মিথ্যাবাদিকে কেহ কদাচ বিশ্বাস করিবে না। অপর আত্মশ্লাঘা জন্য যে

মিথ্যা, সে পরের অনিষ্ট কারক হয় না। কিন্তু আপনার নানাপ্রকারে অনিষ্ট প্রদান করে। হে জনগণ তোমরা বিবেচনা করহ যে নীচত্ব ও বুদ্ধি ভ্রংস ও মনস্তাপ ও মানহানি ও অবিশ্বাস এই সকল করে যে মিথ্যা তাহাতে প্রবৃত্ত হইও না।

ইহার উদাহরণ। কাশ্মীরদেশ নিবাসি ধনিবংশ প্রসূত ও ধনাঢ্য নন্দনন্দননামা এক বণিজনন্দন ছিলেন তিনি প্রতিদিন রাত্রিযোগে অতিশয় চীৎকার ধ্বনি করেন, আর বলেন, যে দস্যুরা আগমনপূর্ব্বক আমার ধন গ্রহণ করে এবং আমাকে অত্যন্ত প্রহার করে ওহে প্রতিবাসিগণ তোমরা আমার ধন ও প্রাণ রক্ষা করহ ইত্যাদি বাক্য প্রতিবাসি সকল শ্রবণ করিয়া সকলে আত্মীয়সহ অস্ত্র ও শাস্ত্রাদি গ্রহণপূর্ব্বক ঐ বণিজ নন্দনন্দন ভবনে গমন করিয়া দর্শন করেন যেকবাট রুদ্ধ ও বণিজ নন্দন ত্রিতল অট্টালিকোপরি স্বচ্ছন্দে শয়নাগত হইয়া উচ্চৈস্বরে উক্ত ধ্বনি করিতেছে, এবং দস্যু কিম্বা তচ্চিহ্ন কিছুই নাই তথাপি প্রতিবাসিগণ সাধু স্বভাবহেতু মনে করিলেন যে দস্যু আগমন করিয়া ছিল কিন্তু আমাদিগের আগমনানুসন্ধান পাইয়া প্রস্থান করিয়াছে, যাহাহউক বণিজ নন্দনের যে অনিষ্ট বারণ হইল, ইহাই ভাল, অনন্তর প্রতিবাসিগণ বণিজনন্দনকে অভয় প্রদান করিয়া তৎস্থান হইতে স্বস্থানে প্র

স্থান করিলেন পরে ঐ বণিজ নন্দন প্রতিদিন নিশি সময়ে ঐরূপ ধ্বনি করে, প্রতিবাসিগণ ও উক্তরূপে বণিজ ভবনে গমন পূর্ব্বক তাহাকে অভয় প্রদান করিয়া স্বায় সদনে সমাগমন করেন এই প্রকার কিছু দিন গমনদ্বারা প্রতিবাসিগণ জানিলেন যে বণিজ নন্দন কেবল মিথ্যা চীৎকার করে, তবে আমাদিগের বণিজ ভবনে রজনীসময়ে আর গমনের আবশ্যকতা নাই, ইহা মন্ত্রণাপূর্ব্বক বণিজ গৃহে চীৎকারধ্বনি শ্রবণ করিলেও নিবৃত্ত থাকেন এবং ঐ বণিজনন্দনকে সকলেই অশ্রদ্ধা করেন। পরে এক দিবস রজনীতে যথার্থ দস্যু কতক গুলি অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক বণিজ সদনে গমন করিয়া বণিজ নন্দনকে বন্ধন ও প্রহার করত গুপ্তধন প্রকাশ পাইলে ঐ গুপ্ত ও বাহ্যধন লইয়া প্রস্থান করে, এমত সময়ে ঐ বণিজ নন্দন স্বায় রক্ষকগণ সহ দস্যুগণদিগকে রোধ করণার্থ প্রবৃত্ত হইলে ঐ দস্যুরা অস্ত্রদ্বারা বণিজনন্দনকে খণ্ড২ করিল ঐ বণিজ নন্দন পূর্ব্বের ন্যায় অত্যন্ত ধ্বনি করিয়াছিল তথাপি প্রতিবাসিগণ ঐ ব্যক্তির মিথ্যাস্বভাব বোধ হেতু সেই স্থানে গমন করেন নাই। দেখ মিথ্যাদ্বারা ঐ বণিজ নন্দনের ধন ও মান ওপ্রাণ সকলই নষ্ট হইল অতএব যদ্যপি বহু ধন ও সুখলাভ বোধ হয় তথাপি মিথ্যাতে মতি কদাচ কর্ত্তব্য নহে যেহেতু মিথ্যায় কালবশত যদিও

সুখোদয় হয় কিন্তু সেও কিঞ্চিৎকাল জানিবে শেষে দুঃখভোগ অবশ্যই করিতে হইবে।

সামান্য মিথ্যাপেক্ষা মিথ্যাশপথে আরো বিশেষ দোষ জানিবে যেহেতু মিথ্যাতে প্রবঞ্চনা ও মিথ্যা কথন হয়, ও বিশ্বাস ঘাতি আত্মঘাতি বিশ্বাস রহিত হইতে হয় তাহাতে স্বকার্য্য হানি ও অপমান ও সর্ব্বজন কর্ত্তৃক অনাদর ইত্যাদি আছে বটে কিন্তু মিথ্যাদিব্যে উক্ত দোষাপেক্ষা অধিক দোষ জানিবে, সেই দোষের মধ্যে প্রথম আত্মীয় কিংবা পরই হউক যে ধনস্বামী তাহার ধননাশ ঐ ধনকে সর্ব্বশাস্ত্রে ও সকল লোকে প্রাণ হইতেও গুরুতর বলেন আর দৃষ্টও হইতেছে যে ধন ক্ষয় হইলে যদ্যপি বিজ্ঞও হয় তথাপি তাঁহার বুদ্ধির হ্রাসতা জন্মে তাহা বিজ্ঞের মরণ তুল্য ক্লেশ এবং অজ্ঞ ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হয় অতএব এতদপেক্ষা বরং মৃত্যু ভাল দ্বিতীয় একজন অন্যের ধন অপহরণ করে মিথ্যাশপথ কারি ব্যক্তি তাহার সহকারি হয় ইহা শাস্ত্রে ও সর্ব্বলোকে নিন্দনীয় এবং চোরের সহকারিজন রাজদণ্ডার্হও বটে। তৃতীয় মান্য যে ধনস্বামী তাহার মানহানি ইহা প্রাণবিনাশাপেক্ষা অধিক ক্লেশজনক যেহেতু প্রাণবিয়োগকালীন কেবল তজ্জন্য হয় দুঃখ প্রাণবিয়োগানন্তর থাকেনা কিন্তু অপমানে জীবনকাল যাবৎ তাবৎ ক্লেশ ভোগ করিতে হয় চতুর্থ ধনাপহারকতাপ্রযুক্ত নীচ জনের বৃদ্ধি হয় সেই বৃদ্ধি হেতু

তন্নগরস্থ সকলেরি ক্লেশ জন্মে পঞ্চম মিথ্যা শপথ দ্বারা রাজবুদ্ধিভ্রংস হয় তাহাতে প্রজাদিগের অনিষ্ট ও রাজার নিন্দা ও রাজ্য নাশ পায় ষষ্ঠ রাজসমক্ষে দিব্য পূর্ব্বক মিথ্যা কথনে অধিক নিন্দা যেহেতু প্রবঞ্চনা ও মিথ্যা ও দিব্য ইহার প্রত্যেকেই নিন্দনীয় আর ঐ তিনের একত্রযোগ হইলে তাহার কি লিখিব বিবেচনা করিবে আর এই তিন যদি গুরু ও রাজার সমক্ষে হয় তবে ইহাতে যে দোষ তাহা বর্ণনে লোক সকল সমর্থ হয়েননা যাহাতে শাস্ত্র সমূহ পরাভূত হইয়াছেন সপ্তম প্রাণ দণ্ডযোগ্য যে ব্যক্তি নয় তাহারও মিথ্যা শপথ দ্বারা প্রাণ বিনাশ হইতেছে তাহাতে মিথ্যাশপথকারি ও অভিযোগকর্ত্তা ও রাজা সকলেই দোষভাগী হয়েন। আর অন্য২ দোষ মিথ্যাকথন প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে এতদ্ভিন্ন অনেক ক্ষুদ্র২ দোষ আছে অতএব তোমরা এই প্রকার দোষজনক যে মিথ্যাশপথে কদাচ মন দিবে না।

ইহার উদাহরণ। মগধদেশনিবাসি মহারাজাধিরাজ সদ্বিচারক শিষ্টপ্রতিপালক দুষ্ট প্রহারক সর্ব্বধনা নামক একব্যক্তি ছিলেন তিনি সতত সুনীতিদ্বারা সকল প্রজাদিগের প্রতিপালন করেন ইতিমধ্যে মিথ্যাবাদী ও মিথ্যা শপথকারী সুদীননামক একব্যক্তি উক্ত রাজার রাজ্যে বসতি করিতে বাঞ্ছা করিলে রাজাবিবেচনা করিলেন এইব্যক্তি উদাসীন অতএব ইহার স্বভাব না জানিয়া বাসদেওয়া

কর্ত্তব্য নহে অনন্তর ঐ ব্যক্তিকে বসতিস্থান প্রদান না করিলে ঐ সুদীন এক করুনানামক চাণ্ডাল তৎসহ মিত্রতা করিয়া তাহার গৃহেবাস করে। পরে ঐ চাণ্ডালকে সুদীন কহিল যে মিত্র তুমি অতিশয় ক্লেশ পাইতেছ তোমাকে এক পরামর্শ বলি তাহাই করহ তদদ্বারা তোমারধন ও ভূমি হইবে তাহাতে অতিশয় সুখজন্মিবে চাণ্ডাল সুদীনকে জিজ্ঞাসাকরিল যে সেপরামর্শ কি সুদীন কহিল যে সুবরনামক যে ধনী আছে তাহার নামে তুমি রাজসন্নিধানে অভিযোগ অর্থাৎ নালিশ করহ এই অভিযোগ দেয় যে ইনি আমার সহস্র মুদ্রা ঋণ অর্থাৎ কর্জ্জ লইয়াছেন তাহার বৃদ্ধি অর্থাৎ সুদ প্রদান করেন না এবং মুলধনও দেন না ইহার কারণ কি। তাহাতে সুদীনকে ঐচাণ্ডাল কহিল যে মিত্র মিথ্যা প্রয়োগ কি প্রকারে করিব সুদীন কহিল সখে হানি কি এক মিথ্যা কহিলে সহস্র মুদ্রা পাইবে তাহাতে পরম সুখ হইবে তথাপি ঐচাণ্ডাল মিথ্যাভিযোগে প্রবৃত্ত না হইলে তাহার স্ত্রীকে উক্তরূপ প্রবৃত্তিজনক বাক্য দ্বারা প্রবৃত্ত করাইয়া তদদ্বারা চাণ্ডালকে প্রবৃত্ত করাইল অনন্তর চাণ্ডাল জিজ্ঞাসা করিল যে মিথ্যা যদি প্রকাশ পায় তবে রাজা অত্যন্ত প্রহার করিবেন তাহাতে সুদীন কহিল মিত্র ভয় কি আমি সাক্ষী তোমার কোন আপদ হইবে না। পরে ঐচাণ্ডাল উক্ত পরামর্শানুসারে রাজসন্নিধানে সুবরের বিরুদ্ধ অভিযোগ করিল রাজা সুবরকে দূতদ্বারা আ

মাইলেন এবং তাহাকে মুদ্রার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাতে সুবর কহিল আমি মুদ্রা লইনাই অনন্তর রাজা রাজনীত্যনুসারে বাদিপ্রতিবাদির সাক্ষ্যাদি লইয়া বিলক্ষণ রূপে বিচার করিলেও কালবশত মিথ্যা সাক্ষ্যই প্রবল হইল সুতরাং সুবর পরাজয় হইলেন এবং সবৃদ্ধিক সহস্র মুদ্রা চাণ্ডালকে প্রদান করিতে হইল। এইরূপে ঐ সুদীন ও চাণ্ডালের মিথ্যাভিযোগে ক্রমশঃ২ সকল প্রজাই ধন হীন হইতে লাগিল রাজারও রাজ্য অর্থাভাবে বিনষ্ট হইল। অতএব উক্তদোষ দায়ক মিথ্যাশপথে কেহ কদাচ মতি করিবে না।

প্রবঞ্চনা বিষয়ক।

সত্য কিংবা মিথ্যা বিষয় দ্বারা পরের চিত্তাপহরণের নাম প্রবঞ্চনা এই প্রবঞ্চনাকারকে প্রবঞ্চক কহা যায় কুক্রিয়াতে রতি প্রভৃতি প্রবঞ্চনার প্রতি কারণ হয় প্রবঞ্চনায় সর্ব্বত্র নিন্দা ও মান্যতার হানি ও অবিশ্বাস জন্মে প্রবঞ্চক ব্যক্তি সকল বিষয়ে আপনিই বঞ্চিত হয় যেহেতু মন্দবিষয়ে সর্ব্বদা তাহার মতি ভ্রমণকরে তাহাতে শিল্প ও শাস্ত্রাদিজ্ঞান কিছুই হইতে পারে না আর যে লোক একবার বঞ্চকের সহিত ব্যবহার করেন তিনি পুনর্ব্বার বঞ্চক প্রবঞ্চনায় পরাভব পায়েন না এবং কোন২ ব্যক্তি একবার ও প্রবঞ্চনারূপ জালে বদ্ধ হয়েন না তাহাতে প্রব

ঞ্চকের ধনলাভ দূরে থাকুক মনস্তাপ মাত্রই লাভ হয় দেখ যে ব্যক্তি প্রবঞ্চনা কার্য্যে বিরত সে সকলের মান্য ও প্রিয় হইতে পারে এবং তাহার অনায়াসে ধনলাভ ও সুখোদয় হইতে থাকে· প্রবঞ্চক দুইপ্রকার প্রথম সত্যপূর্ব্বক বঞ্চনাকারক দ্বিতীয় মিথ্যাপূর্ব্বক বঞ্চনাকারক ইহারমধ্যে প্রথম বঞ্চক দুর্জ্ঞেয় দ্বিতীয় সুজ্ঞেয়। প্রথম যে দুর্জ্ঞেয় তাহার প্রতি কারণ এইযে ঐ প্রবঞ্চক সত্য কহে তাহাতে সাধুদিগের কোন২ কার্য্য সিদ্ধি হইতেও পারে আর কোন২ কার্য্য ধ্বংসহয় এবং এই প্রবঞ্চক শিষ্ট সমীপে শিষ্টের ন্যায় ধীরে২ মিষ্ট কথা কহে সাধুদিগকে মুগ্ধ করিয়া প্রবঞ্চনা করে দ্বিতীয় বঞ্চক সুজ্ঞেয় ইহার প্রতিকারণ মিথ্যা কথা কহিয়া বঞ্চনাকরে পরে মিথ্যাকথাও প্রবঞ্চনা অবশ্য প্রকাশ পায় তাহাতে পরের কার্য্য হানি এবং বঞ্চকের অভিলষিতের অসিদ্ধি ও অপমান হয় কিন্তু দুর্জ্ঞেয় প্রবঞ্চকের দোষের অল্পতা কহিতে হইবে কেননা তাহারা সত্য কহিয়া বঞ্চনা করে আর সুজ্ঞেয় বঞ্চকের প্রবঞ্চনা ও মিথ্যা এই উভয় দোষ ঘটে অতএব দুর্জ্ঞেয় বঞ্চকাপেক্ষা সুজ্ঞেয় বঞ্চক অতিশয় ঘৃণাপাত্র হইয়া থাকে যাহা হউক বঞ্চকসহ বাস ও আলাপাদি কদাচ কর্ত্তব্য নহে কেননা তাহাতে ধনহানি ও সুখনাশ ও মানহানি ও বুদ্ধিহ্রাস ও জ্ঞাননাশ হয়।

ইহার উদাহরণ। তিরটদেশে মথুরাপুর নগরে মথুরানাথনামা এক রাজা রাজ্য করিতেন তিনি অত্যন্ত সরলচিত্ত সতত সদালাপরত পর পীড়ায় পীড়িত ছিলেন কিয়ৎকালানন্তর এক প্রবঞ্চক ঐ রাজাকে সৎ স্বভাব জানিয়া ধনাপহরণ মানসে বিবেচনা করিল যে ব্যাঘ্রের ভক্ষ্য মৃগ ও গরুড়ের ভক্ষ্য সর্প ও শ্যেন পক্ষির ভক্ষ্য অন্য পক্ষী ও কুলোকের ভক্ষ্য সাধুলোক অতএব রাজা অতি সাধু ইহার ধন আমি অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারিব কিন্তু উপাসনা ভিন্ন ইহাঁর নিকট প্রতিপন্ন হওনের অন্য উপায় নাই এই স্থির করিয়া উক্ত বঞ্চক সর্ব্বদা রাজার সেবা করিতে লাগিল দুর্জন দিগের এমত স্বভাব তাহারা আপনারদিগের কার্য্য সাধনার্থ বাহ্য সারল্য ব্যবহার ও সতত আনুগত্য তোষামোদ এবং কাল্পনিক আত্মীয়তা দেখাইয়া সরল ব্যক্তিদিগকে মুগ্ধ করে কিন্তু পরিণামে অতিশয় ক্লেশ প্রদ হয় সুতরাং ঐ প্রতারক। কিয়দ্দিবস পর্য্যন্ত ছায়ার ন্যায় অনুগত থাকিয়া নানাবিধ কাল্পনিক সগুণ দ্বারা ভূপতিকে বশীভূত করিয়া অতিশয় প্রতিপন্ন হইল অনন্তর অন্তরে চিন্তা করিল যদি কোন কৌশলে এই নরপতিকে দেশান্তর করিতে পারি তবেই আমার ইষ্টসিদ্ধি হয় ইহা ভাবিয়া ধূর্ত্তরাজ নানাদেশীয় কথা দ্বারা ভূপালের মন স্তুষ্টি করিয়া কহিল মহারাজ এই রাজ্যে নিত্য উপভুক্ত বস্তুর ভোগে

কি সুখ হইতে পারে যে দেশে অনুপভুক্ত স্ত্রীর ভোগ ও অদৃষ্ট বস্তুর দর্শন ও অভুক্তদ্রব্যের ভোজন হয় এমত স্থানে কিয়দ্দিবস বাস করিলে সুখী হইতে পারিবেন অ তএব সেই স্থানের বৃত্তান্ত শ্রবণ করাই অবধান করুণ।

সংফুল্ল সরসীরুহ শোভিত সরোবর ও সষট্পদ পুষ্প শোভিত লতা ব্যাপ্ত বন এবং সুবর্ণ ময় শৈল সমূহ র ম্যা অট্টালিকা ও মনোরমা রমণী প্রভৃতি নানাপ্রকার সুখাবহবস্তু দেশান্তরে গমন ব্যতিরেকে কদাচ উপভো গ্য হইতে পারে না ইহা শুনিয়া নৃপতি দেশান্তর গম নোৎসুক হইয়া বলিলেন সখে দেশ ভ্রমণে আমি গমন করিব কিন্তু তোমাকে আমার সহচর হইতে হইবে তাহাতে বঞ্চক বলিল মহারাজ যদ্যপি আপনার ইচ্ছা হইয়া থাকে তবে এই কথা প্রকাশ করিবেন না তাহা হই লে দেশান্তরে ভ্রমণ হইবে না অপর বহুমূল্য রত্ন পাথেয় লইবেন অদ্য রজনীর শেষভাগে যাত্রা করিব নরপতি তাহাই স্বীকার করিলেন ইহাতে ঐ বঞ্চক মনোরথ সিদ্ধি র সোপান দেখিয়া স্বীয় বাসস্থানে যাইল এবং স্বীয় ভ্রাতা কে সংগোপনে কহিল যে রাজার সহিত রাত্রিশেষে আ মি বনে যাত্রা করিব কিন্তু তুমি পথিমধ্যে আমাদিগের সহিত মিলিবে এই কথা বলিয়া ঐ প্রবঞ্চক রজনীশেষে ভূপতির সঙ্কেতিত স্থানে উপস্থিত হইল এবং ভূপালপ রামর্শানুরূপ বহুমূল্য ধন গ্রহণ করিয়া বঞ্চকের সহিত

প্রস্থান করিলেন পথিমধ্যে উক্ত বঞ্চকের ভ্রাতা উক্ত পরামর্শানুসারে মিলিত হইয়া তাহাদিগের পশ্চাদ্গামী হইল অনন্তর ধরণীপতি বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততো ভ্রমণ করিতে লাগিলেন তাহাতে অত্যন্ত শ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া বৃক্ষচ্ছায়ায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইলেন ঐ বঞ্চক এই সুযোগ পাইয়া রাজার সমস্ত বহুমূল্য রত্ন আপনার ভ্রাতার দ্বারা স্বগৃহে পাঠাইয়া দিল এবং তীক্ষ্ণাগ্র দুই কাষ্ঠ শঙ্কু দ্বারা ধরানাথের চক্ষুর্দ্বয় বিদীর্ণ করিল তাহাতে রাজা অত্যন্ত কাতর হইয়া ছল নিদ্রিত বঞ্চককে কহিলেন মিত্র আমার চক্ষুর্দ্বয় বিদীর্ণ করিলে বঞ্চক ভগ্ননিদ্র হইয়া কহিল সে কি সখে আমি নিদ্রান্বিত ছিলাম তবে সেই পথিক তোমার চক্ষুর্দ্বয় বিদারণপূর্ব্বক রত্ন লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছে রাজা বিবেচনা করিলেন যে সেই পথিক ইহার সহায় হইবে কারণ আমার নয়নে আঘাত মাত্রে নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে যদি এক্ষণে সেই পথিক ধন গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিত তবে তাহার পাদক্ষেপ জন্য শব্দ হইত আর নিদ্রান্বিত মনুষ্য নিদ্রা ভঙ্গ মাত্রেই বা কি প্রকারে জানিল যে আমার নিকটস্থ রত্ন অপহৃত হইয়াছে অতএব এই দুরাত্মারি কর্ম্ম এই বিবেচনা করিয়া ধরণীশ্বর ঐ বঞ্চককে দূর করিয়া দিলেন এবং কাতর হইয়া কিঞ্চিৎকাল তৎস্থানে স্থিত হইলে অনন্তর শুনিলেন ঐ বৃক্ষোপরি এক শুক স্বীয় পুত্রকে কহিতেছে এই বৃক্ষের ছাল চূর্ণ যদি কেহ ঐ নর্ম্মদা তীরস্থ রাজার

নয়নে দেয় তবে তাঁহার অন্ধতা দূর হয় তচ্ছ্রবণে উক্ত ধ রাধিনাথ ঐ বৃক্ষের ছাল চূর্ণ নয়নে দিবামাত্র উত্তম চক্ষু হইল কিন্তু ঐ বঞ্চক দিনদ্বয়ানন্তর মথুরানাথের গৃহে গমন করিয়া কহিল রাজার মৃত্যু হইয়াছে মরণকালে আমাকে অনুমতি করিয়াছিলেন যে যাবৎ আমার পুত্র প্রাপ্ত বয়স্ক না হয়েন তুমি তাবৎ রাজত্ব করিবে এই প্র কার বলিয়া বঞ্চক রাজত্ব করিতে উদ্যত হইলে অতি বি জ্ঞ রাজমন্ত্রী রাজকীয় যাবদ্বিষয়রোধ করিলেন কিন্তু বঞ্চ ককে মান্যতা করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজামথুরানা থ প্রাপ্তপূর্ব্বাবস্থ চক্ষুঃ হইয়া নিজ রাজ্যে উপস্থিত হইলে ন তদৃষ্টে ঐ বঞ্চক অত্যন্ত ভীত হইল কিন্তু রাজা বঞ্চককে ভীত দেখিয়া অলিঙ্গন পূর্ব্বক মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিলেন তা হাতে বঞ্চক অতিশয় লজ্জা পাইল ভূপতি উহার লজ্জা ও ভয় দেখিয়া অভয় প্রদান করিলেন। এইরূপে কিয়দ্দিবস গত হইলে ঐ বঞ্চকের লজ্জা ও ভয়প্রযুক্ত পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হইল তাহাতে রাজা অত্যন্ত আর্ত্ত হওয়াতে পরিবারেরা জিজ্ঞাসা করিলেন যে মহারাজ ঐ ব্যক্তির ব্যবহার জানিয়া ছেন তথাপি তন্নিমিত্ত কেন ক্ষোভ করিতেছেন তাহাতে রাজা কহিলেন যে আমাকে দর্শন করিয়া ঐ ব্যক্তি ভীত ও লজ্জিত হইয়াছিল অতএব ঐ ব্যক্তি অন্য বঞ্চকাপেক্ষা উত্তম কারণ অন্য বঞ্চকের ন্যায় নিলর্জ্জ ও ভয়হীন নহে যাহা হউক হে বালকগণ বঞ্চকসহ আলাপ ও বাস কদা চ করিবেনা।

জুয়াখেলা বিষয়ক।

প্রাণি কিংবা অপ্রাণি করণক যে ক্রীড়া তাহার নাম খেলা এই খেলা যদি পণপূর্ব্বক হয় তবে তাহাকে লোক জুয়াখেলা বলে ইহার প্রতিকারণ অলস্য ও মন্দবুদ্ধি ও দৌর্ভাগ্য প্রভৃতি এই জুয়াখেলাতে কদাচকেহ প্রবৃত্তি করিও না যেহেতু এতদদ্বারা জ্ঞান ও ধন ও মান ও আচার ও উপভোগ ও পুত্রাদি স্নেহ সকলই বিনষ্ট হয়। আরো দেখ জুয়াখেলিতেগেলে অতিকদাচার নীচের সহিতএকা সনে বাস ও আহার প্রায়ই ঘটে। এবং জুয়াখেলকেরা তদাধারকে অর্থাৎ টেবিলুকে কেহ২ তীর্থস্থান কেহ বা গুরুস্থান কেহ বা বিদ্যাস্থান হইতে ও অধিক মান্যতা করে। আরো যে জন খেলাতে পরাভূত হয় সে ব্যক্তি অন্যের নিন্দা ও বন্ধুকে তাচ্ছল্য ও স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকে এবং যে জনজয়ী হয় সেই জন স্ত্রী পুত্রও ভ্রাতৃ প্রভৃতিরও মন্দ করে অর্থাৎ ঐ খেলককে অনায়াসে অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিতে দেখিয়া স্ত্রী পুত্রা দিও লুব্ধহয় সুতরাং ঐ ক্রীড়াতে তাঁহাদিগের আসক্তি জন্মে সকলেই অসৎ কর্ম্মা হইলে ফলে ফলে মন্দ হইয়া উঠে আর ঐ জুয়াখেলকেরা এই পথগামী করাইবার নিমিত্ত কোন২ জনসহ মৌখিক মিত্রতা করে। অতএব সাধুগণ এমত অনিষ্টকারি কুৎসিত সহ কদাচ আলাপাদি

সংসর্গ করিবেন না কারণ তৎসংসর্গে থাকিলে তৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে তাহা হইলে মানও ধনাদি সকলই বিনষ্ট হইবে।।

জুয়াখেলক ব্যক্তিরা যদি স্বদল মধ্যে থাকে তবেই ভাল নতুবা অন্য২ সহসংসর্গ হইলে সকলেরি অহিতাচরণ হয়। ধন যদ্যপি দস্যুকর্ত্তৃক অপহৃত হয় সেওভাল কারণ ধন পুনর্ব্বার সঞ্চয় হইতে পারিবার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু জুয়া খেলাতে সঞ্চিতধন বিনাশ ও উপার্জ্জন চেষ্টারাহিত্যও বুদ্ধিভ্রংস ও দুর্ম্মতি প্রভৃতি জন্মে তাহাতে মনুষ্য বিনাশ পায়। আর সজ্জনগণ জুয়াখেলককে চোর হইতেও অপকৃষ্ট জ্ঞান করেন এবং স্বীয় সমীপে কদাচআসিতে দেননা ঐ খেলকেই চৌর্য্য ও দস্যবৃত্তির আকর কহিতে হইবে কেননা যখন জুয়াখেলকদিগের টাকার অনাটন হয় তখন তাহারা শুদ্ধ চৌর্য্যও দস্যুকার্য্যের উপর নির্ভরকরে কারণ তাহাদিগের এমত ক্ষমতা নাই যে তাহা কোন সৎকর্ম্ম করিয়া অর্থউপার্জ্জন করিতে পারে জুয়াখেলক ব্যক্তিরপিতা মাতার এমত কুসন্তান হওনাপেক্ষা সন্তান বিরহই উত্তম এবং আহার স্ত্রীর বৈধব্যই শ্রেয়ঃ কারণ তাহার জীবনে পিতা মাতা ও স্ত্রীর সন্তান বিরহ ও বৈধব্যরূপ ক্লেশা পেক্ষা অধিক ক্লেশ জন্মে। আর কেহ২ কহিয়া থাকেন যে ঐ খেলকের দেনাবিষয়ে বিচার অর্থাৎ মোকদ্দমা হয় না যেহেতু আত্মশ্লাঘা করিয়া স্বংয়ই কহে যে এই খেলা

নিমিত্ত এতমুদ্রা দেনা আছে এতাবতা জুয়াখেলাতে বহুধন প্রদান হইয়াছে ইহাস্পষ্টরূপে জানায় সুতরাং তদ্বিষয়ে পরিপকৃতার গর্ব্বই প্রকাশ করা হয়। আরো এক আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে যে বর্দ্ধিষ্ণু লোক সকল এত দ্বিষয় নিন্দনীয় বলেন অথচ এই খেলাতে রত হয়েন যাহা হউক খেলকের পিতা মাতার উচিত যে এই দোষের উপ ক্রমাবধি পুত্রের প্রতিতাড়না করেন উপদেশকেরো কর্ত্তব্য তাঁহারা উপদেশ প্রদান করেন যে বালকেরা কদাচ এই কুৎসিত কর্ম্ম না করে তাহা হইলে সকলেরি পক্ষে মঙ্গল হইতে পারে। আর দেখ এই খেলার কি প্রকার শক্তি তাহা কিছুই বোধ গম্যা হয় না যেহেতু রাজা দোষযুক্ত জনকে দণ্ডাদিদ্বারা তদ্দোষ হইতে নিবারণ করেন কিন্তু রাজা এই দোষ বিলক্ষণরূপে জানিয়াওযদি ইহাতে আসক্ত হয়েন তবে কখনই খেলকদিগের দণ্ড করিতে পারেন না এবং ব্যবসায়ি ব্যক্তি যদি খেলককে বিশ্বাস করেন তবে তাঁহার মূলধন নষ্ট হইয়া অবশেষ কারাগারে অবস্থিতি করিতে হয়। আর বৃদ্ধিজীবী অর্থাৎ সুদ গ্রাহিরা খেল ককে কদাচ কর্জ্জ দিবেন না যদ্যপি দেন তবে আর যে অর্থ সহ সংদর্শনের অসম্ভব জানিবেন। অতএব পুনঃ২ কহিতেছি এই কুকর্ম্মে যাঁহাদিগের মতি আছে তাঁহারা পরিত্যাগ করুন আর যাঁহারদিগের মতি নাই তাঁহারা এতদ্বিষয়ে কদাচ মতি না করেন॥

ইহার উদাহরণ। ধর্ম্মপুর নামক রাজ্যে হরিদাস নামক এক রাজা রাজত্ব করিতেন তিনি জুয়াখেলাতে আসক্ত ছিলেন তাঁহার সহিত খেলাতে অনেক২ নিপুণ খেলকও পরাজয় পাইয়াছেন এবং অনেকে তাঁহার সহিত খেলাতে নির্দ্ধন হইয়া চৌর্য্য ওদস্যু বৃত্তিতে রত হইয়া কাল যাপন করিতেছেন এই খেলা দ্বারা ঐ হরিদাসের অসংখ্য ধন হইল কিন্তু কিয়দ্দিবসানন্তর মৃজাপুরনিবাসি হরিশ্চন্দ্র নামক এক শৌণ্ডিক আর তৎসহচর এক রজক ও একচর্ম্মকার ওএক স্বর্ণকার এই কয়েকজন মিলিত হইয়া ঐ হরিদাস সমীপে আসিয়া খেলিবার মানস প্রকাশ করিল তাহাতে রাজা অতিশয় তুষ্ট হইলেন এবং ক্রীড়ারম্ভ হইল কিন্তু উক্ত পঞ্চজনে পঞ্চদিন খেলাতে এমত রত রহিল যে এই পঞ্চদিন মধ্যে কেবল মলমূত্র পরিত্যাগার্থ খেলার আসন পরিত্যাগ হইত নতুবা একক্ষণও আসনের সংযোগ নাশ পাইত না এবং ক্ষণিক আহ্লাদ জন্য যে নেত্রনীর তদ্দ্বারাই স্নান নির্ব্বাহ হইত আর তদাসনে খেলা করতঽ কিঞ্চিৎ২ আহারে প্রাণধারণমাত্র ছিল ও নিদ্রাদির সেই স্থানে গমন শক্তিও ছিল না এই খেলার তৃতীয় দিবসে ঐ হরিদাসের পুত্রকে সর্পে দংশন করিল তাহাতে তাঁহার দাসী খেলা স্থানে আসিয়া ঐ হরিদাসকে কহিল যে মহারাজ তোমার পুত্রকে সর্পে দংশন করিয়াছে তাহাতে হরিদাস এই উত্তর করিলেন যে এইক্ষণে বিরক্ত করিও না তাহা

তে দাসী পুনর্ব্বার বলিল মহারাজ বিষ প্রায় রাজনন্দনের বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত উঠিয়াছে ইহা শুনিয়া হরিদাস অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দ্বারপালকে দাসীকে বহির্নির্গতা করিতে অনুমতি দিলেন তাহাতে দাসী অপমান ভয়ে অন্তঃপুরে পলাইল ক্ষণেককাল পরে বিষাক্রমণে তৎপুত্রের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হইল তন্নিমিত্ত ঐ হরিদাসের স্ত্রী ও অন্য পরিবার অতি উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে লাগিল তাহাতে হরিদাস জিজ্ঞাসা করিলেন কি শব্দ হইতেছে খেলকেরা বলিল যে নগরে লোক সকল কি নিমিত্ত গোল করিতেছে এই প্রকার তন্মনস্ক হরিদাস খেলাতে ক্রমে২ ধন ও রাজ্য ও দাস দাসী ও ঘোটক গজ প্রভৃতি হারিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে রাণী পুত্র শোকে জ্ঞান শূন্যা প্রায় পৃথিবীতে পতিতা আছেন তাঁহার অঙ্গে বহুমূল্য বহু ভূষণ দীপ্তি পাইতেছে তদ্দৃষ্টে হরিদাস হৃষ্ট হইয়া বলক্রমে কাড়িয়া লইয়া পুনর্ব্বার খেলাতে অর্পণ করিলেন কিন্তু ঐ রাণী অট্টালিকোপরি দণ্ডায়মান হইয়া দর্শন করিলেন যে ঐ খেলকেরা সকল ধন লইয়া যায় এবং স্বীয় পুরিও অধিকার করে এতদ্দৃষ্টে রাণী স্বীয় সৈন্য দ্বারা খেলকদিগকে দূর করিয়া দিলেন এবং হরিদাসকে সকলেই নিন্দা ও তিরস্কার করিতে লাগিল তথাপি তাহার লজ্জা হইল না। দেখ মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির মহাশয়ের এই

খেলাহেত্তু কিং অবস্থা না হইয়াছে তাহা মহাভারতে বর্ণিত আছে অতএব ইহাতে কদাচ কেহ প্রবৃত্ত হইবে না।

চৌর্য্য বিষয়ক।

দ্রব্যস্বামির সমক্ষে কিংবা অসমক্ষে পরদ্রব্যের যে অপহরণ তাহার নাম চৌর্য্য এই চৌর্য্য যেজন করে তাহার নাম চোর চৌর্য্যের প্রতি কারণ কুসংসর্গ ও কুৎসিতাচরণ ও বুদ্ধির অল্পতা। রূপভেদে চোর নানা প্রকার তাহারমধ্যে প্রথম ছেছোড় দ্বিতীয় হাতচোর তৃতীয় সিন্দেল চত্তুর্থ যোয়াচোর পঞ্চম লেঠেরা ষষ্ঠ বোম্বেটে সপ্তম দস্যু অর্থাৎ ডাকাইত এই সপ্ত প্রকারকেই চোর বলাযায় মানবদিগের কর্ত্তব্য যে চৌর্য্য কার্য্যে কদাচ কেহ প্রবৃত্ত না হয়েন কারণ চৌর্য্যদ্বারা মানহানি ও দুঃখ ও রাজ বিদ্রোহ ও প্রাণনাশ ও মনস্তাপ প্রভৃতি ঘটে আরো দেখ যাহারা চৌর্য্যে রত হয় তাহারা মনে করে যে অল্প আয়াসে বহুধন পাইবে তদ্দ্বারা সুখ হইবে অন্যান্য মনুষ্যদিগকেও এইপ্রকার উপদেশ দেয় কিন্তু তদ্দ্বারা কিছুই সুখ হইতে পারে না কারণ অপহৃতদ্রব্য বহুজনে বিভাগ করিয়া লইলে একং অংশ অতিঅল্প হয় আর চৌর্য্য প্রাপ্ত দ্রব্য অতি অল্পমূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে প্রতিদিন ও কিছু পরদ্রব্য অপহরণ হয় না। এবং চৌর্য্য কদাচ প্রচ্ছন্নথাকেনা অর্থাৎ যাহার ধনাপহরণ হয় তাহার বহু অন্বেষণ ও এতদ্বিষয়ে অত্যন্ত রাজশাসন ও রাজকীয় প্রজারক্ষকদিগের

অতিশয় অনুসন্ধান ও চোরের সতত ভীতি স্বভাব সংদর্শন ইত্যাদি কারণ কলাপ বশতঃ চৌর্য্যপ্রকাশ হইয়া পড়ে আরো দৃষ্ট হইতেছে চৌর্য্যবৃত্তিরত ব্যক্তি দিগের কখন সুখ ও মান নাই কেবল ক্লেশভোগ মাত্র পরে রাজসন্নিধানে চোরের কি পর্য্যন্ত ক্লেশ তাহাও বলাযায় না এবং প্রাণ হইতেও ধন শ্রেষ্ঠ এমত ধন নষ্ট হইলে ধনির কি প্রকার মনঃক্ষোভ তাহা বিবেচনা করহ চৌর্য্য দ্বারা পরের অত্যন্ত মনঃক্ষোভ ও কাহার২ প্রাণ বিনাশ হয় অতএব চৌর্য্য কার্য্যে রত যেজন সে কি কুকর্ম্ম না করিতে পারে অপর দেখ যদি কোন কথার ত্রুটি হইলে অন্যে অপমান বোধ করেন তাহাতে মনুষ্যদিগের ভয় হয় তাহা আপনারা বিবেচনা করহ কিন্তু চোর মনোদুঃখ ওপ্রাণিবিনাশেতেও ভীত হয়না। আর চৌর্য্যে যে২ বহুদোষ ফল তাহা সকলেরি প্রায় প্রত্যক্ষ হইতেছে অতএব চোরসহ সংসর্গ ও বাসাদি ওচৌর্য্যে মতি কদাচ কর্ত্তব্যনহে।

ইহার উদাহরণ। ব্রহ্মপুত্রনদ তীরে ক্ষেত্রনাথনামক এক রাজা ছিলেন তিনি এক দিবস বিবেচনা করিলেন যে তাঁহার রাজ্যে চোরের অত্যন্ত দৌরাত্ম্য হইয়াছে অতএব চোরদিগকে দমন করা উচিত আর ইহারা কি প্রকারে চুরি করে তাহা দেখিবেন অনন্তরনৃপতি তদ্দর্শনার্থ গ্রামের প্রান্ত ভাগে এক ক্ষুদ্র বনমধ্যে লুকাইয়া রহিলেন এইসময়েঐ স্থানেচারিজন চোর আসিয়া উপস্থিত হইল এবং পরামর্শস্থির

করিয়া ভোজন করিতে আরম্ভ করিল তৎসময়ে রাজা প্রকাশিত হইয়া কহিলেন যে ভাই তোমরা আমাকে কিঞ্চিদুচ্ছিষ্টান্ন দেও তাহাতে চোরেরা কহিল যে তোমাকে অন্ন দিলে আমাদিগের কি উপকার হইবে আর তুইকে তাহা বল রাজা কহিলেন আমি দরিদ্র গ্রামে ভিক্ষা না পাইয়া ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি অতএব তোমরা অন্নপ্রদানে আমার প্রাণ রক্ষা করহ অনন্তর আমি তোমাদিগের দ্রব্যবহন করিব এই কথা শুনিয়া চোরেরা ভূপতিকে কিঞ্চিৎ প্রদান করিল রাজা ঐ অন্ন লইয়া জলে প্রক্ষেপ করিয়া কহিলেন যে ভোজনে প্রাণরক্ষা হইল এমত সময়ে এক শৃগাল শব্দ করিল তাহা এক চোর বুঝিতে পারিয়া অন্য তিনজন সহ বলিল যে শৃগাল কহিতেছে যে চারিজনচোর একজন রাজা স্ব২ কার্য্যসাধনার্থ এইস্থানে আছে ইহাতে তিনজন চোর কহিল যে রাজা যদ্যপি হইবে তবে উচ্ছিষ্ট ভোজন কদাচ করিত না চল কার্য্য সাধন করা শীঘ্র কর্ত্তব্য ইহা বলিয়া পঞ্চজনে তন্নগরস্থ এক ধনির গৃহে যাইল এবং তাহার ধনাগারে সিঁদদিয়া বহুধন গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিতেছিল এমত সময়ে গৃহপতি জানিতে পারিয়া সভৃত্য হইয়া তন্নিরোধার্থ গমন করিল কিন্তু চোরেরা লগুড় দ্বারা তাহার প্রাণনাশ ও সন্ধির অস্ত্রদ্বারা ভৃত্যদিগকে নাশ করিয়া পলাইল পরে রাজা চোরদিগের দ্রব্য বহন পূর্ব্বক তদগৃহে রাখিয়া স্বগৃহে আইলেন পর দিবসায় প্র

ভাত্তে গ্রামরক্ষক দ্বারা উক্ত চারিজন চোরকে আনাই য়া তাহাদিগকে কহিলেন যে তোমরা এই দৌরাত্ম্য কিনিমিত্ত করহ ইহাহইতে নিবৃত্ত হও আর আমাকে চিনিতে পারিয়াছ তাহাতে চোরেরা উত্তর করিল মহা রাজ আমাদিগের চৌর্য্যের প্রতি কারণ দারিদ্র এবং মহারাজকেও চিনিয়াছি শৃগালও কহিয়াছিল যে আপ নি মহারাজ কিন্তু নীতিজ্ঞজন আপনার বুদ্ধ্যনুসারে ক র্ম্ম করিবেক অন্যের বুদ্ধিরূপ কর্দ্দমে মগ্ন হইবে না। অ নন্তর কারণ আত্ম বুদ্ধি শুভকরী হইয়াছে এজন্য আম রা শৃগালের কথা অগ্রাহ্য করিয়াছিলাম এই কথা শুনি য়া নৃপতি তাহাদিগকে পুনর্ব্বার কহিলেন তোমরা এই দুর্ম্মতি ত্যাগ করহ আর দারিদ্র শমতার জন্য তোমা দিগকে এক এক গ্রাম প্রদান করিলাম তাহার অধিপতি হইবে আর এই কুকর্ম্ম কদাচ করিবে না তাহাতে চো রেরা কহিল মহারাজ দরিদ্রতাই কেবল কুকর্ম্মে মতি ও চৌর্য্যাভ্যাস ও শঠতা ও নীচোপাসনা ও কৃপণ সমীপে যাচ্ঞা এই সকলের বীজ হয় যদি দরিদ্রতা দূর হইল তবে কিনিমিত্ত কুকর্ম্ম করিব এই কথা বলিবায় ভূপতি তুষ্ট হইয়া তস্করদিগকে কয়েক খানি গ্রাম প্রদান করিলেন এবং তস্করেরা তাহার অধিপতিত্ব করিতে লাগিল কিন্তু স্বভাব কখনই দুর হয় না। অর্থাৎ উক্ত তস্কর চতুষ্টয় গ্রামা ধিপতি হইয়া ওচৌর্য্য কার্য্যহইতে বিরত হইতে পারিলনা।

প্রত্যহই সকল প্রজার ধন অপহরণ করিত তাহাতে তা বৎ প্রজাই নির্দ্ধন হইল কিয়দ্দিবসানন্তর ঐ রাজা চোরদি গের পরীক্ষার্থ একজনকে প্রেরণ করিলেন সেইব্যক্তি তাহা দিগের পরীক্ষা করিয়া রাজাকে কহিল যে মহারাজ দুর্ব্বল লোকের গুরু ভার বহন ও মন্দাগ্নি পুরুষের গুরু দ্রব্য ভো জন ও কুবুদ্ধির রাজ্যপ্রাপ্তি এই সকল দুঃখজনক ব্যতিরেকে সুখজনক হয় না সেই দুরাত্মারা সকল কুকর্ম্মই করিতেছে আর প্রজাদিগের মান ও ধন সকলই নাশ হইয়াছে অনন্তর রাজা প্রত্যক্ষে দর্শন করিয়া ঐ চোরদিগের ধন সকল প্র জাকে প্রদান করিয়া যথোচিত দণ্ড করিলেন অতএব এম ত চৌর্য্যে কেহ মতি করিবে না যেহেতু তদ্দ্বারা ধন ও মান ও প্রাণ সকলি যাইবে।

হিংসাবিষয়ক বিবরণ।

অপরের ঐশ্বর্য্যাদি দেখিলে মনে যে বিকার জন্মে তাহা র নাম হিংসা ইহা বিষয় ভেদে ও আকার ভেদে নানাবিধা হয় অসৎসংসর্গ ও কুৎসিতাচরণ নির্বুদ্ধিতাকে হিংসোৎপ ত্তির প্রতি কারণ কহিতে হইবে হিংসাযুক্ত ব্যক্তিকে হিংসু বলাযায় হিংসা সর্ব্বথা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বকর্তৃক ত্যাজ্যা হইয়াছে যেহেতু হিংসা দ্বারা পরদ্বেষ ও পরনিন্দা ও প রের অনিষ্ট চেষ্টা হয় এবং তদ্দ্বারা যদ্যপি পরের অনিষ্ট না জন্মে তবে তজ্জন্য ক্ষোভযুক্ত হইতে হয় আর হিংসুব্যক্তি ভাত্মোপকারকের দ্বেষ ও নিরপরাধিকে সাপরাধিজ্ঞান

করে ও আপনি অপরাধী হইলেও লজ্জিত হয় না। ম
হৎ এক আশ্চর্য্য এই হিংসকেরা পরের অনিষ্ট করিতে না
পারিলে সর্ব্বদা আন্তরিক দুঃখানলে দগ্ধ হইতে থাকে
সর্প ও ব্যাঘ্র ও সিংহ প্রভৃতি ও হিংস্র বটে কিন্তু তাহা
রা কোন কারণ হেতু হিংসা করে হিংস্র মনুষ্য কারণ ব্য
তিরেকেও হিংসাধর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় সেই হেতু এই হিংস্র
জগতের শত্রু ও সর্পাদি অপেক্ষা সতত সকলের অতিশয়
ভয়দায়ক জানিবে। হিংসাহেতু মনস্তাপ মনস্তাপ জন্য বু
দ্ধিনাশ বুদ্ধিনাশহেতু প্রাণ বিনাশ হয়। আর এই হিংসাদ্বা
রা ধন ও ভূম্যাদি সকল বিষয়ই বিনাশপায় কারণ তদ্দ্বারা
সকল জন সহ বিরোধ জন্মে তৎপ্রসঙ্গে রাজ সন্নিধানে
উপস্থিত হইলে রাজদণ্ডাদি জন্য সকলার্থ বিনষ্ট হয় আ
রো দেখ এমন সুখ সংভোগার্হ ও জ্ঞানাধার মানুষ শরী
র সংপ্রাপ্ত হইয়াও কেবল এক হিংসা হেতু সকল বঞ্চিত
হইতে হয় বোধ হয় যে হিংসাহইতে কামক্রোধাদি ওকুৎ
সিত নহে কেননা কামাদিযুক্ত জনগণ সজ্জন সঙ্গও সজ্জন
বচন শ্রবণ ও লজ্জা ও ভয় ও অন্য২ কারণ বশতঃ কাম
ক্রোধাদি হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে কিন্তু হিংসাযুক্ত
জন কোনরূপে হিংসা পরিত্যাগ করিতে পারে না
এবং কামাদি কোন কারণহেতু বৃদ্ধি পায় কিন্তু বিনাকা
রণে হিংসা জন্মিয়াথাকে কামাদিযুক্ত জন সকলের শ
ত্রু নহে হিংস্রসকলেরি শত্রু হয় অতএব হে মনুষ্যগণ তো

মরা হিংসা পরিত্যাগ করহ হিংসাকে শরীরে কদাচ স্থান প্রদান করিওনা আরো দেখ হিংসককে কেহ বিশ্বাস করে না এবং ঈর্ষাকে কেহ২ হিংসা কহে কিন্তু তাহা নহে হিংসা ও ঈর্ষায় কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্যআছে তাহা হিংসা ও ঈর্ষার ও লক্ষণ ও স্থলদর্শনে বিবেচনা করিবে।

ইহার উদাহরণ। দ্রাবিড় প্রদেশে প্রিয়ম্বদ নামা এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন তাঁহার বাসস্থলীর সন্নিধানে এক নাপিত থাকিত কিয়দ্দিবসান্তর ঐ নাপিতের এক পুত্র জন্মিল কিন্তু ঐ নাপিত পাড়োপলক্ষে স্ত্রীসহ যমালয়ে প্রস্থান করিল। অনন্তর প্রিয়ম্বদ ঐ নাপিত তনয়কে অত্যন্ত কাতর দেখিয়া স্বীয় ভবনে আনিলেন এবং অতিস্নেহে প্রতিপালন করিয়া বিদ্যাভ্যাস দ্বারা নিপুণ তম করিলেন পশ্চাৎ তন্নগরাধিপতি সমীপে মন্ত্রিত্বরূপে নিযুক্ত করিয়া দিলেন হায় কি অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির আশ্চর্য্য ধর্ম্ম ঐ খল স্বভাব ব্রাহ্মণ প্রতি পালিত নাপিত পুত্র রাজসন্নিধানে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়া ঐ ব্রাহ্মণের প্রতি দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল তাহাতে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া অন্যচিত্ত ছিলেন এমত সময়ে ঐ ব্রাহ্মণের বন্ধু আসিয়া মিত্রকে দুঃখিত ও অন্য চিত্ত দর্শন করিয়া কহিলেন যে মিত্র তুমি কিনিমিত্ত এতদুঃখিত হইয়াছ ইহাতে ব্রাহ্মণ উক্ত নাপিত তনয়ের বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইলেন। পরে তদ্বন্ধু কহিলেন ইহার এক উপায় আছে অর্থাৎ দুর্জ্জনেরা প্রত্যপকার ব্যতি

রেকে শান্তস্বভাব হয় না অতএব তাহাই তুমি করহ তা হাতে ব্রাহ্মণ কহিলেন ঐব্যক্তি রাজার প্রিয় ইহার অপকার করিলে আমার প্রতি অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিবেক তন্মিত্র বলিলেন যে মিত্র দুর্জনের প্রতি আঘাত করিলে দৌর্জ্জন্য শমতাপায় ইহা বিজ্ঞরা কহিয়াছেন অতএব এই উপায় করিলে ঐ ব্যক্তি তোমাকে স্তব করিবেক ও কোন অনিষ্টে প্রবৃত্ত হইবে না অতএব তুমি রাজার নিকটে জানাও লোক বল নাই যে তদ্দ্বারা অপকার করিবে রাজাও এতদ্বিষয়ে অবশ্য পক্ষপাত রহিত হইয়া বিচার করিবেন কারণ তুমি যথার্থবাদী ইহা ও শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে রাজার সেনাই বল এবং কুবুদ্ধির কুক্রিয়াই বল ও দরিদ্রের সাধুই বল আর সাধুর যথার্থই বল অতএব যথার্থ নিবেদন করিলে তাহার হিংসার শমতা অবশ্যই হইবে। অনন্তর ঐ ব্রাহ্মণ মিত্র সহ রাজ সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক ঐ নাপিত তনয়ের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত ও তৎকালীনের বৃত্তান্ত জানাইলেন রাজা পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জানিতেন এবং তৎকালীনের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া নাপিত তনয়কে হিংস্রুরূপে জানিয়া তাহার সমস্ত ধন ঐ ব্রাহ্মণকে দিলেন এবং ঐ হিংসকের মস্তক মুণ্ডনপূর্ব্বক রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিলেন। হে মনাব বর্গ তোমরা কদাচ হিংসাধর্ম্মে রত হইবেনা কেননা হিংস্র হইলে উক্ত নাপিত পুত্রের অবস্থাতুল্য অবস্থা ভোগ

করিতে হইবে এবং হিংসকের সহিত সদা আলাপ ও বাস ইত্যাদি সংসর্গ পরিত্যাগ করিবে ।।

ঈর্ষা বিষয়ক

পরগুণের যে অসহিষ্ণুতা অর্থাৎ অন্য ব্যক্তির উত্তমতা দর্শন ও শ্রবণ করণে যে কাতরতা তাহার নাম ঈর্ষা ঈর্ষোৎপত্তির প্রতি কারণ অজ্ঞতা অতএব পারদর্শি বিজ্ঞ কর্ত্তৃক নিন্দনীয়া কিন্তু অল্প বুদ্ধি কর্ত্তৃক প্রশংসিতা এই ঈর্ষা বিষয় ভেদে নানাবিধা। তাহার মধ্যে প্রথমা পরিচ্ছদ বিষয়িকা দ্বিতীয়া ঐশ্বর্য্য বিষয়িকা তৃতীয়া পতি বিষয়িকা চতুর্থী শিল্প বিষয়িকা পঞ্চমী শাস্ত্র বিষয়িকা ষষ্ঠী জ্ঞান বিষয়িকা প্রথম ঈর্ষা দ্বারা অন্যের পরিচ্ছদ সংদর্শনে তদনুরূপ বেশ করণার্থ কিঞ্চিদ বিষয় চেষ্টা হয় তাহাতে কিছু বুদ্ধির প্রাখর্য্য হয়। দ্বিতীয়া দ্বারা অন্যের সদৃশ ঐশ্বর্য্য করণার্থ বিজ্ঞ ও রাজ সন্নিধানে গমনাগমন প্রযুক্ত সুনীতি ও বুদ্ধির উত্তমতা জন্মে। তৃতীয়া দ্বারা পতির প্রিয়তমা হইবার নিমিত্ত সপত্নী অপেক্ষা পতির প্রতি শ্রদ্ধা ও পতি সেবা ও তদীয় প্রীতিজনক কার্য্য করিতে হয় তাহাতে সেই স্ত্রীর অধিক সুখ জন্মিতে পারে চতুর্থী দ্বারা অন্যের শিল্প সংদর্শনে তৎকরণার্থ মনুষ্যদিগের শিল্প বিদ্যা হয়। পঞ্চমী দ্বারা অন্যের পাণ্ডিত্য দেখিয়া তাহার পরাভবার্থ শাস্ত্র বিদ্যার পরিপক্বতা হইতে থাকে। ষষ্ঠী দ্বারা পরম জ্ঞানিকে দর্শন করিয়া তদপেক্ষা অধিক

জ্ঞানোপার্জনার্থ আকিঞ্চন দেখাযায় কিন্তু সেই ঈর্ষা জ্ঞানিদিগের নিন্দনীয়া কারণ তাঁহারা যে পরম বস্তু পাই য়াছেন তদপেক্ষা কি অধিক আছে যে তাহার আকাঙ্ক্ষা করিবেন সুতরাং ঈর্ষা তাঁহারদিগের নিকটে তুচ্ছীভূতা জানিবে অতএব তোমরা সতত ঈর্ষা পূর্ব্বক শিল্প ও শাস্ত্রাদি আলোচনা করহ যে তদদ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া রাজ সন্নিধানে ও বিজ্ঞসমীপে মান্যতা ও পরম সুখ পাইবে।

ক্রোধ বিষয়ক।

নয়ন লৌহিত্যাদিরহেতু যে বিলক্ষণ চিত্ত বিকার তাহার নাম ক্রোধ ক্রোধোৎপত্তির প্রতিকারণ কেবল মোহ অত এব ক্রোধ রিপু বিশেষ জগৎ কর্ত্তা ইহাকে সৃজন করিয়াছেন সতত সমস্ত জন কর্ত্তৃক দুর্জ্জেয় দুর্দান্ত অত্যন্ত প্রবল মনের উপর থাকে কেহ২ বলেন যে স্বভাব সিদ্ধ সংস্কার দ্বারা ক্রোধের উৎপত্তি হয় যাহা হউক সকল প্রকারে সর্ব্ব কর্ত্তৃ কদুর্জ্জেয় বটে কিন্তু ইহার বৃদ্ধির প্রতি কারণ কাম ও কুসংসর্গ ও কুকর্ম্মাচরণ প্রভৃতি কেহ২ ক্রোধকে প্রশংসা করেন আরো বলেন যে ক্রোধকে জগৎকর্ত্তা মনোমধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন অতএব ক্রোধের প্রবল পৃথা পরিবর্ত্ত করণে সকলেই অসমর্থ তবে যাহারা এতদ্বিষয়ে চেষ্টা করেন সে উচ্চ বৃক্ষের ফলপাইবার নিমিত্ত যেমত বামন ঊর্দ্ধবাহু করে তাহার ন্যায় জানিবে। আরো তাঁহারা বলেন যে দাম্ভিক ও দুর্বুদ্ধি ও দুর্জ্জন ও দুরাত্মা দুষ্টদিগের

দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ ক্রোধরূপ সুতীক্ষাস্ত্র হইয়াছে অতএব তদ্দ্বারা শত্রু সকলকে বশীভূত করিয়া পৃথিবী মণ্ডলে সুস্থে সুখভোগ করেন এবং ক্রোধ সুখজনক ও ঐশ্বর্য্যপ্রদ ইত্যাদি বলিয়া থাকেন কিন্তু এই বাক্যের প্রতি অল্পবুদ্ধি তাই কারণ জানিবে যেহেতু ক্রোধরিপুকে শাস্ত্রে ও লোকে সর্ব্বদা নিন্দা করেন নিন্দার প্রতিকারণ ক্রোধদ্বারা মিত্র মনুষ্য ও শত্রু হয়েন শত্রু সহ কি প্রকার হয় তাহা কি কহিব এবং বুদ্ধি ভ্রংস হয় তাহাতে বিপরীতাচরণই হইতে পারে আর যেজন অতি অসাধ্য রিপু কোধকে জয়করিতে পারে আর সেই ব্যক্তি কি অতিক্ষুদ্র বৈষয়িক শত্রুকে জয় করিবার আশ্চর্য্য কি বরং ক্রোধবিহীন জনের জ্ঞান রূপ অসি ও দয়াপ্রভৃতি সৈন্যস দর্শনে তুচ্ছ বৈষয়িক শত্রুগণ পলায়নকরে আর কেহ২ তাহার বশীভূত হয় শাস্ত্রে ও কথিত আছে ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণকে জয়করণে শক্ত যে জন তাহার বশীভূত সকল জনই হয় আর দয়া ও দান ও মান ও বিজ্ঞান ও বিদ্যা এইসকল তাঁহার নিকটে সর্ব্বদা বসতি করেন। অতএব ক্রোধরিপুকে বহুযত্ন পূর্ব্বক পরিত্যাগ করা উচিত তাহাতে সর্ব্বদা স্বচ্ছন্দে সুখভোগী ও সকলপূজ্য ও মান্য ও সকলেরমিত্র আর সকলদোষ পরীহার করতঃ পরমজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন এবং শাস্ত্রে বর্ণিতআছে লোকেও দৃষ্ট হইতেছে যে ক্রোধ দ্বারা পরের অনিষ্ট কথঞ্চিৎ হয় ও কিন্তু ক্রোধিজনের

সকল কার্য্য ধ্বংস হয় দেখ দুর্লভ মানব দেহ পাইয়া জল প্রবেশ ও রজ্জু বন্ধন দ্বারা ক্রোধী প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছে অতএব তোমরা এমত দুর্জয় ও দুর্দান্ত ক্রোধরিপুকে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বযত্নে সর্ব্বদা বশীভূত করণার্থ চেষ্টা করহ এই রিপু প্রবল থাকিলে ধন ও মান ও বিজ্ঞান ও জ্ঞান ও প্রাণ সকলি নষ্ট হইতে পারে এবং অতিহৃদ্য পুত্র ও স্ত্রী এবং মিত্র ইহার রিপু হয় যেমত কীটকর্ত্তৃক ধৃত যে আর্শলা কীট কুমারিয়া কীটের রূপ সতত চিন্তন হেতু তদ্রূপকে পায়েন তাহার ন্যায় ।।

ইহার উদাহরণ। পার্শিদেশস্থ বরনায়ক নামা এক জন ধনী ছিলেন তিনি নিরন্তর ক্রোধের বশীভূততাপ্রযুক্ত রাগান্ধ হইয়া স্ত্রী পুত্র বন্ধু মিত্র দাস প্রভৃতি সকল জনেরি প্রতি সর্ব্বদা ক্রোধপ্রকাশ করেন এবং ইহারদিগের প্রতি দণ্ডপ্রহারাদি করেন আর প্রতিবাসিগণসহ সতত বৈরিতা তন্নিমিত্ত সর্ব্বদা কলহ হয় তাহাতে ঐ ক্রোধির বহুক্লেশ ও অপমান জন্মে তথাপি ক্রোধকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন না অতন্তর তৎপুত্র প্রভৃতি তাহার সকল ধন সংগোপন করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিল তাহাতে ঐ ক্রোধী পুত্র ভৃত্য প্রভৃতির অন্বেষণ পূর্ব্বক তাহারদিগের প্রাণ বিনাশ করিয়া স্বীয় ভবনে আগমন করত তন্নগরস্থ লোকদিগের প্রতি পীড়া প্রদানার্থ প্রবৃত্ত হইলে নগরবাসিগণ ঐ ক্রোধিকে বহু প্রহার করিলেন এবং ঐ

ক্রোধির পাণ্ডিত্য প্রযুক্ত রাজসন্নিধানে মাসিক নিবন্ধ যে অর্থ প্রাপ্তি হইত তাহাও রাজা রহিত করিলেন ও লোকে সতত অপমান করণে প্রবৃত্ত হইলে তন্মিত্র জীবন নামক বৈশ্য তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বিবেচনা করিলেন ই হার ক্রোধ শমতা হয় এমত কোন উপায় দেখিনা তবে শা স্ত্রেকহিয়াছেন যে দুষ্টওদুর্জন ওদুরাত্মা ও অত্যন্ত ক্রোধযুক্ত জনগণের দমন কারক দুর্দান্তই হয় অতএব আমি ঐ মিত্র প্রতি অতি রাগান্বিত ন্যায় হইয়া ইহার ক্রোধের শমতা করি এই পরামর্শ মানসে নিশ্চয় করত মিত্রসমীপে অতি শয়ক্রোধ ও দৌর্জ্জন্য প্রকাশ করিলেন তাহাতে ঐ ক্রোধী ভয়পূর্ব্বক জীবনকে জীবন হইতে অধিক বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন পরে জীবন স্বীয়মিত্রের প্রতি কহি লেন যে দেখ তোমার ক্রোধস্বভাব হেতু সকলই নিন্দা ও অপমান করে এবং যাহার পর প্রিয় নাই স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি তাহারদিগের প্রাণবিনাশ করিলে আর ধনক্ষয় ও বৃত্তি লোপ ও সকলজনসহ বৈরিতা হইয়াছে এবং আত্মনাশ সম্ভাবনা অতএব ক্রোধের পর আর রিপুনাই এমত রিপুকে তুমি হৃদয়মধ্যে অতিহৃদ্যস্থানে স্থানদান করিয়াছ কিন্তু উচিত হয় যে ঐ রিপুকে জয়কর তাহাতে পরমসুখী ও সকল পূজ্য হইবে অপর স্ত্রী ও পুত্র ও রাজসম্মান ও বৃত্তি ও ধন ও জ্ঞান হইতে পারিবেক কিন্তু যদ্যপি তুমি ইহা না কর তবে তোমাকে বন্ধনপূর্ব্বক নদীতে নিক্ষেপ

করিব ইহা বলিয়া জীবন স্বীয় মিত্রের বন্ধনার্থ উদ্যত হইলে বরনায়ক ভীতিপুরঃসর তাহাই স্বীকার করিলেন কিন্তু অন্তরে ক্রোধের বৃদ্ধিহয় মিত্রভয়ে বাহ্যে উদয়পায় না এবং জীবন মিত্রের উপকার করণ নিমিত্ত পঞ্চবর্ষ সতত মিত্র সমীপে বাস করত মিত্রকে জীবন ক্রোধ প্রভৃতি রিপুর খর্ব্বতা পাওয়াইলেন। পরে ঐ মিত্র স্বীয়গুণে সকল মান্য ও পূজ্য ও প্রতিবাসি হৃদ্য ও রাজসভা ও বৃত্তি প্রাপ্ত ও সমাধিনিষ্ঠ হইলে জীবন স্বভবনে গমন করিলেন। অতএব সকলের প্রতি কহিতেছি তোমরা এমত অতি দুর্দ্দান্ত ক্রোধের শান্তিপূর্ব্বক সকলসুখ সংভোগ ও সর্ব্ব সহ মৈত্র ও শমনভয় নিবারণ ও বোধ সংগ্রহ করহ।

প্রতি হিংসা বিষয়ক।

আঘাতকারী মনুষ্যের প্রতি যে আঘাত করা তাহার নাম প্রতি হিংসা এই প্রতি হিংসা হওনের প্রতি কারণ ক্রোধ ও অহংকার ও বুদ্ধির অল্পতা প্রতিহিংসাদ্বারা মহত্ত্বের হানি ও নীচত্ব ও অপমান ও চির ক্লেশ ও মনস্তাপ হয়। প্রত্যাঘাত কারি জনের নাম প্রতি হিংসক কোন২ শাস্ত্রেও বহুলোক কর্ত্তৃক কথিত আছে যে আঘাতকের প্রতি আঘাত করা কর্ত্তব্য ইহা যুক্তি যুক্ত বটে কেননা মহৎ কিংবা নীচ অথবা সদৃশই হউক প্রায় সকল লোকই আত্মাভিমানী ও অসহিষ্ণু এই হেতু যদি কেহ কোন জনের প্রতি কোন কারণবশত আঘাত করে তবে

আঘাতি জনের অপমান জ্ঞান ও শারীরিক ক্লেশ হয় এবং তদাত্মীয়গণ অভিমান জনক বচন প্রয়োগদ্বারা সেই ব্যক্তির অভিমানকে বর্দ্ধিত করান সেই অভিমানে ক্রোধোৎপত্তি হয় ক্রোধের বশীভূত হইলে কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্য বিবেচনা থাকে না বিবেচনা শূন্য হইলে সকল মন্দকর্ম্ম করিতে পারে কিন্তু মনুষ্যদিগের উচিত প্রথমত আঘাতের কারণানেষণ করা অনন্তর প্রত্যাঘাত করণ এই প্রকার আচরণদ্বারা প্রত্যাঘাতক রাজসমীপে ও জনগণ সমীপে দোষী হয়েন না আর আঘাতহইতে শারীরিক ক্লেশ ও প্রাণ নাশ সম্ভাবনা প্রত্যাঘাতদ্বারা তাহার নিবৃত্তি হয় ইহা কোন২ জন সমীপে প্রশংসার্থ ও বটে কিন্তু সাধুগণ কর্ত্তৃক নিন্দনীয় জানিবে তবে যে লোকে শরীর রক্ষণার্থ যত্ন অবশ্যই কর্ত্তব্য কহিয়া থাকেন এবং শাস্ত্রে উক্ত আছে যে আপন্নিবারণের নিমিত্ত ধনের সঞ্চয় করা উচিত সেই ধন দ্বারা শরীর রক্ষা করিবে শরীর রক্ষা পাইলে নানা সুখ জন্মে আরো দেখ মান ও শরীর রক্ষার্থ লোক সকল অতিশয় পরিশ্রম করিতেছেন অপর বিরোধ ও প্রাণ নাশের সম্ভাবনা প্রত্যাঘাত করিলে তাহা নির্ম্মূল হয় ও আত্মীয়গণ সমীপে মান্যতা থাকে এই সকল কারণ কেবল অভিমানিজনগণের পক্ষে উত্তম কিন্তু যে আঘাতি ব্যক্তি প্রত্যাঘাত করণে সদা নিবৃত্ত থাকেন তদপেক্ষা প্রত্যাঘাতকারী জন নিন্দিত হয় ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে

হেতু প্রত্যাঘাতকের অতি প্রবল ক্রোধরূপ রিপু বশীভূত হওয়া এবং উত্তরোত্তর বিরোধের প্রাবল্য কারকতা আছে কিন্তু প্রত্যাঘাত রহিতের ইহা নাই বরং তাঁহার আঘাতক রূপ শত্রুগণ লজ্জাপ্রযুক্ত বশীভূত হয় আর দুর্জ্জেয় দুর্দান্ত দুর্ব্বুদ্ধি প্রদায়ক ক্রোধকেও জয়পূর্ব্বক প্রত্যাঘাত রহিত জন বিরোধ শূন্যে স্বচ্ছন্দে চিরকাল সুখভোগ করেন এবং যেজন উক্তরূপ ক্রোধ রিপুকে জয় করিতে সমর্থ হয়েন তৎসমীপে আঘাতক প্রভৃতি অতি তুচ্ছ রিপু কি কদাচ দীপ্তি পাইতে পারে কিম্বা তাঁহার কোন অনিষ্টকরণে সম র্থ হয় কেবল সেই আঘাতকের নিন্দা হয় যেমত বায়ু অ তিশয় বেগযুক্ত হইয়া বৃক্ষ ও গৃহইত্যাদি নষ্ট করিতে পা রে কিন্তু চন্দ্র ও সূর্য্য ও গ্রহ প্রভৃতির অনিষ্টকরণ দূরে থা কুক আন্দোলন করিতে ও সমর্থ হয়েন না সেই প্রকার প্র ত্যাঘাত বিবর্জ্জিত বিজ্ঞদিগকে আঘাতক টলাইতেও পা রেন না অপর ঐ সাধুসংদর্শনে আঘাতক ভীত হইয়া গোপনীয় পাথে গমন করেন। এবং যদি কেহ বলেন যে অতি অসহ্য শারীরিক ক্লেশ ওঅপমান ওআত্মীয় সমীপে তুচ্ছতা এই সকল সহ্য করিলে তজ্জন্য মানস পীড়া চিরকা ল পাইতে হয় আর প্রত্যাঘাত করিলে মান্যতা ওআত্মীয় গণ নিকটে প্রশংসা ও আঘাতক দমন ওচিরকাল বিরোধ শূন্যতা পায় সে কেবল ভ্রান্তিদিগের ভ্রান্তি মাত্রে, মতি ভ্রম জানিবে যেহেতু সর্ব্বদা লোকে দৃষ্ট হইতেছেপ্র ত্যাঘাত

করিলে উত্তরোত্তর বিরোধ বিবর্দ্ধিত হয় তাহাতে লোকে উপহাস করেন এবং চিরকাল অসুখজন্মে বরং প্রাণ বিনাশ হইতে পারে। আর ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণকে জয় করিতে সমর্থ যে জন তাহার সুখ ও মান্যতা লোকে কি কহিবে শাস্ত্রে কথিত আছে যদি বল প্রাণরক্ষার্থ ও যুদ্ধ স্থলে প্রত্যাঘাত শাস্ত্রে কহিয়াছেন সে সত্য বটে কিন্তু অশক্ত জনদিগের বুঝিবার ভ্রান্তি কারণ সেই শাস্ত্রেই বলিয়াছেন নিন্দনীয় ও শত্রু বর্দ্ধক বহুক্লেশ দায়ক ও অনিত্য বিজয় প্রদায়ক যুদ্ধে কদাচ কেহ প্রবৃত্ত হইবে না বরং আঘাতে প্রবৃত্ত যেজন তৎসহ মিলন কর্ত্তব্য তন্নিমিত্ত শাম ও দান ও দণ্ড এবং ভেদ এই চারি উপায় কহিয়াছেন অতএব তোমরা বিবেচনা করিবে যে প্রত্যাঘাতে প্রবৃত্ত না হওয়াই উত্তম যেহেতু প্রত্যাঘাত রহিত জনের সতত সর্ব্বত্র সুখ ও মান্যতা হয়॥

ইহার উদাহরণ। শাকদ্বীপ নিবাসি শঙ্করসিংহ নামক এক রাজা অতি মান্য ও ধনাঢ্য ছিলেন কিয়দ্দিবস রাজ্য ভোগানন্তর তচ্ছত্রু কঙ্কসিংহ নামক এক সৈন্যাধিপতি তৎসহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে ঐ ভূপতি প্রত্যাঘাতে অনুমতি করিলেন কিন্তু বহুকাল পরস্পর বৈরিতাপ্রযুক্ত উভয়েরি সতত ক্লেশ হইতে লাগিল অনন্তর ঐ ভূপতি পঞ্চত্ব পাইলে তৎসুত অতিসাধু ও ক্রোধ প্রভৃতি রিপুকে

জয় করিয়াছেন তিনি রাজা হইলেন তাহাতে তদ্রাজ্যা ন্তর্গত প্রজাগণ পরম প্রীত ও পরম সুখী হইয়া কাল যাপন করেন ইতি মধ্যে তৎপিতৃশত্রু কঙ্কু যুদ্ধার্থে আ গমন করিলে ঐ রাজকুমার অত্যন্ত সমাদর ও তদযোগ্য দ্রব্য দান ও আসনাদি প্রদান করত তাহাকে ভীত ও লজ্জিত করিলেন এবং ঐ রাজকুমার অতি দুর্জ্জেয় দুর্দান্ত যে ক্রোধ প্রভৃতি রিপু তাহারদিগকে বশীভূত করিয়াছেন ইহা সংদর্শনে আপনাতে তুচ্ছতা জ্ঞান হইয়া সেই স্থানহ ইতে স্বীয় স্থানে প্রস্থান করিলেন তাহাতে ঐ রাজকুমারকে সকল লোকে বড় সম্মান আদর এবং প্রশংসা করিতে লাগিল এবং রিপুগণ সতত বশীভূত থাকাতে পরম সুখে রাজকুমার রাজ্যভোগে স্থির রহিলেন।

• প্রত্যাঘাতের উদাহরণ। মহারাজাধিরাজ দশরথ ত নয় শ্রীরামচন্দ্র স্বীয় পুত্র দ্বয়ের প্রতি প্রত্যাঘাতানুমতি প্রদান করাতে স্বীয় ভ্রাতৃবর্গ সহ স্বয়ং শারীরিক যে ক্লেশ পাইয়াছিলেন রামায়ণে তাহার বর্ণনা আছে এবং মহারাজ যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন প্রভৃতির সহিত ঘাত প্রত্যা ঘাত দ্বারা যে২ ক্লেশ পাইয়াছেন তাহা মহাভারতে অন্বেষণ করিলে জানিতে পারিবে তথাপি কিঞ্চিৎ বলি দেখ অ তি আত্মীয় গুরু ও পিতামহ প্রভৃতির বধজন্য দুঃখ ও স্বীয় পুত্রগণ অভিমন্যু আদির মরণ জন্য শোক প্রাপ্ত

হইয়াছিলেন। আর অন্য২ অনেক জনেরি এই প্রকার হইয়াছে। অতএব বরং আঘাত সহ্যকরা ভাল তথাপি প্রত্যাঘাত কর্ত্তব্য নহে।

নির্দয়তা বিষয়ক।

দয়াহীন যে জন তাঁহাকে নির্দয় বলা যায় নির্দয়তার প্রতি কারণ অহঙ্কার ও ক্রোধ ও কার্পণ্য প্রভৃতি নির্দয়তা দ্বারা মনুষ্যদিগেয় স্বভাবের বৈপরীত্য হয় এবং নির্দয় ব্যক্তি দয়াশূন্যতাহেতু মনুষ্যদিগের বহু২ অনিষ্টাচরণ করে আর নির্দয়তা সকল রিপু ও সকল নি নীয় অপেক্ষা অতিশয় কুৎসিতা যেহেতু অন্য২ রিপুগণে শান্তির উপায় বহু২ আছে কিন্তু নির্দয়তা শান্তির অত্যল্প উপায় এবং ক্রোধান্বিত প্রভৃতি ব্যক্তি স্তত্যাদি দ্বারা বশীভূত হয় কিন্তু নির্দয় পরুষ স্তুতি প্রণতি কিছুতেই শাম্য হয় না। নির্দয়তা শান্তির উপায় কেবল নির্দয় পুরুষ প্রতি বল ও শৌয্য প্রকাশ জানিবে এবং নির্দয় পুরুষসহ সংসর্গ করিলে নির্দয়ত্ব ও অমান্যত্ব ও হেয়তা প্রাপ্তি হয়। আর নির্দয় পুরুষের সম নিষ্ঠুরবাক্য দ্বারা সকল লোকেই আত্যন্তিক পীড়া পায় বরং ইহাও দৃষ্ট হইতেছে মনুষ্যবরং শূল শেল শর প্রভৃতির আঘাত সহ্য করিতেছেন কিন্তু কটু নিষ্ঠুরবাক্য কদাচ সহিতে পারেন না এবং দয়াহীনব্যক্তি সকলের অপ্রিয় হয় আর নির্দয় কামুক ক্রোধী কদর্য্য কদাচারী মুর্খ খল এই

সকলকে শাস্ত্রে কাপুরুষমধ্যে গণনা করিয়াছেন এবং যেমত বজ্র চূর্ণ হয় তথাপি দ্রবীভূত হয় না সেইরূপ নির্দয় পুরুষদিগের হৃদয় কদাচ আর্দ্র হয় না। আর নির্দয় ব্যক্তিকে ব্যাধের সমান ও বলা যায় যেমত পশু ও পক্ষিবধ সময়ে ঐ পশুপক্ষিগণ বহু চীৎকারধ্বনি করিলেও তাহাদিগের প্রতি ব্যাধের করুণা হয় না তাহার ন্যায় কাতর মনুষ্যপ্রতি নির্দয় জনের করুণা হয় না।

ইহার উদাহরণ। শান্ত সুধীর মুনিগণ মান্য মহর্ষি সুমন্তনামা একমুনি ছিলেন তৎপত্নী সুশীলা ছিলেন সকল কার্য্য দক্ষা ততপত্নী দীক্ষার মৃত্যু হইলে ঐ মুনি অনপত্যতা প্রযুক্ত কর্কশানাম্নী এক দ্বিজ কন্যাকে পরিণয়ন করিলেন কিন্তু ঐ কর্কশা অতি কর্কশ ভাষিণী ও দয়াবিহীনা এই হেতু ঐ মুনির সদা অসুখ হয় এবং তদাশ্রম সমীপস্থ মুনি ও মুনিপত্নী ও মুনি বালক ও মুনি কন্যা সকলের কর্কশার কলহ দ্বারা সর্ব্বদা শারীরিক অতিশয় ক্লেশ হয় আর ঐ কর্কশা সকলজনেরি অপ্রিয়া তাহাতে আপনিও বহুতর ক্লেশ পায়েন। আরো সর্ব্বদা সকলের পরিহাস ও ব্যঙ্গ হেতু কর্কশা অতিশয় ক্ষুন্না হয়েন তথাপি নির্দয়তা ও কর্কশভাষণ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। কিয়দ্দিবসানন্তর ঐ কর্কশার সপত্নীসুতা সুশীলাশীলার বিবাহ সময়ে কর্কশাকে সুমন্ত কহিলেন যে জামাতা কৌণ্ডিন্যকে যৌতুকার্থ কিঞ্চিদর্থ প্রদান করহ এই বাক্য কর্ক

শা শ্রবণ করিয়া সমস্ত ভূষণ ও ধন সংগোপন পূর্ব্বক ক্রোধ ও নির্দ্দয়তা প্রকাশ করিলে প্রতিবাসিগণ কর্কশাকে নিন্দা করিতে লাগিল। অনন্তর ক্রমে২ সকল লোকের প্রতিই কর্কশার নির্দ্দয়তা প্রকাশ হওয়াতে ঐ কর্কশার প্রতি এবং তৎসংসর্গহেতু তৎপতির প্রতিও প্রতিবাসিগণ বিরক্ত হইলে তৎপতি ঐ কর্কশার প্রতি তাচ্ছল্য করিলেন সেইহেতু কর্কশার উত্তরোত্তর বহুতর দুঃখ ভোগ হইতে লাগিল কিন্তু তাঁহার পতি পূর্ব্বের ন্যায় সকলের মান্য হইলেন। অতএব হে মনুষ্যগণ তোমরা অত্যন্ত কুৎসিতা যে নির্দ্দয়তা তাহাকে পরিত্যাগ করহ।

দয়া বিষয়ক।

অন্যদিগের দুঃখ শান্তিকরণার্থ যে ইচ্ছা তাহার নাম দয়া দয়ার প্রতি কার্য্য সৎসংসর্গ ও সদাচার প্রবৃত্তি দয়ারদ্বারা ধন ও মান ও সুখ ও সকল সহ মৈত্র ও বিজ্ঞান ও জ্ঞান ইত্যাদি হয় এবং বসন্তকালে যেমত পুষ্পদ্বারা বন ও উপবন শোভাপায় ও তদ্দর্শনে সকলের আহ্লাদ জন্মে তাহার ন্যায় দয়াদ্বারা মনুষ্যরা অতিশয় শোভান্বিত ও সকলের আহ্লাদজনক হয়েন। এবং আত্মীয় কিংবা অনাত্মীয় জন যদি পীড়াযুক্ত হয় দয়ালু তাহা জানিলে তাঁহার চিত্ত পুষ্প সম হইয়া স্নেহ স্বরূপ তুষার তাহা হইতে ক্ষরিত হয় যেমত তুষার কালে নিশাবশানে পুষ্প বৃন্দহইতে তুহিন বিন্দু সমূহ ক্ষরণ হয় তাহার ন্যায় তা

নিবে কিন্তু সেই স্নেহরূপ তুষারদ্বারা আতুরতা হয় অপর যেমত পক্ষি সমূহ স্বপক্ষদ্বারা স্বীয় শাবক সকলকে রক্ষা করে সেই প্রকার দয়ালুগণ দয়ারদ্বারা দীন ও ক্ষীণ সহায় হীন দিগকে রক্ষা করেন এবং দয়াযুক্ত জনের কোন জন সহ শত্রুতা থাকেনা যেহেতু সদয় সমীপে শত্রুর সমাগম হইলে দয়ালুর দয়ারূপ ঘন হইতে স্নেহরূপ জল পতিত হয় তদদ্বারা রিপুর রাগরূপ পাবক নির্ব্বাণ হয় আর তদীয় মুখ পঙ্কজ বিনির্গত মকরন্দ পানে উৎসুকতাহেতু তাঁহার বান্ধববর্গ অবিরত বশীভূত থাকেন। অপর যেমত পৃথিবী বহু শস্যযুক্তা হইলে পৃথিবীস্থ মনুষ্যদিগের আহ্লাদ ও সুখ ও উপকার হয় দয়াযুক্ত জন হইতেও সেই প্রকার আহ্লাদ ও সুখাদি হয় অতএব সকলেরি এই প্রার্থনা যে দয়ালু ব্যক্তি সকল অবনিতে বাস করেন।

ইহার উদাহরণ। মহারাজাধিরাজ অম্বরীষ যৎকালীন বধ করিবার নিমিত্ত পদাতিদ্বারা শুনঃশেফকে আনয়ন করেন সেই সময়ে পথি মধ্যে প্রাণ ভয়ে শুনঃশেফ অতি উচ্চৈঃস্বরে রোদন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন যে আমার পিতা ও মাতা শত্রু এবং রাজা বধকরণার্থ উদ্যত অতএব আমার পরিত্রাতা কেহ নাই এই কথা মহর্ষিবিশ্বামিত্রের কর্ণ বিবরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র দয়ালুত্ব প্রযুক্ত বিশ্বামিত্র অত্যন্ত আর্দ্র চিত্ত হইয়া দেখিলেন যে এক পদাতি ঐ বালককে বদ্ধ করিয়া লইয়া প্রস্থান করিতেছে। অনন্তর বিশ্বামিত্র পদাতি প্রতি অনুমতি করিলেন যে ঐ বাল

ককে এই স্থানে আনয়ন করহ পদাতি এই অনুমতি পাইয়া বিশ্বামিত্র সমীপে শুনশেফ সহ গমন করিলে বিশ্বামিত্র দয়াস্বভাব হেতু স্বীয় পুত্র সমূহ প্রতি কহিলেন যে তোমারদিগের মধ্যে একজন শুনঃশেফের পরিবর্ত্তে অম্বরীষ সমীপে গমন করহ এই বাক্য শ্রবণে ঐ পুত্রগণ বিশ্বামিত্র প্রতি বহুতরাক্ষেপ করিলেন তাহাতে বিশ্বামিত্র সুত সমূহ প্রতি কহিলেন যে দরিদ্র ও আর্ত্ত ও বিপদ প্রাপ্ত প্রভৃতির প্রতি যে জন দয়া করে না তাঁহার জীবনে কি প্রয়োজন আর পরের উপকারার্থ যাহার শরীর হইল না তাহার সেইসূত্রসমান শরীর না থাকাই ভাল এই প্রকার অনেক উপদেশ ও ভৎর্সনা করিয়া বহুতর প্রয়াসদ্বারা বিশ্বামিত্র শুনঃশেফকে পরিত্রাণ করিলেন অনন্তর ঐ মুনিপুত্রেরা দয়াহীনতা হেতু অত্যন্ত পীড়া পাইয়াছিলেন কিন্তু বিশ্বামিত্র দয়াদ্র্ চিত্ত প্রযুক্ত পরম জ্ঞান ও পরম সুখ পাইলেন। অপর মহারাজ যুধিষ্ঠির ও নলরাজা প্রভৃতির দয়াহেতু যে সুখ হইয়াছিল তাহা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে অতএব সকলেরি প্রতি কহিতেছি তোমরা দীন ক্ষীণ সহায়হীন জনগণের প্রতি সর্ব্বদা দয়া করিব ।।

অহংকার বিষয়ক।

অহং এই প্রকারক যে জ্ঞান তাহার নাম অংহকার অহংকারের প্রতিকারণ মূঢ়তা ও কুসংসর্গ প্রভৃতি এই

অহংকারদ্বারা মনুষ্যগণ অপ্রিয় ও নীচ ওবিবেচনা শূন্য এবং নিন্দনীয় হয় হিংসা ও দ্বেষ ও দৌরাত্ম্য ও ক্রোধ এবং প্রতিহিংসা জন্মে আর কৃতঘ্ন ওঅপরিমিত ব্যয়ি স্বেচ্ছাচারি ও লোভ ও অশিষ্ট ও বাচালপ্রভৃতি হয় অতএব অহঙ্কার হইতে প্রবল রিপু আর অন্য নাই। অপর অহঙ্কার দ্বারা আত্মহিতাহিত ওকর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছুই থাকে না এবং মান্য ও বদান্য ওবিজ্ঞমনুষ্যদিগের প্রতি তুচ্ছতা জ্ঞান হয় তদ্দ্বারা অন্যের কিছুই হানি হয় না বরং অন্য দিগের গর্ব্ব খর্ব্বতা পায় তাহাতে তাঁহারদিগের উপকার স্বীকার করিতে হয় কিন্তু যেমত কর্কটকীর গর্ভ বৃদ্ধিতা পাইয়া সেই কর্কটকীকে বিনষ্ট করে তাহার ন্যায় গর্ব্বির গর্ব্ব প্রবল হইয়া তাঁহারি অনিষ্ট করে। অপর আত্মাভিমানি অংহঙ্কানিদিগের অন্তঃকরণে সদা হিংসা উদয় পায় তাহাতে পরের সম্পত্তি ও সুখ সংদর্শন করিলে কেবল অহঙ্কারির সদা অত্যন্ত ক্ষোভ জন্মে। আর অহঙ্কারযুক্ত জনের সকল জনসহ বৈরিতা হেতু অহঙ্কারী প্রায় সকল লোকেরি সুখদহয়েন কারণ গর্ব্বির গর্ব্ব অবশ্য খর্ব্বতা পায় খর্ব্ব হইলে পূর্ব্ব বৈরিবর্গের সুখোদয় হয়। আরো তমো গুণোৎপন্নতা হেতু অহঙ্কার মনুষ্যদিগকে ক্ষুণ্ণ করে। এবং যদি শিষ্ট বিশিষ্ট জ্ঞাননিষ্ঠ জনে অহঙ্কার প্রবিষ্ট হয় তবে তাঁহারো শীলতা প্রভৃতি সকলি নষ্ট করে বরং সে দাম্ভিক ও পরপীড়ক ও বাচাল হয় তন্নিবারণার্থ

মনুজগণের উচিত যে প্রয়াসবাহুল্য করেন। এবং শাস্ত্রে উক্ত আছে যে অহঙ্কারাপেক্ষা প্রবল অন্য রিপু নাই যেহেতু অহঙ্কার কাম ও ক্রোধ প্রভৃতি সকল রিপুকে প্রবৃদ্ধ করে আর গুণিগণের গুণ ধ্বংসপূর্ব্বক জ্ঞান বিরোধি হয়। অপর যেমত নয়ন বিহীন জনগণ দৃষ্ট বস্তুর দর্শন করিতে পারে না তাহার ন্যায় অহংযুক্তরা কিছুই দেখিতে প্যায় না কেবল অহংকারে মত্ত হইয়া মনুষ্যদিগের মন্দকরণেমতি করে। আর অহংকারহেতু শিল্প ও শাস্ত্র বিদ্যা কদাচ জন্মে না যদি বিদ্বান্ হইলে অহঙ্কার হয় তথাপি তাহার বিদ্যা খর্ব্বতা পায় কারণ গর্ব্বী স্বীয় গর্ব্বতাহেতু গুণিগণের গুণকে খর্ব্বতা জন্যে তাচ্ছল্য ও বিদ্বানের উপদেশে উপহাস করেন। এবং অহঙ্কারির অহঙ্কারহেতু সকল লোক সহ বৈরিতা হয় কিন্তু সাধুসঙ্গে শত্রুতাতে কষ্ট পায় যদি দস্যু সহ শত্রুতা হয় তবে প্রাণ বিনাশ হয় অতএব হে মনুষ্যগণ তোমরা অহংকাররূপ রিপু সহ শত্রুকে খর্ব্ব করহ তাহাতে পরম সুখী হইবে।

ইহার উদাহরণ। লঙ্কাধিপতি রাবণ অনেক সৈন্য প্রযুক্ত প্রবল হইয়া অতিশয় অহংকারহেতু রাজ সমূহকে পরাজয় করত বহুতর রাজ্যভোগ করেন কিন্তু এক দিবস কপিরাজ বালি সহ সংগ্রাম করণার্থ কিষ্কিন্দা পুরী গমনপূর্ব্বক অতি কষ্টে বালির নিয়মিত ঘণ্টাবাদ্য করিলে দ্বার রক্ষক রাবণের প্রতি বলিল যে মহারাজ সমুদ্র

শোভা সংদর্শনার্থ গমন করিয়াছেন কিঞ্চিৎকাল স্থির হও রাজার স্বগৃহে সমাগম হইলে সংগ্রাম আরম্ভ হইবে কিন্তু রাবণ অহঙ্কারে মত্তহেতু রক্ষকবাক্য হেলনপূর্ব্বক সমুদ্র তীরে গমন করিয়া দেখিল যে বালিরাজ বিরাজ করত পরমেশ্বর চিন্তনে মগ্ন আছেন। অনন্তর রাবণ সম্বোধন পূর্ব্বক কপিরাজকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলে কপিরাজ তাঁহাকে অযোগ্য বোধ করিয়া মৌনী রহিলেন। অনন্তর রাবণ অহঙ্কারে মত্ত হইয়া বাক্যবাণ দ্বারা বালিকে ব্যঙ্গ করিলে কপিরাজ তৎস্থানে স্বচ্ছন্দে উপবিষ্ট থাকিয়া পাদলগ্ন কণ্টক জ্ঞানে রাবণের গলদেশে লাঙ্গুল বেষ্টন করিয়া সমুদ্রেরজল মধ্যে মগ্ন ও ক্ষণেং তীরে প্রক্ষেপ করত জল দ্বারা রাবণের উদর পরিপূর্ণ ও অহঙ্কারচূর্ণ করিয়া রাবণকে পরিত্যাগ করিলেন অনন্তর রাবণ সলজ্জ হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এবং অন্যং রাজসমীপে রাবণ সমূহ ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন। পরে অহঙ্কারহেতু ঐ রাবণ কি কি কুৎসিতাচরণ না করিয়াছেন। আর ঐ অহঙ্কারহেতু অযোধ্যাধিপতি দশরথ পুত্র শ্রীরামচন্দ্র হইতে পুত্র মিত্র ভ্রাতৃবর্গ সহ রাবণ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। দেখ অহঙ্কার হইতে কেবল দোষই হয় আর গুণ জ্ঞান ও ধন ও মান ও প্রাণ সকলি নষ্টহয় অতএব মন্দকারি দোষদায়ক অহঙ্কার পরিত্যাগ করহ।

উপাসনা বিষয়ক।

মনুষ্যদিগের আরোপিত গুণকথনদ্বারা যে সেবা তাহার নাম উপাসনা উপাসনার প্রতিকারণ লোভ এই উপাসনা দ্বারা উপাসকের প্রিয়ত্ব ও অর্থপ্রাপ্তি হয় কিন্তু উপাসনা অত্যন্ত কুৎসিতা এবং উপাসকও নিন্দনীয় যেহেতু কিঞ্চিদর্থ ও প্রিয়ত্ব প্রাপ্তি নিমিত্ত পরমোপকারক যে জ্ঞান তাহারি অন্বেষণ না করিয়া উপাসক মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা ঘটিতা যে উপাসনা তদদ্বারা মনুষ্যদিগের মহদ নিষ্টাচরণ করেন ইহলোকে ও দৃষ্ট হইতেছে যে উপাসকগণ জনগণ সমীপে সমাগমন পূর্ব্বক প্রথমতঃ কহেন যে মহাশয়ের গমন সংদর্শনে গজগণের গর্ব্ব খর্ব্বতা পাইয়াছে এবং হস্তপদের নখ দেখিয়া চন্দ্র আকাশে পলায়ন করিয়াছেন। আর মহাশয়ের কটি বিলোকন করিয়া কেশরিগণ গিরি গহ্বরে লুক্কায়িত হইয়াছে। এবং চমরীগণ তোমার চুল দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইয়া চামরাভিমান পরিত্যাগ করিয়া নিবিড় কাননে প্রস্থান করিয়া অচরে চরণ করিতেছে আর আপনার যাদৃশী বুদ্ধি ও বিদ্যা তাদৃশী বুদ্ধি ও বিদ্যা মনুষ্যের হয় না ইত্যাদি নানাপ্রকার আরোপিত বাক্যদ্বারা উপাসকেরা কদর্য্য ও কুসংসর্গি ও কুরূপ ও মূর্খ মানবদিগকে মুগ্ধ করে মুগ্ধহইলে অহঙ্কার হয় ও বিদ্যা বুদ্ধি সকলি নাশ পায়। আরো উপাস্যগণের যেং বিষয়ে ইচ্ছাহয় উপাসকেরা তাহারি প্রশংসাকরে এবং তত্র

দ্বিষয়ও উপস্থিত করে তাহাতে উপাস্যের কামক্রোধ প্রভৃতি সকল রিপুর প্রাবল্য ও অর্থনাশ ও মানহানি প্রভৃতি হয় ইহা আশ্চর্য্য নহে কারণ দুষ্পারি হরণীয় অতি দুর্দান্ত কামক্রোধাদি দোষ বর্গকে খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত বহুকাল প্রয়াস পাইলেও ঐ দোষবর্গ খর্ব্বতা পায় না আর দেখ ইন্দ্রিয়গণ এমত দুর্দান্ত যে যদি এক ইন্দ্রিয়ের প্রাবল্য থাকে তবে সেই ব্যক্তির বহুতর কষ্ট ও প্রাণ বিনষ্ট হয়। ইহা শাস্ত্রেও কথিত আছে যে কুরঙ্গ ও মাতঙ্গ ও পতঙ্গ ও ভৃঙ্গ ও মীন প্রভৃতি এক২ ইন্দ্রিয় প্রাবল্য হেতু তদ্দ্বারা বিনাশ পাইতেছে দেখ হরিণের কেবল শ্রবণেন্দ্রিয় প্রাবল্য আছে তাহাতে ব্যাধ বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সুমধুর বংশীরব করিলে মৃগকুল ব্যাকুলচিত্তে তচ্ছ্রবনে মগ্ন হইলে ব্যাধ বাণ বেধে নষ্ট করে আর করিগণ জন্তেচ্ছায় মগ্ন হইয়া বহুতর ক্লেশ পায় অদ্যাপি ইংলণ্ডীয়াধিপতিরা অরণ্যে হস্তিনী রাখিয়া হস্তিকে বন্ধ করিতেছেন এবং কীটসকল আলোক আলোকনে তদুপরি পতিত হইলে পক্ষ শূন্য ও দগ্ধ দেহ হয় আর ভৃঙ্গ লোভহেতু কেতকী পুষ্পে পতিত হইলে পক্ষচ্ছেদ ও নয়ন পীড়া হয় যদি কমল মধ্যে মধু লোভে নিশাযোগে থাকে তবে করিবরের কর পীড়নে ভৃঙ্গের প্রাণ নষ্ট হয়। এবং মৎস্য ঘ্রাণহেতু মাংস ভক্ষণে উদ্যত হইলে বড়িশদ্বারা বিদ্ধ হয় অতএব দেখ এক২ ইন্দ্রিয় প্রবলতাহেতু ইহারা কি ক্লেশ না পায় আর মনুষ্য

দিগের সকল ইন্দ্রিয়েরি প্রাবল্য তাহাতে যে কত ক্লেশ তাহা কি কহিব আর যদি উপাসকরে বশীভূত হয় তবে সকল দোষই তাহার দেহে দীপ্তি পায় এবং দোষরাজি বিরাজিত হইলে মনুষ্যরা দুঃখসাগরে সতত মজ্জন করেন। আর বিদ্যা বিষয়ে যে ব্যক্তির বিবিধ প্রকার চেষ্টা থাকে উপাসক উপাসনাহেতু তাহারো বুদ্ধিকে বিপথ গামিনী করাইয়া চেষ্টানিবৃত্তি করে এবং যে জনের চেষ্টা নাই তাহার নিকটে বিদ্যা প্রসঙ্গও হয় না। অপর উপাস্যগণ উপাসকের বশীভূত সতত হয়েন আর উপাসক যে বর্ত্মে প্রবৃত্ত করান সেই বর্ত্মই উপাস্যদিগের উত্তম বোধ হয় সেই হেতু সুপথকে কুপথ বোধে পরিত্যাগ করেন আর আত্মশ্লাঘা ও অহঙ্কার কারি মূঢ় মনুষ্যরা উপাসককে আদর করে ও উপাসনা ভাল বাসে কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তিরা শ্লাঘা ও অহঙ্কার প্রদ উপাসনাতে বিরক্ত হয়েন এবং উপাসককে অতি অনাদর করেন। অপর মনুষ্যদিগের কিমূর্খতা দেখ উপাসকের বশীভূত হইয়া তন্মতানুসারে গমন করিতে হয় তাহাতে মনুষ্যগণ অহিতাচার ও অবিচারে রত হয়েন অতএব শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে পরবশ মাত্রই দুঃখের প্রতিকারণ আত্মবশ অতিসুখজনক হয়েন অতএব জ্ঞানোপার্জ্জন রত মনুষ্যদিগের ভৃত্যেরা খাতে ও নিন্দা করিয়াছেন যেহেতু ভৃত্যের বশীভূত হইতে হয় আর উপাসক কি কুৎসিত দেখ যে কিঞ্চিদর্থ প্রা

স্বার্থ পরমার্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রশংসাদ্বারা পরের পর ম অনিষ্ট করিতেছে। উপাসনাতে আহ্লাদিত মনুষ্যরা আপনারি প্রশংসা করেন কিন্তু আত্ম প্রশংসা অতি হ্রস্যাস্পদের নিমিত্তই জানিবে যেহেতু আত্মপ্রশংসাদ্বারা অহঙ্কার হয় অতএব মনুষ্যদিগের উচিত যে উপাসনাতে অনামোদ ও উপাসককে অনাদর করেন তাহাতে মনুষ্য দিগের স্বভাবের বৈপরীত্য স্বভাবে থাকিলে হিতাহিত জ্ঞান ও পরমজ্ঞান ও শিল্পশাস্ত্রাদি জ্ঞান ও মান ইত্যাদি হয়। অতএব উপাসককে অনাদর অবশ্যই কর্ত্তব্য॥

ইহার উদাহরণ। মথুরা নিবাসি রাজা মহেন্দ্র বৈরি বিষয়ে প্রবল প্রতাপে অতি সুখে রাজ্যভোগ করিতেন ইতিমধ্যে সর্ব্বদ্বেষ্টা সর্ব্ববর্ম্মা প্রভৃতি ঐ মহেন্দ্রের উপাসনায় ও তদীয় আরোপিত গুণ কথনে রত হইলে ঐ মহেন্দ্র সর্ব্ববর্ম্মার প্রতি স্নেহ ও তাঁহারদিগের বাক্যপ্রতি পালন করিতে লাগিলেন এবং সর্ব্ববর্ম্মা প্রভৃতি বিলক্ষণ রূপে জানিল যে মহেন্দ্র আমারদিগের অত্যন্ত বশীভূত হইয়াছেন অনন্তর ঐ মহেন্দ্রের প্রিয়কার্য্যাচরণদ্বারা কাম ক্রোধ ও লোভ ও মোহ মদ ও মাৎসর্য্য ও অন্যং ইন্দ্রিয় গণের প্রাবল্য করাইলে প্রজাপীড়া ও অবিচার হইতে লাগিল। আর অনেকজন সহ বৈরিতাও হইল অপর ঐ মন্ত্রিগণের মন্ত্রণায় ঐ ভূপতি মহেন্দ্র স্বীয় ভগিনীকে নিরপরাধে কারাগারে লৌহ শৃঙ্খলদ্বারা বদ্ধ রাখিলে ঐ মন্ত্রি

গণ পুনর্ব্বার মন্ত্রণা প্রদান করিল যে এই গর্ভজাত সন্তান তোমার রাজ্য লইবে অতএব ইহার গর্ভ হইতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে সেই সন্তানের বধ কর্ত্তব্য মহেন্দ্র উপাসকের উপাসনাদ্বারা এই প্রকার বশীভূত হইয়াছেন যে উপাসকের ঐ কুমন্ত্রণায় স্বভগিনীর গর্ভ হইতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র সেই সন্তানের সেই ক্ষণেই বধার্থ অনুমতি করেন। এবং কাহাকে ও বা স্বয়ং বধ করেন। আর ঐ উপাসকের বাক্যদ্বারা মহেন্দ্রের বহুকাল ঐরূপ বহু২ দৌরাত্ম্যাচরণে প্রজা ও অন্যজনের অত্যন্ত পীড়া পাইতে লাগিল। এবং ঐ ভগিনীর বহু সন্তান নষ্ট হইলে কিছু কালপরে অর্দ্ধরাত্রে একপুত্র ভূমিষ্ঠ হইলেন ঐপুত্র সংদর্শনে তদ্ভগিনী ও ভগিনীপতি মৃতশরীরে জীবন প্রাপ্তির ন্যায়বোধে পরামর্শপূর্ব্বক ঐ পুত্রকে এক গোপভবনে নিদ্রানিতগোপ পত্নী সমীপে রাখিয়া গোপতনয়াকে লইয়া ঐ রজনীমধ্যে মহেন্দ্র ভবনে তদভগিনীপতি আগমন করিলেন। অনন্তর ঐ কন্যার রোদনে মহেন্দ্রদূতের নিদ্রা ভঙ্গ হইল ঐদূত তৎক্ষণাৎ মহেন্দ্রকে সংবাদ প্রদান করিল মহেন্দ্র ও অতিবেগে কারাগারে গমনপূর্ব্বক ঐ কন্যাকে গ্রহণ করিয়া শিলাতে পেষণ করিলে ঐ কন্যার মোচন হইল কিন্তু ঐ তনয় গোপভবনে মদহন্তানামে খ্যাত হইয়া ক্রমে২ প্রবৃদ্ধ হইতে লাগিলেন। আর মদহন্তার রূপ ও লাবণ্য ও বল বৃদ্ধি ক্রমে২ হইতে লাগিল।

পরে মদহস্তা ক্রমে২ উপাসক ও সৈন্যাধিপতি সহ ম হেন্দ্রকে বিনষ্ট করিলেন এবং তদবধি তদীয় প্রজারা সুখী হইল। দেখ কেবল উপাসনাদ্বারা মহেন্দ্রের রাজ্য ভোগ ও পরিচ্ছদ প্রাণ প্রভৃতি সকলি গেল। অতএব তো মরা কেহ উপাসনা ও উপাসককে আদর করিওনা।

ধৈর্য্যবিষয়ক।

কাম ও ক্রোধ প্রভৃতির বেগ সহনের নাম ধৈর্য্য সৎ সংসর্গ ও শাস্ত্র জ্ঞান ইত্যাদি দ্বারা ধৈর্য্যহয় এবং ধৈর্য্য হেতু সুখ ও ঐশ্বর্য্য ও মান্যতা ও সর্ব্ব প্রিয়ত্ব ও শাস্ত্রে নৈপুণ্য হয়। কাম ও ক্রোধ ও দুঃখাদি উপস্থিত হইলে বহুযত্নে সহ্য করা উচিত তাহাতে তত্তদি ন্দ্রিয়ভোগ বিরহ জন্য তৎকালীন কিঞ্চিৎ ক্লেশ বোধ হয় ইহা যথার্থ বটে কিন্তু যত্নপূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে কাম ক্রোধাদি রি পুর বশীভূত হইতে হয় না। সামান্যত বশীভূত হওন অ তি অসহ্য আর শত্রু বশে স্থিতি করাতে কি ক্লেশ তাহা কি কহিব এবং ধৈর্য্যাবলম্বনে বহু সুখ ও প্রশংসা ও অ তিশয় মান্যতা হয়। আর দেখ সিংহের কামবেগ সহ্য তাহেতু শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে আর বৃক্ষসকল পক্ষি প্রভৃ তির দৌরাত্ম্য সহ্য করিয়া উচ্চত্ব পাইয়াছে এবং পশু ও পক্ষি ও মনুষ্যাদির মল ও মূত্র ও পদাঘাত ও উত্তাপ ও দাহ এই সকল দৌরাত্ম্য সহ্য করিয়া মেদিনী মহত্ত্ব পাই য়াছে দেখ পশু ও অচেতন ইহারা একে২ বেগসহ্য করিয়া

শ্রেষ্ঠত্ব পাইয়াছে আর যদি মনুষ্যগণ সকল রিপু ও ইন্দ্রিয় বিষয়ে ধৈর্য্যাবলম্বন করেন তবে যে কিরূপ শ্রেষ্ঠ হন লিখিয়া কি জানাইব বিবেচনা করিবে। আরো সর্ব্বজ্ঞ জগৎ কর্ত্তা দেবাদি কীটপর্য্যন্ত সৃজন করিয়া সৃষ্টির রক্ষার্থ নানা উপায় করিয়ছেন। অপর শাস্ত্রে ও কহিয়াছেন যে শোক ও মোহ ও দুঃখ ও পীড়া ও বৈরিবৃদ্ধি ও মিত্রসহ বিরোধ ও অন্যং আপদ উপস্থিত হইলে লোক অবশ্য ধৈর্য্যাবলম্বন করিবেন তাহাতে অবশ্য সুখ পাইবেন ইহা যুক্তিযুক্তবটে তাহা দৃষ্টও হইতেছে যে যদি কোন ব্যক্তিকে কেহ কটুকহে আর সেই ব্যক্তি যদি সেই কটু সহ্য করেন তবে সেই বিরোধি লজ্জাহেতু ঐ ধৈর্য্যাবলম্বি সহ সাক্ষাৎ করিতে পারেন না আর পরে যদি ধৈর্য্যাবলম্বি জন হইতে অনিষ্ট হয় তথাপি তাঁহার সহিত আর কদাচ বিরোধ করেন না অপর সুখ ও দুঃখ ভোগের প্রতি প্রধান কারন মনহইয়াছে ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে যদি সেই মনঃ স্থির হইল তবে দুঃখাদির কি প্রকারে ভোগ হইবে। অতএব উচিত যে ধৈর্য্যাবলম্বনকে অবললম্বন করেন। আর শুকপক্ষী ধৈর্য্যাবলম্বনে কি আহার পায় না আহার পাইতেছে কিন্তু অতি ধূর্ত্ত কাক আহারার্থ অতিশয় চঞ্চল হইয়া প্রায়ই লোক কর্তৃক তাড়িত ও আঘাতিত হয় কোনং স্থানে কিঞ্চিৎ আহার পায় অপর রজনীশ নামক এক ব্যক্তি চঞ্চলতাপ্রযুক্ত বনবাসি সকল জনকেই পীড়া প্রদান

করিত কিন্তু রাজা আশানাথ তনয় শ্রীআনন্দচন্দ্র বন মধ্যে ঋষির আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক ঐ রজনীশের মর্ম্ম বেদনা দেন তাহাতে তদবধি রজনীশ ধৈর্য্যাবলম্বনে থাকিয়া পরমজ্ঞান ও পরমসুখপ্রাপ্ত হইল আর ধৈর্য্যকে আশ্রয় করিয়া অতিশয় মান্যতা হইল কিন্তু তদ্ভ্রাতৃবর্গ চঞ্চলতা প্রযুক্ত বিনাশ পাইল। অতএব বিবেচনা করহ মনুষ্যদিগের উচিত যে সকল সময়ে সর্ব্ব যত্নে সতত সকল কার্য্যে ধৈর্য্যাবলম্বন করেন তাহাতে জ্ঞান ও সুখ ও মান্যতা ওপ্রিয়ত্ব প্রাপ্তি অবশ্য হইবে আরচঞ্চলতাহেতু কেবল অপমান ও দুঃখ প্রভৃতি হইবে অতএব কিঞ্চিৎ রিপু সুখার্থ পরমসুখকে কিনিমিত্ত পরিত্যাগ করহ।

মাতা পিতৃ প্রতি অনুরাগ।

পুত্রগণ সর্ব্বদা মাতা পিতৃপ্রতি অবশ্য অনুরাগ অর্থাৎ ভক্তি করিবেন অনুরাগ যদি মাতা পিত্রাদি প্রতি হয় তবে সেই অনুরাগকে ভক্তি বলা যায় আর যদি পুত্রাদি প্রতি হয় তবে তাহাকে স্নেহ কহেন এবং স্ত্রী বিষয়ে যে অনুরাগ তাহাকে প্রীতি বলিয়া থাকেন। আর কেহ২ বলেন যে কর্ত্তব্যতা বোধক যে শাস্ত্র ও ব্যবহার ও যুক্তি ইহাতে যে দৃঢ় বিশ্বাস তাহার নাম ভক্তি তাহাতে ও অনুরাগ প্রাপ্তি হয়। এবং সৎসংসর্গ হেতু মাতা পিতৃ প্রতি ভক্তি হয় তদদ্বারা মনুষ্যদিগের মান্যতা ও ধন সুখ ও জ্ঞান ও রিপুর পরাভব প্রভৃতি হয়। আর পৃথিবী

মণ্ডলে মাতা পিতা হইতে কোন জনের অধিক মান্যতা নাই যেহেতু মাতা পিতা হইতে পরম জ্ঞান সুখ সাধন দুর্লভ মনুষ্যদেহ প্রাপ্তি হইয়াছে আর এই মনুষ্য দেহ পাইয়া বহু২ সুখভোগ ও সুখজনক দ্রব্য ও দিক ও দেশ ও কাল ও কাব্য ও নাট্য ও শাস্ত্র সংদর্শন হইতেছে অপর মাতাপিতার দেহ ভাগই সন্তান হয় আর মাতা দশমাস গর্ভ ধারণজন্য ও সন্তান প্রতিপালন নিমিত্ত অপরিমিত ক্লেশ ভোগ করেন এবং পিতা ও সন্ততি পরিপালনার্থ কত ক্লেশ সংভোগ করেন। অপর ধনোপার্জন ও মান ও জ্ঞান ওসুখ ও সুরীতি ও প্রশংসা এই সকলের প্রতি মাতাপিতা প্রধান কারণ হইয়াছেন আর মাতাপিতা যে তিরস্কার করেন সে সন্তানের হিতার্থই জানিবে দেখ অন্য ব্যক্তির তিরস্কার মনুষ্যদিগের অপমান নিমিত্ত হয় কিন্তু মাতা পিতার ভৎসনা সংমান জন্যই হয়। আরো অন্য২ মনুষ্য স্বকীয় প্রয়োজন নিমিত্ত উপদেশ দেন কিন্তু মাতা পিতা স্বার্থে উদ্দেশ না করিয়া কেবল সন্তানের হিতার্থ উপদেশ দেন। অপর পরাজয় প্রায়ই দুঃখজনক হয় কিন্তু সন্তান হইতে যে পরাজয় সে মাতা পিতার আহ্লাদ জনক জানিবে কারণ মাতা পিতার সতত চিত্তে এই উদয় পায় যে সন্তানের সুখ ও শৌর্য্য ও বিদ্যা হউক তাহাতে সন্তান হইতে পরাজয় হইলে মাতা পিতার অন্তঃকরণে পরাজয় জন্য যে দুঃখ তাহা না হইয়া কেবল তাঁহারদিগের

বোধ হয় যে আমার সন্তানের শূরত্ব ও উত্তম বিদ্যা হইয়াছে তাহাতে অতিশয় আহ্লাদ হয়। শাস্ত্রে ও কহিয়াছেন যে সকল ব্যক্তি হইতেই জয় ইচ্ছা করিবে কিন্তু কেবল পুত্র হইতে পরাজয় ভাল শাস্ত্রেরো এই তাৎপর্য্য যে সন্তান উত্তম হইলে পিতামাতার অধিক আহ্লাদ অতএব পরাজয় জন্য যে দুঃখ তাহা বোধ হয় না। আর সন্তানের পীড়া ও মনস্তাপ ও ক্ষোভ ও দুঃখ ও অপমান হইলে মাতাপিতার সেইসন্তানের ক্লেশাপেক্ষা অধিক ক্লেশ হয়। অপর মাতাপিতার সেবা ও আহার প্রদান ও চেষ্টা বহু যত্নে সন্তানেরা অবশ্য করিবেন যেহেতু ঐ সন্তানের নিমিত্ত মাতাপিতা কিকি দুঃখ না পাইয়াছেন অতএব সেই মাতাপিতার প্রতি অশ্রদ্ধা ও তাচ্ছল্য কর্ত্তব্য নহে। দেখ পশু ও পক্ষি প্রভৃতিও বৃদ্ধ মাতাপিতাকে আহার প্রদান করে এবং সেই মাতাপিতার পীড়া হইলে বহু পশু ও পক্ষি একত্র থাকে কারণ পিতামাতার বৃদ্ধাবস্থা ও পীড়া উপস্থিতা যদি কেহ বধ করে তন্নিবারণার্থে বেষ্টিতা হইয়া থাকে। অতএব মনুষ্যদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য যে মাতা পিতার সেবা ও আহারাদি প্রদান এবং রক্ষা করেন। আর মাতাপিতা যে প্রকার উপকারী এই রূপ বন্ধু ও মিত্র ও পুত্র কেহই নয় যেহেতু মাতাপিতা বাল্যাবস্থাবধি কেবল সন্তানের চিরস্থায়ি সুখ চেষ্টা করেন এবং সন্তানের যাহাতে চিরস্থায়ি সুখ হয় এমত উপা

দেশ প্রদান করেন। আর ক্ষণিক যে রিপুর সুখ তাহা হইতে সন্তানকে নিবৃত্ত করেন। অপর সন্তানের কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপু ও ইন্দ্রিয় চাপল্য ও কুৎসিতাচরণ যাহাতে না হয় তাহাই চেষ্টা করেন আর সন্তানের প্রতি তাহাই উপদেশ দেন এবং তদর্থ তিরস্কার করেন সেই তিরস্কারহেতু সন্তান তদ্বিষয়ে রত হইতে পারেন না তাহাতে পরম সুখ হয় অতএব যাঁহার তিরস্কার ও সন্তানদিগের উপকারক হয় এমত মাতাপিতার সেবা সতত করিবেন। এবং মনুষ্যদিগের উচিত যে ভিক্ষাদ্বারাও স্বয়ং উপবাসী হইয়াও পিতামাতাকে আহার দিবেন আর মাতাপিতার যাহা অভিমত তাহাই করিবেন। শাস্ত্রেও কহিয়াছেন যে মাতাপিতার অভিপ্রেত যাহা তদাচরণ করেন যে সন্তান সেই উত্তম সন্তান আর মাতাপিতার অনুমতি রক্ষা করেন যিনি তিনি মধ্যম সন্তান আর মাতাপিতা বলিলেও যিনি তাহা আচরণ না করেন তিনি অপকৃষ্ট ও কৃতঘ্ন এবং সর্ব্ব কার্য্য বহিস্কৃত ও সর্ব্বকর্ত্তৃক নিন্দনীয় আর সেই সন্তানের জীবন ব্যর্থ বরং তাহার জনমমাত্রে মরণ শ্রেয়ঃছিল এবং শাস্ত্রে তাহাকে কৃতঘ্ন বলিয়াছেন আর তাহার অপমান ও চির দুঃখ ও মনস্তাপ ও ধনহানি প্রায় হয় লোকে ও দৃষ্ট হইতেছে যে মাতাপিতার অভিমত কারি পুত্র কদাচ ক্লেশ পায় না আর মাতাপিতার অভিমত সন্তান প্রায়ই দুঃখী হয়। অপর মাতাপিতার যদ্যপি মূর্খ

ক্তা থাকে তথাপি তাহাদিগকে বিজ্ঞজ্ঞান করিবে যেহেতু সন্তানাপেক্ষা মাতাপিতার প্রাচীনত্ব ও বহুদর্শিত্ব ও স্ব স্তানগণের চিরস্থায়ি সুখান্বেষিত আছে অতএব আপনার যদি বহু বিদ্যা হয় তথাপি আত্মাপেক্ষা মাতাপিতার অধিক বিজ্ঞতা মানিতে হইবে ইহা যুক্তিযুক্ত ও বটে অতএব মাতাপিতার প্রতি সর্ব্বদা ভক্তি ও আহার প্রদান ও মান্যতা করিবে।

ইহার উদাহরণ।

শরযূ নদী তীরে মার্ত্তণ্ডনামক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন তিনি তৎপত্নী এই উভয়েরি শাস্ত্রজ্ঞান ছিল না তৎপ্রযুক্ত ঐ উভয়ে বন্য ফলমূলাহার দ্বারা অত্যন্ত ক্লেশে কালযাপন করিতেন ইতি মধ্যে ঐ ব্রাহ্মণীর গর্ভ হইল সেই গর্ভে দুই পুত্র জন্মাইলে তাহাদিগের নাম রাখিলেন জ্যেষ্ঠের নাম বিদ্যাপতি কনিষ্ঠের নাম শচীপতি ঐ ব্রাহ্মণ ঐ পুত্র দ্বয় কে বহুযত্নপূর্ব্বক ভিক্ষাদ্বারা প্রতিপালন করেন পরে ক্র মে২ বাক্য প্রস্ফুটিত হইলে ঐ পুত্রদ্বয়কে অধ্যয়ন করণার্থ পণ্ডিত সমীপে সমর্পণ করিলেন ঐ পুত্রদ্বয়ও বহুযত্নে বহু কাল অধ্যয়ন করত বিলক্ষণ বিদ্বান হইয়া স্বীয় গৃহে গমন পুর্ব্বক অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন কিন্তু বিদ্যাপতি ঐ মাতাপিতার মূর্খতা হেতু তাহাদিগের প্রতি ভক্তি ক রেন না এবং তাচ্ছল্য করেন শচীপতি বহু যত্নে ভিক্ষা দ্বারা ঐ বৃদ্ধ মাতাপিতাকে জগৎকর্ত্তার ন্যায় জ্ঞান করি

ন্না তাঁহাদিগের ভক্তি পূর্ব্বক সেবা ও অভিমত কার্য্য করেন আর মাতাপিতা যাহা অনুমতি করেন তাহা প্রাণ বিয়োগেও পরিত্যাগ করেন না আর বৃহস্পতি অপেক্ষা অধিক বিজ্ঞ বোধ করেন। এবং মাতাপিতা সেবানন্তর যদি কোন দিবস কিঞ্চিৎ সময় থাকে তবে শচীপতি অধ্যাপন করেন কিন্তু বিদ্যাপতি মাতাপিতাকে কিছুই শ্রদ্ধা করেন না। পরে তন্নগরাধিপতি এক দিবস মৃগয়াতে বন গমন করিলে সেই সময়ে ঐ শচীপতি ঐ বনে ফলাহরণার্থ যাইলে রাজা ঐ শচীপতির সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ঐ শচীপতির মাসিক নিবন্ধ করিলেন এবং অতি মান্যতা করিতে লাগিলেন। পরে শচীপতি স্বচ্ছন্দে মাতাপিতৃ সেবা ও অতিথি দুঃস্থদিগের আহার প্রদান ও অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। পরে ঐ শচীপতির পরম জ্ঞান ও পরম সুখপ্রাপ্তি হইল। কিন্তু ঐ বিদ্যাপতিকে সকলে অশ্রদ্ধা ও অপমান করিতে লাগিল আর বিদ্যাপতির ঐ মাতাপিতৃ বিয়োগানন্তর আহারো ক্লেশে প্রাপ্তি হইতে লাগিল। অতএব মাতাপিতার সেবা ও মান্যতা ও আহার প্রদান অবশ্য করিবেন।

স্বেচ্ছাচারি।

শাস্ত্র ও সদ্ব্যবহার ও সদ্যুক্তি এই সকল অমান্য করিয়া যেজন আপনার ইচ্ছামতে কার্য্যকরে সেইজনকে স্বেচ্ছাচারী বলাযায় স্বেচ্ছাচারী জন অতিশয় নিন্দনীয় যে

হেতু স্বেচ্ছাচারদ্বারা কাম ও ক্রোধাদি রিপুর প্রাবল্য ওইন্দ্রিয়চাপল্য ও মানহানি ও সকলের অপ্রিয়ত্ব ও নীচত্ব ও বুদ্ধি হ্রাস ও জ্ঞান নাশ ও জগদ্বৈরিতা ও প্রাণ বিনাশ হয় এই স্বেচ্ছাচারে কদাচ কেহ প্রবৃত্তি করিও না স্বেচ্ছাচারে সকল সাধু সংগৃহীত চিরকালীন সুপ্রসিদ্ধ যে পথ তাহার বিপরীতাচরণ হয় তাহাতে সকল জন সহ বৈরিতা হইতে পারে। অপর স্বেচ্ছাচারি জন সদসদ্বিবেচনা করণে কদাচ সমর্থ হয়েন না তাহাতে তাহার সতত অসুখ জন্মে। আর মান্য মনুষ্যের মানহানি করে তাহাতে স্বেচ্ছাচারির মহদনিষ্ট হয়। আর শরীর গ্রহণ করিয়া সকলেরি উপকার ও প্রিয় কার্য্য করিলে সেই শরীরের সার্থক্য নতুবা মলরূপ দেহে কিছুই প্রয়োজন নাই স্বেচ্ছাচারিব্যক্তি কর্ত্তৃক অন্যের উপকার করণ দূরে থাকুক মাতাপিতা স্ত্রী পুত্রাদিরো উপকারার্থ হয়েন না এবং ইহাদিগের অপ্রিয় সদাই হন অতএব অতি কুৎসিত যে স্বেচ্ছাচার তাহার আচরণে বিরত হও।

ইহার উদাহরণ। কালিক্ষানিবাসি পরমানন্দ নামক এক ব্যক্তি অতিধনীছিলেন তিনি সতত স্বেচ্ছাচারে রত ও শাস্ত্র ব্যবহার ও যুক্তি সিদ্ধরীতির বিপরীত রীতিতে রত হইয়া কেবল সকল লোককে পীড়া প্রদান করিতেন আর স্ত্রীপুত্র ও পিতামাতা প্রভৃতি কাহার প্রিয় ছিলেননা এবং সকলজন সহ সদা শত্রুতাচরণ করিতেন। অপর পর

মানন্দের স্বেচ্ছাচারিত্ব হেতু তাঁহাকে সকল লোকেই অ মান্য ওনীচজ্ঞান করিতেন আর ঐপরমানন্দের দৌরাত্ম্যে সকলজনই সতত ক্লেশ পাইত এবং তদ্দেশস্থ গোপজাতীয় রমানাথ নামক এক ব্যক্তি ছিল তাহার গৃহে ঐ পরমানন্দ নিশিযোগে যাইয়া বদ্ধ বৎসকে মুক্ত করিয়া দিত ও অ ন্য২ বহু অনিষ্টাচরণ করিত কিয়দ্দিবসানন্তর ঐ রমানাথ গোপ তাহা জানিয়া ঐ পরমানন্দকে নিগূঢ় প্রহার ক রত পঞ্চত্ব পাওয়াইলেন। অনন্তর তদ্দেশস্থ লোক সকল ও তন্মাতাপিতা ও স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। অতএব দেখ জ্ঞান ও মান ও প্রাণ ও ধন সকল নাশকারি যে স্বেচ্ছাচার তাহা আচরণ ক রণে বিরত হও।

কৃতজ্ঞ বিষয়ক।

মাতাপিতা ও বন্ধু ও মিত্রও উদাসীন যে কেহ কর্ত্তৃক কৃত যে উপকার তাহা যে ব্যক্তি মানে ও ঐ সকল ব্যক্তি কে উপকারিত্বরূপে মান্যতা করে সেই লোককে কৃতজ্ঞ বলা যায় কৃতজ্ঞতা সৎসংসর্গ ও সাধুস্বভাব দ্বারা হয় উপ কার মান্য করিলে উপকারি ব্যক্তির আহ্লাদ জন্মে তাহা তে কৃতজ্ঞের তদ্ব্যক্তি দ্বারা অধিক উপকার হইতে পারে আর চিরকাল সিদ্ধ পথে স্থিতি করা হয় এবং সেই যত্নে স্থিতি করিলে সে জন সকলেরি প্রিয় হয় তাহাতে কৃতজ্ঞ জনের ধন প্রাপ্তি ও নানাসুখ সম্ভোগ ও মান্যতা হয়।

বিশেষতঃ মাতাপিতার পর উপকারী কেহই নাই অত
এব তাঁহাদিগের উপকার অধিক মানিতে হয়। এবং উ
পকারী জন যদি উপকার্য্যজনের প্রতি দৌরাত্ম্য করেন ত
থাপি উপকারিজনকে মান্যতা করিবেন ও তাহার অনুম
তি লঙ্ঘন করিবেন না তাহাতে উপকারির প্রায় কিছুই ল
ভ্য নাই কিন্তু সেই কৃতজ্ঞেরি পরমোপকার জানিবে যে
হেতু কৃতজ্ঞের প্রতি উপকারিদিগের দয়া হয় তাহাতে
অধিক উপকার হইতে পারে আর কৃতজ্ঞ জনকে উপ
কারি ভিন্ন মনুষ্যরাও আদর করেন কারণ এই মনুষ্য
অতিউত্তম যেহেতু কৃতজ্ঞ এই প্রকার জানিয়া তাহারা ও
ঐ কৃতজ্ঞের উপকারকরেন অতএব কৃতজ্ঞ অবশ্যই হই
বেন। আর যেজন উপকারিকে মান্যতা না করে এবং
উপকার না মানে তাহাকে কৃতঘ্ন বলা যায় কৃতঘ্নতা কেবল
কুৎসিতসংসর্গ হইতে হয় কৃতঘ্ন ব্যক্তির সর্ব্বদা সকল
সমীপে নিন্দা ও অপমান ও অনাদর হয় আর কেহ কদাচ
তাহার উপকার করেন না এবং কৃতঘ্ন জনের অতিশয়
অসুখ হয় আর শাস্ত্রে মাতাপিতার অভক্ত প্রভৃতিকে
কৃতঘ্ন রূপেগণনাকরত নিন্দা করিয়াছেন যে স্ত্রী ও ব্রাহ্মণ
ও অন্য মনুষ্য প্রভৃতি বধ করে যেজন সে ব্যক্তিরা বরং
ভাল ও কদাচিৎ বিশ্বস্ত হয় কিন্তু কৃতঘ্নজন অতি কুৎ
সিত তাহাকে কদাচ কেহ বিশ্বাস করে না অপরলোকে
ও দৃষ্ট হইতেছে যে কৃতঘ্ন ব্যক্তি যদি বহুদুঃখ পায় তথা

পি তাহার প্রতি কোন জনের দয়া হয় না ববং আহ্লাদ জন্মে এব, ঐ কৃতঘ্ন ব্যক্তির উপকার কোন জনই করে না আর তাহাকে বিশ্বাস কদাচ করেন না। অপর তাঁহাকে আত্মঘাতী ও বলা যায় যেহেতু পরমোপকারক যে আত্মা তাহাকে মানেন না। অতএব বলিতেছি হে মনুষ্যগণ তোমরা বহুযত্নে ক্লেশপ্রাপ্ত হইয়াও উপকার ও উপকারককে সর্ব্বদা মান্য করিবে তাহা করিলে উপকার্য্যে কৃতকার্য্য হইবে নতুবা সদা অসুখ ও অপমান ও অতিশয় নিন্দনীয় হইবে।

ইহার উদাহরণ। সপ্তগ্রামে যদুনন্দন নামক এক অতিধনাঢ্য মহাজন বাস করিতেন তাঁহার দুইটী পুত্র ছিল তাহার মধ্যে জ্যেষ্ঠ যাদব সুশীল ও জ্ঞানবান ও মাতাপিতৃভক্ত ও উপকারির অনুগত থাকিত আর কনিষ্ঠ মাধব অতি দুষ্ট ও দুর্দান্ত ও দীন পীড়ক ও মাতাপিতৃ দ্বেষ্টা ও সতত পরাপকারে রতছিল কিয়দ্দিবসানন্তরে ঐ যদুনন্দনের পঞ্চত্ব প্রাপ্তিহইল তাহাতে ঐ মাধবযাদবের প্রতিঅত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল তথাপি যাদব সহোদর বলিয়া আহার প্রদান করিত কিন্তু মাধব ক্রমে২ সকল লোকের উপর দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল আর মাধব হইতে মান্যজনের মানহানি ও বহুলোকের বহুবিধ অনিষ্টাচরণ হইতে লাগিল সুতরাং মাধবসহ সকলেরি বৈরিতা হইল এবং সর্ব্বজনের অনুরোধে যাদব ঐ মাধবকে পৃথক

করিয়াদিল। অনন্তর যাদবকে সকল লোকই মান্যতা ও আদর করিতেন কিন্তু মাধব সকলের ঘৃণাপাত্র হইল এবং সর্ব্বসহ বিরোধিতা জন্য তাহার সমুদয় ধন বিনাশ পাইল পরে মাধব ভিক্ষাদ্বারা উদর পূরণকরিত তথাপি কুকর্ম্ম ও পরের অপকার ও উপকারির অমান্যতাকরণে ক্ষান্ত হইল না। পরে এক গৃহস্থের প্রাচীর পতিত হইয়া মাধব প্রাণপরিত্যাগ করিল। অতএব তোমরা কৃতঘ্নতাকে পরিত্যাগ করিয়া কৃতজ্ঞতাকে অন্তরে স্থানদানকর।

মান্যব্যক্তির মান্যতা করণ।

মান্যব্যক্তির মান্যতারাখা অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা না হইলে লোকে নিন্দা ও অনাদর হয় কারণ যে ব্যক্তি জগন্মান্য তাহাকে যদি দুই এক ব্যক্তি মান্য না করেন তবে তাঁহার কিছুই হানি হয় না শুদ্ধ অমান্যতাকারী ব্যক্তিই অহঙ্কারিরূপে গণ্য হইয়া নিন্দনীয় হয়েন যদি বল যে জগৎ কর্ত্তার নির্ম্মিত সকল জনই তবে আমি কিনিমিত্ত অন্যকে মান্য করিব ইহা বিবেচনা সিদ্ধ নহে যেহেতু জগৎকর্ত্তা সকলকে সৃজন করিয়াছেন বটে কিন্তু কেহ রূপবান কেহ কুরূপ কেহবা ধনবান কেহ দরিদ্র কেহ বিদ্বান কেহ বা মূর্খ কেহ স্ত্রী কেহবা পুরুষ ইত্যাদি সকলের বৈলক্ষণ্য কিনিমিত্ত হইল কেন সকলই সমানাকার ও তুল্যধন প্রভৃতি না হইল আরো দেখ দরিদ্র মনুষ্যরা যাহাতে সুপজ্ঞান

করেন তাহাতে ধনীমনুষ্যের অত্যন্ত ক্লেশ বোধহয় আর দরিদ্রেরা যাহাকে দুঃখজ্ঞান করেন তাহা ধনিগণ জানেন না আর ধনিগণ যাহাকে সুখ জ্ঞান করেন দরিদ্র সে সুখজ্ঞ নহেন দেখ যেস্থলে এতপ্রভেদ দেখাযাইতেছে সেস্থলে স কলই এক ব্যক্তি সৃষ্ট বলিয়া অভিমান করিলে কি হইবে সে কেবল অলীক অভিমান মাত্র। অপর অতি নীচ হই লেও তৎসমীপে যেজন নম্র হয় তাহার কিছুই হানি হয় না বরং লোকে তাহার প্রশংসাই করে আর মান্য জনের মান্যতা অবশ্যকর্ত্তব্য ইহাশাস্ত্রে ও কহিয়াছেন যে পুজ্য মনুষ্যের যদি ব্যতিক্রম হয় অর্থাৎ যে ব্যক্তি মান্য মনু ষ্যের মান না রাখে তাহার পদে২ অনিষ্ট ও দুঃখ ও অ পমান ও তুচ্ছতা প্রভৃতি ফললাভ হয়। আর যেজন মা ন্যের মান রক্ষা না করে তাহার অহংকার প্রকাশ পায় অহংকারে জ্ঞান ও সুখ প্রভৃতি সকলি নষ্ট হয়। অতএব হে মানবগণ আত্মাপেক্ষা বয়োধিক ও পিতামাতা ও পি তৃব্য ও রাজা ও গুরু ও বিদ্বান ও সাধু প্রভৃতির মান্যতা অবশ্য করিবে তাহা হইলে যশস্বী হইয়া নিরাপদে জীবন যাপন করিতে পারিবে।

ইহার উদাহরণ। শ্রীক্ষেত্র নিবাসী যজ্ঞ নারায়ণ নামা এক বৈশ্য ছিলেন তিনি সকল ব্যক্তিকেই সমান জ্ঞান ক রিতেন এবং মান্যের মান রাখিতেন না ইহাতে কেহ জি জ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন যে সকল প্রাণিই সমান অত

এব কি নিমিত্ত অন্যকে মান্য করিব এইরূপ আচরণ করত সকলসহ শত্রুতা জন্মিল ও বিস্তর দুঃখ হইতে লাগিল॥ বিশেষত সকলমান্য রাজাকে মান্য না করাতে রাজা ও প্রজাগণের ক্রোধ উপস্থিত হইল তাহাতে যজ্ঞনারায়ণ ক্রমে২ মানহানি ও অর্থ বিনাশ হেতু অতিশয় দুঃখে পড়িলেন। পরে তৎপত্নী অতি সুশীলা সগুণান্বিতা পতি দুঃখে দুঃখিতা হইয়া ঐযজ্ঞ নারায়ণকে স্তুতি প্রণতি দ্বারা বশীভূত করিয়া কহিলেন যদি বল যে জগৎকর্ত্তা সকলকেই সমান করিয়াছেন তবে তুমি পুরুষ আমি স্ত্রী আমি তোমারবশীভূতা তুমি আমার আশ্রয় এই সকল বিশেষ কিনিমিত্ত হইল। আর মনুষ্য ও পশু পক্ষি প্রভৃতির আহার ও বিহার প্রভৃতি ভিন্ন২ দেখা যাইতেছে অতএব অবশ্য কহিতে হইবে আত্মাপেক্ষা মান্য আছেন নতুবা তোমাকে আমি কি নিমিত্ত মান্য করি এবং তোমাকে মান্যতা করিয়া আমার কি হানি হইতেছে অতএব মান্য মনুষ্যকে মান্যতা করহ তাহাতে তোমার মান ও ধন ও সুখ হইবে ইত্যাদি বাক্যদ্বারা যজ্ঞনারায়ণ বিগত ভ্রম হইয়া মান্য ব্যক্তির মান করিতে লাগিলেন। অনন্তর যজ্ঞনারায়ণের শত্রুগণ মিত্র হইলেন এবং সকলে যজ্ঞনারায়ণকে আদর করিতে লাগিলেন তাহাতে যজ্ঞনারায়ণ সুখী হইলেন অতএব মান্যের মান রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য।

গুরুর প্রতি শিষ্যের কর্ত্তব্য।

নানাপ্রকার উপদেশদ্বারা যিনি বোধোদয় করিয়াছেন তাঁহাকে গুরু কহাযায় আর সেইসকল উপদেশ গ্রহণ করেন যেজন তাঁহাকে শিষ্য বলা যায় গুরুকে মাতাপিতা অপেক্ষা অধিক মান্যতা করিবেন যেহেতু মাতাপিতা প্রতি পালন ও রক্ষণ ও আহার প্রদান ও সতত চেষ্টাদ্বারা সন্তানের হিত করেন বটে কিন্তু জ্ঞানরূপ ব্রহ্মকে দিতে পারেন না আর গুরু সেই জ্ঞানকে প্রদান করেন অতএব বিবেচনা করহ যে গুরু মাতাপিতা অপেক্ষা অধিক উপকারক কি না এবং শাস্ত্রেও কহিয়াছেন যে জন্মপ্রদ অপেক্ষা ব্রহ্মপ্রদ শ্রেষ্ঠ। যদি বল যে গুরু যেমত উপদেশ করত জ্ঞানপ্রদান করেন সেই প্রকার মাতাপিতাও জ্ঞান দেন কেন না মাতাপিতা হইতে শরীরপ্রাপ্তি ও শরীররক্ষা হয় সেই শরীর ব্যতিরেকে কি জ্ঞান হয় ইহা যথার্থ বটে কিন্তু মাতাপিতা পরম্পরায় জ্ঞান প্রদান করেন আর গুরু সাক্ষাৎ জ্ঞান প্রদান করেন অতএব সর্ব্বাপেক্ষা মাতাপিতার মান্য তদপেক্ষা গুরুর মান্যতা করিতে হয়। অপর অসার সংসার স্বরূপ যে সমুদ্র ইহাতে অজ্ঞান ও ভ্রান্তি ও আপদ প্রভৃতিরূপ যে কুম্ভীরাদি তাহারা সর্ব্বদা মনুষ্যকে গ্রাস করণার্থ চেষ্টা করিতেছে এই সমুদ্রে পতিত যে মনুষ্যগণ তাহারদিগকে জ্ঞানরূপ নৌকাদ্বারা গুরুনাবিক হইয়া পরিত্রাণ করেন। আর দেখ জগৎকর্ত্তা সৃজন কালীন যে নয়ন

দিয়াছেন সেই নয়নদ্বারা কতকগুলি বস্তু দেখা যায় কিন্তু গুরুদত্ত যে জ্ঞানরূপ নয়ন তদ্দ্বারা অদৃষ্ট পদার্থ দৃষ্ট হয় অতএব জ্ঞান নয়নপ্রদ গুরুর মান্যতা ও সেবা ও তদভিমতানুচরণ কর্ত্তব্য এই সকল দ্বারা যদি গুরু তুষ্ট হয়েন তবে গুরু সেই শিষ্যকে নিগূঢ় যে বাক্য তাহা কহেন তদ্দ্বারা শিষ্যের শীঘ্র জ্ঞান জন্মে আর জ্ঞানোদয় হইলে মান্যতা পরম সুখ হয়। অতএব গুরুর মান্যতা ও সেবা ও প্রিয়কার্য্য ও বাক্য মানস শরীরদ্বারা হিতকার্য্য শিষ্য অবশ্য করিবেন। অপর সর্ব্বদেশে প্রসিদ্ধ আছে গুরু তিরস্কার ও তাড়ন ও দণ্ড করিতেছেন সে কেবল শিষ্যের উপকারার্থ ই হয় আর কোন ব্যক্তিরো অপমান নাই আরো দেখ যদি বালককে কদাচ কেহ আঘাত কিংবা তিরস্কার করে তবে তাহার পিতামাতা অত্যন্ত ক্লেশ পায় কিন্তু গুরু অতিশয় আঘাত করিলে ঐ মাতাপিতার আহ্লাদ জন্মে। এবং গুরুরো শিষ্যের প্রতি পুত্র সমান স্নেহ হয় তাহাতে শিষ্যের জ্ঞানোদয় হইলে গুরুর অতিশয় আহ্লাদ জন্মে আর শিষ্যের রিপুগণ খর্ব্ব হয় ও অসৎকার্য্য নিবৃত্তি পায়।

ইহার উদাহরণ। অযোধ্যাধিপতি দশরথতনয় শ্রীরামচন্দ্র সতত বশিষ্ঠ গুরুর উপাসনা এবং সেবা ও মান্যতা ও প্রিয় কার্য্যকরত বশিষ্ঠকে প্রীত করিলেন বশিষ্ঠ মুনিরো শ্রীরামচন্দ্র প্রিয়তম হইলেন কিন্তু বশিষ্ঠ মুনির

কৃপাহেতু শ্রীরামচন্দ্র অল্প কালমধ্যে প্রাপ্তবিদ্য হইয়া ঐ গুরুর অনুমতিতে রতছিলেন তাহাতে ঐ অল্পবয়স্ক রাম চন্দ্রের এমত সাহস হইল যে মৃগয়ার্থ বনে যাইয়া অতি ভয় দায়ক সিংহ ব্যাঘ্রাদি বধ করিতেন তাহাতে ঐ শ্রীরামচন্দ্র স্বীয় রাজ্যে সর্ব্ব কর্ত্তৃক মান্য হইয়া পরম সুখী হইলেন। অপর ঐ বশিষ্ঠ মুনির কৃপাহেতু শ্রীরাম চন্দ্রের পূর্ব্ব পুরুষ দিলীপ রাজা প্রভৃতি শিষ্যগণ পরম সুখসম্ভোগ করিয়াছেন।

প্রকারান্তর। মহানদতীরে শ্রীনাথ ও রেবতীনাথ গুরুর সদনে সতত বসতি করত গুরু সেবায় রত থাকিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলেন কিন্তু ঐ শ্রীনাথ ও রেবতীনাথের ভক্তি ও সেবাদ্বারা গুরু সন্তুষ্ট হইয়া উত্তমরূপ উপদেশ প্রদান করিলেন তাহাতে অতিত্বরায় ঐ উভয়ে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া উত্তমং বহুদ্রব্য দ্বারা গুরুর সন্তোষ করতঃ স্বীয়গৃহে গমন করিলেন। অতএব গুরুর মান্যতা ও গুরুর প্রিয়কার্য্য করণার্থ পরিশ্রম করিবে।

জ্ঞানোপার্জ্জন বিষয়ে খর্ব্বতার আবশ্যকতা।

জ্ঞানোপার্জ্জন বিষয়ে মনুষ্য অবশ্য খর্ব্বতা প্রকাশ করিবেন খর্ব্বতাদ্বারা মান্যতা ও সুখ ও বিজ্ঞান জ্ঞান হয় যেহেতু খর্ব্ব না হইলে অহঙ্কার প্রকাশ পায় অহঙ্কার দ্বারা সকল জন সহ শত্রুতা হয় এবং গুরু ও তাচ্ছল্য করেন অতএব কি প্রকারে অন্যজন কর্ত্তৃক মান্য হইবেন

আর গুরুর তুষ্টি ব্যতিরেকে কি বিদ্যাহইতে পারেনা অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন যে গর্ব্বতা মনুষ্যকে খর্ব্ব করেন খর্ব্বতা নীচকে উচ্চ করেন কেবল গর্ব্বই খর্ব্বকারক জানিবে এবং শাস্ত্রে ও কহিয়াছেন যে খর্ব্বতায় কাম ক্রোধাদি রিপু খর্ব্ব হয় ও জ্ঞানোদয় করে আর দেখ যেজন দুঃখভোগ কদাচ করেনাই সে ব্যক্তি যেমত সুখাস্বাদন করিতে যোগ্য হয়েন না এবং সদা আলোক দর্শী যে জন তিনি যেমত অন্ধকার জানেন না তাহার ন্যায় যে জনের খর্ব্বতা নাই সে জন কি বিদ্যা জন্য সুখ জানিতে পারেন যদি খর্ব্বতা থাকে তবে অবশ্য বিদ্যা ও সুখ হয় আর তাহার আস্বাদন জানিতে পারে। অপর খর্ব্বতা হীনজন ঐশ্বর্য্যযুক্ত জনকে সংদর্শন করিয়া হিংসা করেন সেই হিংসাদ্বারা সতত ক্লেশ পায়েন কিন্তু খর্ব্ব জনগণের খর্ব্বতা হেতু হিংসা হয় না এবং ঐ খর্ব্বতাদ্বারা উপার্জ্জিত যে জ্ঞান তদপেক্ষা ঐশ্বর্য্যকে তুচ্ছজ্ঞান করেন বিদ্যা হইতে অধিক কি আছে ইহা বলেন অতএব শাস্ত্রে বিদ্যারূপ যে রত্ন ইনি মহাধন এই বিদ্যারূপ ধনাপেক্ষা অধিক ধন নাই। আর যদি খর্ব্বজ্ঞান আত্মাতে না করহ তবে হিংসা ও সুখ ও উত্তম পরিচ্ছদে ইচ্ছা হইবে তাহাতে কদাচ বিদ্যা হইতে পারে না। অতএব খর্ব্বতা প্রকাশ করহ যে তদদ্বারা যথার্থ সুখ সম্ভোগ হইবে আর সকল লোকে উত্তমত্বরূপে প্রকাশ পাইবে যেমত হীরকের দীপ্তি অন্ধকার

আগার মধ্যে রাখিলে জানাযায় এবং দুব্য বহনাদিও গমনাদি দ্বারা অত্যন্ত শ্রমযুক্তজন যেমত উপবেশনাদি করত সুখ সংভোগ করেন। আর যেমত দাহাদি দ্বারা স্বর্ণের উত্তমতা প্রকাশ পায় তাহার ন্যায় খর্ব্বতাদ্বারা মনুষ্য দীপ্তি ও মান্যতা ও সুখ ও জ্ঞান পায়েন। আর যেমত সাহস সংযুক্ত যেজন তিনি যদি আপদ সময়ে সাহসদ্বারা দুঃসাধ্য যে কর্ম্ম তাহা সাধন করেন তবেই তাহার সাহসের সার্থক নতুবা সে সাহসে কি প্রয়োজন সেইরূপ খর্ব্বতা ও নমৃতাদিযুক্ত ব্যক্তি যদি বিদ্যাদি উপার্জন করেন তবে সেই বিদ্যাদি সুখদেন নতুবা সে ব্যর্থ জানিবে অতএব তোমরা খর্ব্বতা ও নমৃতাবলম্বন করহ যে তদ্দারা জ্ঞান ও পরম সুখ হইবে।

ইহার উদাহরণ। মহারাজ সান্তনু তনয় ভীষ্ম অতি বলবান ও যোদ্ধা ও সর্ব্ব শস্ত্র ও শাস্ত্র বিদ্যায় নিপুণ ছিলেন তিনি খর্ব্ব ও নমৃতাবলম্বন হেতু পৃথিবী মণ্ডলে উত্তম যশঃ ও কীর্ত্তি ও সুখ্যাতি ও মান্যতা ও সর্ব্বপ্রিয়ত্ব পাইয়া পরমজ্ঞানদ্বারা পরম সুখীহইয়াছিলেন কিন্তু জমদগ্নি সুত পরশুরাম অতি মান্য ও সুখীছিলেন তিনি গর্ব্বহেতু অনেক২ স্থানে ক্ষোভ পাইয়াছেন এবং দশরথ তনয় শ্রীরামচন্দ্র যৎকালীন জনক রাজ নন্দিনী সীতাকে পরিণয়ন করিয়া আনয়ন করেন সেই সময়ে পথি মধ্যে ঐ পরশুরাম অতি গর্ব্ব পূর্ব্বক শ্রীরামচন্দ্র প্রতি আক্র

মণ করিলে শ্রীরামচন্দ্র নম্র হইয়া অনেক স্তুতি করিলেও পরশুরামের কৃপা হইলনা বরং গর্ব্বই প্রবৃদ্ধ হইল অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র সহ যুদ্ধারম্ভে পরশুরাম ক্ষোভ পাইলেন এবং পরশুরামের সুখ বিনষ্ট হইল।

প্রকারান্তর। গুজরাট নগর নিবাসি শচীবভট্ট অতি মান্য ও ধনাঢ্য ও বিদ্বান ছিলেন তৎপুত্র চিরংজীব ভট্ট অতি গর্ব্বহেতু সকল জনকে তাচ্ছল্য করেন কিন্তু অহঙ্কার দ্বারা বিদ্যা ও সুখপ্রভৃতি সকলি নষ্ট হইল তথাপি চিরংজীবের গর্ব্ব দুর হয় না। পরে শচীব ভট্ট পুত্রের মুর্খতা ও দুঃখ হেতু অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ঐ পুত্রের প্রতি প্রহার ও উত্তমনীতি শিক্ষাদ্বারা চিরঞ্জীব ভট্টের গর্ব্বকে খর্ব্ব করিলেন। পরে চিরঞ্জীব খর্ব্বতা ও নম্রতাদ্বারা সকলের প্রিয় হইয়া সর্ব্বথা শাস্ত্র চিন্তা ও শাস্ত্রালোচন দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্তিপূর্ব্বক পরম সুখ পাইলেন। অতএব মনুষ্যদিগের উচিত যে খর্ব্ব ও নম্র হয়েন।

উপদেশ তুচ্ছতা প্রাপ্ত শিশুর বয়োধিকে
দুরবস্থা বিষয়ক।

যে জন বাল্যাবস্থায় বিদ্যোপার্জ্জনবিষয়ে চেষ্টা ও পরিশ্রম ও সদুপদেশ গ্রহণ করেন না তাহার অধিক বয়সে অত্যন্ত মানসিক ও কায়িক ও বাচিক ক্লেশ হয় যেহেতু বাল্যাবস্থায় কোন সাংসারিক ব্যাপারে চেষ্টা করিতে হয়না আর কোন বিষয় চিন্তা নাই ও সতত অন্তঃকরণে স্বচ্ছন্দ ও

বিদ্যোপার্জন বিরোধি কোন কার্য্যের সম্ভাবনাও নাই অপর অভ্যাস শক্তি ও পরিশ্রম শক্তি প্রভৃতি সকলি আছে ইহাতেও বিদ্যাবৃদ্ধির প্রতি ও অধ্যয়নে যত্ন করেন না অতএব এমত জনের কিরূপে উত্তরকালে বিদ্যা ওতজ্জন্য সুখ হইবে যদ্যপি বয়োধিক হইলে আত্যন্তিক দুঃখহেতু বিদ্যাভ্যাসে যত্ন করে তবে সে সময়ে কি বিদ্যা হয় কিম্বা তজ্জন্যসুখ হয় কিছুই হইতে পারে না যেমত বর্ষাদি কাল অতীত হইলে ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে ফল জন্মে না তাহার ন্যায় জানিবে। আর বাল্যাবস্থায় বিদ্যাভ্যাস না করিলে উৎসাহ ও সাহস ও ইচ্ছা প্রভৃতি থাকে না। অপর অন্য ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিদ্বান ও প্রশংসিত হইব এই প্রকার যে ইচ্ছা তাহাও থাকে না ইচ্ছাও বিদ্যার প্রতি কারণ। আর যে ব্যক্তি বাল্যাবস্থায় তাচ্ছল্য করিয়া অধিক বয়সে চেষ্টা করেন তাহারদিগের কেবল পরিশ্রম আর বিলাপ করণ জানিবে। আর যদি কোনজন বাল্যাবস্থায় গর্ব্ব ও আলস্যাদি প্রযুক্ত বিদ্যাভ্যাস না করে তবে তাহার বয়োধিক হইলে কোন কার্য্যে মনঃস্থির হয় না কেবল সকল কার্য্যে বিরক্ত হয় আর যদ্যপি বয়োধিকে বিদ্যাভ্যাসে ইচ্ছা ও সুখ ও উপকার বোধ হয় তথাপি মনঃস্থির হয় না যেহেতু তৎকালীন মনুষ্যেরা সতত নানা বিষয়ে ভ্রমণ করে আর নূতন২ বিষয়ে নূতন২ উপদেশ দ্বারা ইচ্ছা হয় কিন্তু বয়োধিক্য হেতু সেই ইচ্ছা

স্থা ফল জন্মে না। অপর যতো অধিক বয়স হয় তত সং
সারাদি চিন্তা বৃদ্ধি হইতে থাকে অন্য চিন্তা উপস্থিতা হ
ইলে শাস্ত্র চিন্তা কি প্রকারে হইতে পারে। আর যেমত
বেলা যত গত হইতে থাকে তত ছায়াক্রমে২ বৃদ্ধি হয়
সেই প্রকার মনুষ্যদিগের যতোবয়োবৃদ্ধি হয় ততো রাগা
দি প্রবৃদ্ধ হইয়া বিদ্যাতে চাঞ্চল্য হয় আর উপদেশে চা
ঞ্চল্য ও অনুতাপ হয় এবং জ্ঞান জন্য যে আহ্লাদ ও উ
ত্তম অপকৃষ্ট দ্রব্যের আস্বাদ বৈলক্ষণ্য ও বিষয় সুখ প্রভৃতি
কিছুই হয় না। আর যাঁহারা অক্ষয় আনন্দজনক জ্ঞানো
পার্জন করেন এবং সতত পরমপদার্থান্বেষণদ্বারা কাল
ক্ষেপণ করেন তাহারা সকল সুখাস্বাদন করিতে পারেন
যেহেতু পরমেশ্বর কর্তৃক সৃজিত হইয়া তাঁহার সৃজিত
বর্ম্মে থাকেন তাহাতে তৎ সৃজিতবিষয় সুখ ও পরম
সুখ সাক্ষাৎ করিতে যোগ্য হয়েন। আর বস্তুতো ক্ষণিক
ইন্দ্রিয় জন্য সুখাপেক্ষা উত্তম যে পরম সুখ তাহাই বুদ্ধি
মান মনুষ্য অন্বেষণ করেন। অপর যেমন জয় ও রাজ্যার্থি
জন সতত নূতন২ জয় ও রাজ্য বৃদ্ধির নিমিত্ত যুদ্ধাদি
দ্বারা চেষ্টা করেন সেই প্রকার বিদ্যার্থি ব্যক্তি নানা পরি
শ্রমাদি দ্বারা বিদ্যা ও বিজ্ঞান ও জ্ঞান বৃদ্ধি ও নূতন২ অ
ভ্যাস ও নূতন২ রচনা প্রভৃতি করেন। আর সকলসাধু সমী
পে বিদ্বান মনুষ্য সততপূজ্য ও মান্য হয়েন এবং বিদ্বান
মনুষ্যের মৃত্যু হইলেও তাহার গুণ কীর্ত্তন সর্ব্ব রাজ্যে সর্ব্ব

মনুষ্যরা করেন। আর শাস্ত্রে ও ব্যবহারে এই আছে যে বাল্যাবস্থায় বিদ্যাভ্যাস যৌবনে বিষয় চেষ্টা বার্দ্ধক্যে তত্ত্বচিন্তা করিবে। অতএব হে বালকগণ তোমরা অহঙ্কার ও সুখবাসনাপ্রভৃতি পরিত্যাগপূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাস ও জ্ঞান চেষ্টা ও শাস্ত্র চিন্তা করহ অধিক বয়সে বিদ্যা পাইবে না সতত নানা দুঃখ ভোগ করিতে হইবে।

ইহার উদাহরণ। মহারাজাধিরাজ দিলীপ রাজা তৎসুত রঘু রাজা ছিলেন তিনি বাল্যাবস্থায় সতত বিদ্যাভ্যাস ও শাস্ত্র চিন্তা ও শাস্ত্রানুশীলন ও শাস্ত্র সন্দর্শনও শাস্ত্র রচনা করিয়া শিল্প শাস্ত্রাদিতে নিপুণ হইলেন অনন্তর যৌবনাবস্থায় ঐরঘুরাজা দিগ্বিজয় করতঃ সকল রাজ্যাধিপতি হইলেন তাহার ধনুর্ব্বিদ্যায় এমত পারদর্শিত্ব যে যৎকালীন দিলীপ ঐ রঘুকে অশ্বরক্ষার্থ নিয়োগ করেন তৎকালীন রঘুর ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম কিন্তু সকল রাজাকে পরাভব পাওয়াইয়া ইন্দ্রনামক জনসহ যুদ্ধ হইলে ইন্দ্রের বজ্র রঘু সন্নাপে পরাঙ্মুখ হইল ইন্দ্র ও রঘুকে নীতি ও বিনয় বাক্যদ্বারা যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিলেন আর রঘুর যে শাস্ত্রজ্ঞতা ও কীর্ত্তি ও যুদ্ধ নৈপুণ্য ও সুখ ও বিদ্যা তাহা মহাভারতে বিস্তৃত আছে। অপর দ্বারকা নিবাসি নিধিপতি নামা বিপ্রছিলেন তিনি সর্ব্বদা বাল্যাবস্থায় বনে২ গোরক্ষক গোপবালক সহ ভ্রমণ করিতেন আর কিঞ্চিৎ পিতৃধন ছিল তাহাতে অত্যন্ত অহঙ্কার প্রকাশ

করিতেন এবং উত্তম আহার উত্তম পরিচ্ছদে সতত ইচ্ছা ছিল এইরূপে বাল্যাবস্থা গতা হইয়া যৌবনার্দ্ধ গত হইলে পূর্ব্বধন ক্ষয় ও মান্যতাহানি ও পরিবারের অত্যন্ত ক্লেশ দেখিয়া বিদ্যাভ্যাসে মতি করিলেন কিন্তু তাহাতে যদ্যপি ইচ্ছা হইল মতি স্থির হয় না ও পরিশ্রম ও অভ্যাস করিতে পারেন না আর শাস্ত্র চিন্তনে সংসার চিন্তা উপস্থিতা হয় কেবল তাহাতে মনস্তাপ মাত্র কিছুই বিদ্যা হইল না। অতএব বাল্যাবস্থায় অবশ্য বিদ্যাপার্জ্জন করিবে নতুবা মনস্তাপ ও অপমান ও নানা দুঃখভোগ করিতে হয়।

দৃঢ়তাদ্বারা কার্য্য সিদ্ধি।

দৃঢ়তা থাকিলে মনুষ্যরা যদি বিদ্যা বৃদ্ধি ও ধনাপার্জ্জনে ও অন্য২ বিষয় কার্য্যে দৃঢ়তা করেন তবে তাহারদিগের ক্রমে২ তত্তদ্বিষয় অবশ্য সিদ্ধ হয় যেমত উচ্চ স্থান প্রাপ্তি নিমিত্ত ক্রমে২ সোপানদ্বারা তৎস্থান প্রাপ্তি হয় তাহার ন্যায় হইবে। আর যেমত মক্ষিকা প্রভৃতি ক্রমে২ দৃঢ়তর যত্নদ্বারা কিঞ্চিৎ২ মধু আনয়নপূর্ব্বক বহু সঞ্চয় করে তাহার ন্যায় মনুষ্যরা যে কর্ম্মে দৃঢ়তর যত্নপূর্ব্বক প্রবৃত্ত হয়েন তাহারদিগের সে কার্য্য অবশ্য সিদ্ধ হয়। অপর চিত্রকর প্রথমত পুত্তলিকার আকার নির্ম্মাণ করে অনন্তর সেই পুত্তলিকা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অলঙ্কারদ্বারা অতি মনোহর রূপতা পায় তাহার ন্যায় দৃঢ়তর যত্নসত্ত্বে সকল কার্য্যই ক্রমে২ সিদ্ধ হইয়া উত্তমতাকে পায়। এবং কচ্ছপ ক্রমে

ক্রমে মান্দ গতি দ্বারা ও দৃঢ়তর যত্নদ্বারা নির্ণীতস্থানকে প্রাপ্ত হয়েন কিন্তু বনবিড়াল অর্থাৎ খড়্কশের অতি দ্রুতগতি তথাপি যত্নাভাব প্রযুক্ত নির্ণীত প্রাপ্তি হয় না। অপর স্থান বিশেষে ক্রমে২ কিঞ্চিৎ২ মৃত্তিকা জন্মিয়া প্রস্তরত্ব পাইয়া পর্ব্বতাকার হয় ও ক্ষুদ্র নদী ক্রমে২ প্রবাহদ্বারা অতি প্রবলা হয় তাহার ন্যায় দৃঢ়তাদ্বারা অতি দুঃসাধ্য কার্য্য সাধন হইতে পারে। অতএব সতত সকল কার্য্যে দৃঢ় যত্ন করহ যে তদ্দ্বারা অবশ্য কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

ইহার উদাহরণ। অযোধ্যাধিপতি দশরথ সুত শ্রীরামচন্দ্র দৃঢ় যত্ন হেতু অতি দুঃসাধ্য প্রবলতর বারিধি উপরি সেতু বন্ধন করিয়া সমুদ্র লঙ্ঘনপূর্ব্বক লঙ্কাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এবং বহু২ লোক ও বহু২ রাজার দুর্গজয় করত আধিপত্য ও নানা প্রকার সুখ সম্ভোগ করিয়াছেন।

অপর আদিত্য সুত সুরথ নামা এক সম্রাট ছিলেন এই আদিত্য তনয়ের আদিত্য তুল্য প্রতাপদ্বারা সর্ব্বদা শত্রু সংঘ সংপ্ত হইত কিন্তু অতি নীচ কতগুলি শূকর খাদক আগমনপূর্ব্বক দৃঢ়তর প্রযত্নপ্রযুক্ত সুরথের সকল রাজ্য আক্রমণ করিল তাহাতে সুরথ রাজা অভিমানে নির্জন গহনে গমন করিলেন এবং ঐ কোল ধ্বংসিরা স্বচ্ছন্দে রাজত্ব করিতে লাগিল অতএব দেখ যে২ বিষয়ে দৃঢ়তাকরে মনুষ্যদিগের সেই২ বিষয় অবশ্য সিদ্ধ হয়। বিশেষতঃ বিষয় ও জ্ঞান ও বিদ্যাবিষয়ে অতিশয় দ্রঢ্য করা কর্ত্তব্য

তাহাতে মান্যতা ও পরম সুখ হইবে। আর লোকেও দৃষ্ট হইতেছে যে দৃঢ়তাদ্বারা বিদ্যা ও জ্ঞান প্রাপ্তিপূর্ব্বক মনুষ্য পরম সুখী হইতেছেন।

সভ্যতাবিষয়ক।

সতত সাধু নিকটে গমনশীল ও সদ্বৃত্ত ও সদাচারী ও নীতিজ্ঞ ও প্রিয়বাদী ও সরস কাব্য সংযুক্ত হিত বাক্য প্রয়োক্তা ও সরলচিত্ত ও শিষ্ট ও বহুদর্শী জনকে সভ্য বলা যায় এই সভ্যের যে ধর্ম্ম তাহার নাম সভ্যতা সভ্য তাদ্বারা সকল ব্যক্তি রাজ সমীপে মান্যতা ও রাজা প্রভৃতির প্রিয় পাত্র হইতে পারে। অতএব তোমরা সদাচার ও উত্তম অথচ প্রিয় বাক্য ও নীতিজ্ঞতা ও সারল্য ও শীলতা ও নম্রতা ও স্থিরতাপূর্ব্বক কর্ম্মাচরণ করহ যে তদ্দ্বারা পরম সুখী ও সভ্য হইবে আর সকল লোকে আদর করিবে। এই সভ্যকেই লোকে শিষ্ট কহেন অতএব শিষ্টতা ও সভ্যতার ভেদ নাই। সভ্যের যে সমস্তগুণ কহাগেল বাল্যাবস্থাবধি অভ্যাস করিলেই এই সমুদয় গুণালঙ্কৃত হওয়া যাইতে পারে নতুবা বয়আধিক্য হইলে কেবল ইহার বৈপরীত্য গুণমণ্ডিত হইতে হয় অর্থাৎ উত্তম বাক্যপ্রয়োগ পরিবর্ত্তে তদ্বিরোধি ও বিতণ্ডাবাদিত্ব ও অশ্রাব্য পরপীড়ক বাক্য কথন ও অতিহাস্য করণ ও চক্ষুর কুৎসিত ভঙ্গী করণ ও ভ্রূকৌটিল্য বক্তুকৌটিল্য ও অন্যাঙ্গ ভঙ্গী করণ ও কুটিলতা অল্পদর্শিত্ব ও অসদাচরণ ইত্যাদি সভ্যতার বিপ

রীত ধর্ম্ম বাল্যকালে শিক্ষা বিরতে অবিনীত ব্যক্তিদিগের দেহালঙ্কার হইয়া থাকে জানিবে এবং তদ্দ্বারা তুচ্ছতা ও নীচতাও অনাদর হয় অতএব হে বালকগণ বাল্যাবস্থাতে তোমরা সভ্যতা শিখিতে চেষ্টা করহ বয়োধিক হইলে সিদ্ধ মনোরথ হইতে পারিবেনা বরং ইহার বিপরীত ঘটিবে।

ইহার উদাহরণ। নোমানিয়ানগরীতে সুতনামক এক শূদ্রতনয় বাস করিতেন তিনি সর্ব্বদা প্রিয় ও সদ্বক্তা ও সদাচারী ও সরল চিত্ত ও শিষ্ট ও সমদর্শী ও সরস বচন প্রয়োগকর্ত্তা ও নীতিজ্ঞ ও প্রিয়বাদী ও সর্ব্বজন হিতবাদী ছিলেন এই সকলগুণহেতু তাঁহাকে সকল লোক মান্যতা ও আদর করিত এবং সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণও ঐ ব্যক্তিকে সম্মানপূর্ব্বক বক্তৃপদ প্রদান করিয়াছিলেন অতএব সুতের সভ্যতা এতদ্দারাই অনুমান করিবে। অপর সভ্যতা হেতু বিশ্বমান্য ও ধন্য হইয়া পরমজ্ঞান প্রাপ্তি পূর্ব্বক পরম সুখ পাইয়াছিলেন অতএব তোমরা সতত সাধু সমীপে সমাগমন করিয়া সভ্যতা শিক্ষা করহ তাহা হইলে সুত সম বিশ্বমান্য হইয়া সুখভোগী হইবে।

স্বকীয়দেশ প্রতিস্নেহ।

আপনার দেশ ও দেশস্থের প্রতি আদর ও মান্যতা ও ভক্তি ও স্নেহ অবশ্য কর্ত্তব্য ইহার দ্বারা সাধুতা হয় সাধুতাদ্বারা পরম জ্ঞান তদ্দ্বারা পরম সুখ হয়। আর স্বদেশস্থ যদ্যপি নীচ ও নিন্দনীয় হয় তথাপি তাহাকে

আদর করিবেন এবং স্বদেশ যদি মরুভূমি হয় তথাপি তাহাকে প্রশংসা করিবে কারণ সকলের প্রতি স্নেহ করিলে সকল লোক প্রীত হয় তাহাতে বসতির অতি সুখ হয় অপর আত্মীয়ানাত্মীয় সকলের সুখ চেষ্টা হেতু কোন জন সহ শত্রুতা থাকেনা আর অতি প্রবলরিপু কাম ক্রোধ ও হিংসাপ্রভৃতি থাকে না এবং সর্ব্বদা সকলের সুখ সংচিন্তনদ্বারা সমভাবোদয় হয় তদ্দ্বারা শীঘ্র জ্ঞান ও পরম সুখ প্রাপ্তি হয়। শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে জন্মস্থান ও বসতি স্থান ও জননীকে অধিক আদর করিবে আরো কহিয়াছেন যে স্বীয়দেশস্থ নীচ হইলেও তাহাকে বন্ধু জ্ঞান ও বন্ধুর ন্যায় আদার কর্ত্তব্য। ইহা ও লোকে দৃষ্ট হইতেছে যে দেখ অতি দুর দেশস্থ এক ব্যক্তির যদি স্বদেশীয় কোন জন সহ সাক্ষাৎ হয় তবে সেই প্রবাসস্থ ব্যক্তির যে কিরূপ আহ্লাদ জন্মে তাহা কি কহিব আপনারা অনুভব করিলে জানিতে পারিবেন। অপর স্বদেশস্থ যদি কেহ নীচ কিংবা শত্রুই হয় তথাপি কোন জনের আপদ উপস্থিতা হইলে স্বদেশস্থ যে প্রকার তাহার আপচ্ছান্ত্যর্থ চেষ্টা পায় সেই প্রকার অন্যদেশস্থ ভদ্র ও বহুকাল সংসর্গি হইলে ও করেন না। আর অনুভব করিবেন যে পশুপক্ষি প্রভৃতি ও যদি কোন কারণ বশত দেশান্তর গত হয় কিঞ্চিৎ কালানন্তর স্বদেশীয় কোন পশু

পক্ষির সহিত সংদর্শন হইলে সেই পশু পক্ষি অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়েন। এবং সেই পশ্বাদি পুনর্ব্বার স্বদেশে আগমন করিলে তাহার বোধ হয় যে প্রাণ পাইলেম আর মনুষ্যাদির যে হইবে তাহার কি আশ্চর্য্য।

ইহার উদাহরণ। কাঞ্চিপুর নিবাসি করুণাশূন্য করুণাময় নামক এক রাজপুত্রছিলেন তাঁহার সতত স্বদেশীয় জনের প্রতি দ্বেষ ছিল তাহাতে সদা সকল সহ শত্রতা ও বিরোধ হওয়াতে সর্ব্বদা অতিশয় অসুখ হইত অনন্তর এক দিন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বিবেচনা করিলেন যে কিঞ্চিৎকাল দেশ ভ্রমণ কর্ত্তব্য। পরে বহু দিবসাবধি নানা দেশ ভ্রমণ করতঃ একদিন একস্থানে এক স্বদেশস্থ পরম রিপু সহ সংদর্শনে অতিশয় আহ্লাদে মগ্ন হইয়া স্বাগতাদি প্রশ্নদ্বারা সেই শত্রুকে সন্তুষ্ট করিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক স্বদেশ প্রতি করুণাময়ের করুণা হইল। অনন্তর করুণাময় ঐ সত্রু সহ স্বগৃহে আগমন করিয়া স্বদেশ ও স্বদেশস্থের প্রতি অতি স্নেহ প্রকাশ করতঃ করুণাময়ের সকল শত্রু মিত্র হইলেন তাহাতে সর্ব্বদা সুখ হইলে করুণাময় স্বদেশস্থ সকল জনের প্রতি সমান জ্ঞান করতঃ কামাদি শত্রু সংঘের শমতাপূর্ব্বক পরম জ্ঞান ও পরম সুখ পাইলেন অতএব তোমরা স্বদেশস্থের প্রতি সমান মতি করহ তাহাতে পরম জ্ঞান ও পরম সুখ পাইবে।

সাহসবিষয়।

কার্য্য বিষয়ে যে অধ্যবসায় তাহার নাম সাহস সাহস দ্বারা লজ্জা ও ভয় ও পরিশ্রম ও আপদ জন্য ক্লেশ এই সকল মনুষ্যদিগের দূর হয় আর শরীর রক্ষা ও স্বচ্ছন্দে বসতি ও সর্ব্ব সহ মিত্রতা ও ধনোপার্জ্জন ও সুখ ও আপদ শান্তি ও দুঃসাধ্য সাধন ও বিদ্যা ও পরম জ্ঞান ও পরম সুখ হয় কিন্তু এই সাহস সৎকার্য্যে করিলে উক্ত ফল হয় আর অসৎকার্য্যে করিলে দুঃসাধ্যসাধন ও শ্রমের নুনতা হয় বটে কিন্তু কাম ক্রোধ প্রভৃতি প্রবৃদ্ধ হয় ও অন্য২ দোষ সমূহ ঘটে। অতএব সৎকার্য্যে সাহস অবশ্য কর্ত্তব্য দেখ বীরগণ জয় ও মৃত্যুতে সমজ্ঞান করিয়া সাহস হেতু অতি দুর্জ্জয়কে জয়করত রাজত্ব করিতেছেন। অপর শরীর পরিগ্রহণ করিলেই প্রায় মৃত্যু ও শোক ও ব্যাধি ও জরা ও সুখ ও দুঃখ ও মান্যতা ও অমান্যতা ও ধন ও দারিদ্র ইত্যাদি অবশ্য হয় অতএব সাহস করাই কর্ত্তব্য নতুবা মরণাদি অবশ্য হইবে ও দুঃখাদি ভোগ করিতে হইবে তাহা সাহস ব্যতিরেকে নিবারণ হয় বরং সাহস দ্বারা জ্ঞানাদি হইলে নিবৃত্তি হইতে পারে। আর যেমন উষ্ট্র মরুভুমিতে গ্রীষ্ম সময়ে পরিশ্রমহেতু উৎপন্না যে ক্ষুধা ও পিপাসা তাহাতে কাতর হয়েন না সেই প্রকার সাহসযুক্ত জনের পরিশ্রম ও আপদ বোধ হয় না। অপর সমুদ্র তীরস্থ পর্ব্বতকে অতিশয় জলবেগাদিদ্বারা টলাইতে পারেন না তাহার ন্যায় আপদ প্রভৃতি সাহসযুক্ত জনের

কিছুই করিতে পারে না। এবং যেমত সাহসদ্বারা রণে জয় হয় এইরূপ সাহস হেতু সকল আপদহইতে মুক্ত হয় কিন্তু সাহসহীন জন সকল হইতে লজ্জা পায় এবং দুঃখ সময়ে অত্যন্ত কাতর আর লঘুতা ও অপমান প্রাপ্তি আর অতি নীচেরো দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে হয়। এবং যেমত নল তৃণ অত্যল্প বায়ুদ্বারা আন্দোলিত হয় তাহার ন্যায় সাহস হীন জন আপদ ও দুঃখপ্রভৃতির লেশ মাত্রেক ম্পিত হয়েন এবং তাহার চিত্তে অতিশয় চঞ্চলতা ও দুর্ঘটনা হয় অপর স্বীয় বিষয়ে ও নৈরাস হয়। অতএব মনুষ্যদিগের উচিত যে বাল্যাবধি সাহসযুক্ত হয়েন তাহাতে অবশ্য মঙ্গল হয়।

ইহার উদাহরণ। শান্ত দান্ত সকল গুণ সম্পন্ন বিরাট রাজা ছিলেন তাহার প্রতাপ হেতু ভগদত্ত অতিশয় ভীত হইয়া কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে আশ্রয় করত স্থিতি করিতেন কিন্তু যৎকালীন ভীম কীচককে বধ করিলেন সেই সময়ে অতিতুচ্ছ ঐ ভগদত্ত দুর্য্যোধনের সাহায্যে সাহস করিয়া বিরাট রাজার উত্তর গোগৃহে ঐ বিরাট তনয় উত্তরকে পরাভূত করিয়া গোধন লইয়াছিলেন দেখ বিরাট রাজা ও তত্তনয় উত্তরের প্রতাপে ভগদত্ত চিরকাল অতিশয় আর্ত্তছিলেন কিন্তু ঐ বিরাট ও উত্তরের তৎকালীন কীচকা ভাবে সাহস হীনহওয়াতে অনায়াসে গোধন গৃহণ করিয়াছিল অতএব সাহাস থাকিলে অতি নীচ কর্ত্তৃকে

দুঃসাধ্য সাধন হয় বিশেষত বিদ্যা বিষয়ে সাহসের আবশ্যকতা হয় নতুবা সমুদ্রসম শাস্ত্র সংদর্শনে ভীত হইলে কি প্রকারে বিদ্যা হইবে।

ভীরুতা বিষয়।

সর্ব্বদা ভয় যুক্ত ব্যক্তিকে ভীরুবলা যায় এবং তন্নিষ্ঠ ধর্ম্মকে লোকে ভীরুতাকহে যে স্থলে শঙ্কা এবং আপদ সম্ভাবনা নাই ভীরুব্যক্তি সেস্থানে ও শঙ্কা ও আপদ উপস্থিত করে এবং তাহারা স্ববলের অল্পতা ও ভয়ঙ্করের ভয়ঙ্করতা জ্ঞান করিয়া থাকে। ভীরুতা অত্যন্ত দোষ জনিকা কারণ ভীরুব্যক্তি সমুদ্রপারে গিরিগহ্বরে কোটি২ সৈন্যে পরিবৃত থাকিলেও তাহার ভয় দূরেযায় না অতএব সতত সর্ব্বত্র ভীত ও শত২ সন্দেহাক্রান্ত ও সর্ব্বদা শঙ্কাসমুদ্রে মগ্ন যে ভীরুজন তাহাকে জগৎকর্ত্তা যে স্ত্রীত্ব না দিয়া পুরুষত্ব দিয়াছেন ইহা উচিত হয় নাই। অপর ভীরু ব্যক্তি ধন ও বিদ্যা ও জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে পারে না কেননা ভীরুর সকলকার্য্যে সতত ভয় জন্মে ভয় হইলে সকল কার্য্যের হানি হয় বিশেষত ধনোপার্জ্জনে অতি দুঃসাধ্য কর্ম্ম না করিলে কখন ধনোপার্জ্জন হইতে পারে না ধন কিছু আপনি ব্যক্তি নিকটে আগমন করে না এবং বিদ্যা ও জ্ঞান প্রাপ্তি বিষয়ে অনেক শ্রম ও সাহস না করিলে বিদ্যাদি হয় না। বিদ্যা অতি পরিশ্রম লভ্য আপনাকে অজরামর ভাবিয়া বিদ্যাচিন্তা করিতে হয় অ

অতএব চিত্ত মধ্যে যদি এমত শঙ্কা থাকে পরিশ্রম করিলে পীড়া জন্মিবে তবে কোন উপার্জ্জিত বিদ্যা হওয়া যায় না। আর সাহস ব্যতিরেকে সুখ হয় না কারণ ভয় প্রযুক্ত যদি অন্তঃকরণ সর্ব্বদা অস্থির থাকে তবে সুখানুভব কি প্রকারে হইবে। অপর ভীরু ব্যক্তির স্ত্রী ও পুত্র ও পরিবার ও বন্ধু ও মিত্র প্রভৃতি নিরন্তর বহু ক্লেশ পায় যেহেতু কর্ত্তা তুচ্ছীভূত হইলে সকল লোকই অপমান ও তিরস্কার ও বল ও শৌর্য্য ও বীর্য্য প্রকাশ করে তাহা ভীরুর আত্মীয়বর্গকে সহ্য করিতে হয় অতএব ভীরুতা যেমন ক্লেশপ্রদা এমত অন্য কিছুই নহে। অপর জ্ঞান কদাচ হইতে পারে না কারণ ভীরু ব্যক্তিদিগের চিত্ত সতত ভয়ে বিহ্বল বিশেষতঃ নিজ্জর্ন স্থান অতিশয় শঙ্কাকুল হয় অতএব ভীরু ব্যক্তির কি প্রকারে জ্ঞানোপাজ্জর্ন হইতে পারে কেননা নির্জনস্থলে চিত্ত স্থির করিয়া চিন্তা না করিলে কি প্রকারে জ্ঞান হইতে পারে এবং ভীরু ব্যক্তিকে সকলেই হেয়জ্ঞান করে অতএব সকলজন কর্ত্তৃক হেয় হইয়া জীবন ধারণে কি প্রয়োজন আছে। এবং দুষ্প্রাপ্য মানব দেহ পাইয়া যদি ধন ও সুখ ও শৌর্য্য ও বিদ্যা ও জ্ঞানাদি না হইল তবে সেই দেহে কি হইবে বরং তদপেক্ষা পশু ও পক্ষি প্রভৃতি জন্মকে ভাল বলিতে হইবে কারণ তাহারদিগের আহার নিদ্রাদি বিষয়ে সুখ আছে ভীরুর ভীরুতাহেতু স্বচ্ছন্দে নিদ্রাও হয় না আর বৈষয়িক সুখের বিষয়ে

কি কহিব। অপর কোন আশ্চর্য্য ব্যাপার উপস্থিত হই লে অতি মূঢ় ব্যক্তি ও তাহা দেখে কিন্তু ভীরুজনবিজ্ঞ হই লেও ভয় সম্ভাবনাহেতু সংদর্শন করিতে যোগ্য হয় না অতএব ভীরুতা অতি নিন্দনীয়া তৎপরিত্যাগই কর্ত্তব্য।

ইহার উদাহরণ। কর্ণাট দেশে কর্ণপুর নামা এক রাজা রাজ্য করিতেন তিনি অতি ভীত স্বভাব ছিলেন তাঁহার পিতৃবিয়োগানন্তর রাজত্ব প্রাপ্তি হইল এবং পিতৃ অমাত্য সকল সহিত রাজ্য করিতে লাগিলেন কিন্তু একদিবস কর্ণ পুর স্বীয় সৈন্যের শিক্ষা সময়ে অস্ত্রশস্ত্র ও বাদ্যাদি শব্দ শ্রবণে ভীত হইয়া বিচার স্থান পরিত্যাগ করত ভয়জ্বরে কম্পান্বিত কলেবর হইয়া অন্তঃপুর প্রবেশ করিলেন ইহা দেখিয়া কর্ণপুরের পিতৃমন্ত্রিগণ তাহাকে অশ্রদ্ধা করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল এবং কর্ণপুরের প্রতি সকলেই অশ্র দ্ধা করিতে লাগিল। কর্ণপুরের ভয়ের কথা কি কহিব স তত ভয় হেতু রজনীযোগে নিদ্রাতে আর্ত্ত হইলে ও তাহার নিদ্রা হইত না। পরে কতকগুলি দস্যু কর্ণপুরের ভীরুতা জানিয়া এক দিবস অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক কর্ণপুরকে ভয় দেখাইল তাহাতে কর্ণপুর আপনার রাজ্য পরিত্যাগ কর ত বনে প্রস্থান করিলেন এবং ঐ দস্যুগণ ঐ দেশে রাজত্ব করিতে লাগিল। দেখ ভীরুতাতে কি প্রকার ক্লেশ হয় ই হা বিবেচনা করিয়া যত্নপূর্ব্বক ভীরুতাকে পরিত্যাগ কর হ নতুবা কর্ণপুরের দশা প্রাপ্ত হইতে হইবে।

মহেচ্ছ কথা।

উৎকৃষ্টা ইচ্ছা আছে যে জনের তাহার নাম মহেচ্ছ এই মহতী ইচ্ছা দ্বারা মনুষ্যদিগের মর্য্যাদা ও সুখ্যাতি ও উত্তম কার্য্যে প্রবৃত্তি ও শিল্প বিদ্যা ও গ্রন্থ কর্ত্তৃত্ব ও সভ্যতা ও জ্ঞান প্রভৃতি জন্মে ইহার কারণ এক ব্যক্তি কর্তৃক রচিত গ্রন্থ ও শিল্পাদি সংদর্শনে অন্য ব্যক্তির মহতী ইচ্ছা হয় সেইহেতু সেই ব্যক্তি তদপেক্ষা উত্তম গ্রন্থ রচনা ও শিল্পাদি কর্ম্মে পারগ হয়েন এবং মহতী ইচ্ছা থাকিলা যদি কাহার সভ্যতা দর্শনাদি থাকে তবে অনায়াসে তাহার তত্তদ্গুণ জন্মিতে পারে। এবং যদি কেহ উত্তম পদ প্রাপ্ত হয়েন অন্যব্যক্তি মহতী ইচ্ছাহেতু তদপেক্ষা উত্তমপদ প্রাপ্ত্যর্থ বহুতর প্রয়াস পান তবে বিনাক্লেশে সুসিদ্ধ হইতে পারে আর যদ্যপি মহতী ইচ্ছা না থাকিত তবে মনুষ্যদিগের কোন কার্য্যে প্রবৃত্তি হইত না কার্য্যে প্রবৃত্তি না হইলে বিদ্যাদি কিছুই হইতে পারিত না তাহাতে জগৎকর্ত্তা যে সকল উত্তম বিদ্যাদির উপায় দেহ সহ সৃজন করিয়াছেন সে সকলি বৃথা হইত অতএব মনুষ্যদিগের উচিত যে মহতী ইচ্ছাদ্বারা সকল কার্য্য সাধন করেন অপর মহতী ইচ্ছা না থাকিলে ইহার বৈপরীত্য ঘটিত অর্থাৎ সাংসারিক কার্য্য কোনরূপে নির্ব্বাহ হইত না অতএব আবশ্যক কার্য্যে মহতী ইচ্ছা করা কর্ত্তব্য। আর দেখ মাকড়সা কীট মহতী ইচ্ছা হেতু অতি মনোহর জাল নি

স্মাণ করে আর বালূকা প্রভৃতি পক্ষিগণ অতি উত্তম বাস স্থান নির্ম্মাণ করিতেছে অতএব মনুষ্য মহতী ইচ্ছাবিশিষ্ট হইলে কি করিতে না পারেন।

ইহার উদাহরণ। ত্রিকূট পর্ব্বতে পদ্ম লাভ নামক এক ব্যক্তি বাস করিতেন তাহার ইচ্ছা মহতী ছিল তন্নিমিত্ত শিল্প ও শাস্ত্র বিষয়ে অতিশয় পরিশ্রম পূর্ব্বক বিদ্যা উপার্জন করিয়া ছিলেন এবং পূর্ব্ব২ গ্রন্থাপেক্ষা উত্তম২ ব্যাকরণ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা ও নূতন২ চিত্র ও অন্য২ শিল্প করত পৃথিবীমণ্ডলে অত্যন্ত খ্যাত ও মান্য হইলেন এবং উত্তম জ্ঞানোপায় গ্রন্থ রচনা করিতে লাগিলেন তাহাতে পদ্মনাভ স্বয়ং পরম জ্ঞান পাইলেন এবং ঐ গ্রন্থ অন্যদিগের ও জ্ঞান প্রাপ্তির উপায় হইল অপর কিয়দ্দিবসানন্তর তদ্দেশাধিপতি যে বিশ্বপতি তাহার মৃত্যু হইলে প্রজাবর্গ বিবেচনা করিলেন যে আমাদিগের দেশ ভূপতি শূন্য হইল ইহাতে পরে রাজশাসনাভাবে অতিশয় দৌরাত্ম্য হইবে অতএব এক জনকে রাজ্য ভারার্পণ কর্ত্তব্য কিন্তু ইহার মধ্যে রাজ যোগ্য জন কেহ নাই কেবল ত্রিকূট পর্ব্বতস্থ মহেচ্ছ ও বিজ্ঞ ও মান্য ও পরোপকারি পদ্মনাভ নামক একজন আছেন তিনিই ভূপতির যোগ্য অতএব তাঁহাকেই রাজা করা কর্ত্তব্য এই পরামর্শ পূর্ব্বক প্রজা সকল পদ্মনাভকে তদ্দেশাধিপতি করিলেন অনন্তর পদ্মনাভ রাজত্ব পাইয়া প্রজা প্রতিপালন ও

উত্তম বিচার করিতে লাগিলেন তাহাতে প্রজাগণ পূর্ব্বা পেক্ষা অতিশয় স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল। হে মনুষ্যগণ অতএব তোমরা মহতীইচ্ছাকরণে চেষ্টা করহ যে তদ্দ্বারা অতিশয় সুখ্যাতি ও মান্যতা উত্তমং শিল্প ও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা প্রভৃতি করিতে পারিবে।

যথার্থ বিচার বিষয়ক।

ক্রোধ ও লোভ ইত্যাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিতর্কাদি দ্বারা ন্যায়ানুকূল রে কথনাদি তাহার নাম যথার্থ বিচার যথার্থ বিচার দ্বারা সুখ্যাতি ও মান্যতা ও পদ বৃদ্ধি ও পরোপকার ও পরম জ্ঞান ও সাধু প্রতিপালন প্রভৃতি হয়। অতএব সদ্বিচার অবশ্য কর্ত্তব্য। আর যথার্থ বিচারদ্বারা সকল কার্য্য সিদ্ধ হয়। অপর যদি যথার্থ বিচার না হয় তবে সকলের পীড়া জন্মে পীড়া হইলে সকলেই ক্রুদ্ধ হয় তাহাতে নানা অনিষ্ট হইতে পারে। দৃষ্ট ও হইতেছে যে রাজা যদি অসদ্বিচার করেন তবে প্রজাদিগের কিপর্য্যন্ত ক্লেশ না হয় আর দেখ মনুষ্যের যদি এক মুদ্রা মিথ্যা যায় তাহাতে সেই মনুষ্যের আত্যন্তিক ক্ষোভ জন্মে আর অসদ্বিচার হেতু এক জনের ন্যায্যবিষয় বিনষ্ট হইলে সেই ব্যক্তির যে কত ক্লেশ তাহা কহিতে সমর্থ হইনা এবং সেই অসদ্বিচারি রাজাকে বিজ্ঞাবিজ্ঞ ও সদসৎ সকলই নিন্দা করেন। আর প্রজা পীড়ন হইলে রাজার অর্থ প্রাপ্তি হইতে পারে না তাহাতে রাজা স্বব্যয়

সঞ্চয়ার্থ হয়েন ব্যগ্র সুতরাং লোকে সেই রাজা উৎকোচ গ্রাহক অসদ্বিচারকরূপে ঘৃণ্যহয়েন যেমত এক পর্ব্বতে সিংহ ও ব্যাঘ্র ও হস্তী ও ভল্লক ও বানর ও মৃগ ও মহিষ ও ময়ূর এবং মনুষ্য প্রভৃতি সকলে থাকে কিন্তু ইহার মধ্যে যদি কেহ কুবর্ত্মে গমন করে তবে তাহার সেই ক্ষণেই প্রাণ নাশ পায় তাহার ন্যায় অসদ্বিচারি হইলেই ত্যক্ত জীবন হইতে হয়। আর যেমত সিংহগিরিবাসিগণ মধ্যে মান্য ও শ্রেষ্ঠ হইয়া স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে সেইরূপ সদ্বিচারিবর্গ ও স্বচ্ছন্দে মান্য ও ধন্য ও বদান্য হইয়া সুখে স্থিতি করিতেপারেন অতএব মনুষ্যদিগের উচিত যে সর্ব্ব কার্য্যে সর্ব্ব যত্নে সকলের প্রতি সদ্বিচার করেন তাহাতে সকল লোকেরি উপকার ও স্বচ্ছন্দে বাস হয় এবং সদ্বিচার দ্বারা শিষ্ট ও দুষ্ট লোক জানা যায় তাহাতে শিষ্টের পরম সুখ ও দুষ্টের দমন হইতে পারে। দেখ পিক ও পারাবত ও বক ও হংস ও ময়ূর ও শারস প্রভৃতি পক্ষিগণ একত্র সঞ্চরণ করে কিন্তু তন্মধ্যে অতি দুষ্ট কাক আগমন করিলে তাহাকে ঐ পক্ষি সকল অনাদর করে আর অন্য অহিংসক পক্ষিকে আদর করে। অতএব তোমারা সদ্বিচারে যত্ন করহ যে সুখী হইবে।

ইহার উদাহরণ। শ্যাম নগরে শিবদাস নামক এক রাজা ছিলেন তিনি ক্রোধ ও লোভ ইত্যাদি রিপুকে জয় করতঃ অতিশয় মান্য হইয়া সতত সদ্বিচার ও প্রজাপা

লন করিতেন তাহাতে ঐ শিবদাসের অতি সুখে কাল যাপন হইত এবং প্রজারা ও স্বচ্ছন্দে সুখসম্ভোগ করিত কিন্তু কিছুকাল পরে পিঙ্গল নামা একজন ঐ রাজার নিকটে উপস্থিত হইল সে সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় থাকিয়া উপাসনা ও কূলটা দ্বারা শিবদাসকে বশীভূত করিয়া তাহাকে কহিল যে মহারাজ তোমার এই সকল মন্ত্রি প্রভৃতি অতি কুৎসিত অতএব ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকে মন্ত্রিত পদে অভিষিক্ত করুন তাহাতে ঐ সিবদাস ঐ পিঙ্গলকে প্রায় সকল রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া কুলটাতে মগ্ন হইলেন এবং যদ্যপি কোন দিবস বিচার করণে প্রবৃত্ত হইতেন তথাপি পিঙ্গলের মন্ত্রণায় প্রায় অবিচারই হইয়া উঠিত এই প্রকারে ক্রমে২ অবিচার হেতু ঐ শিবদাসের প্রজাদিগের ধন ক্ষয় ও অন্য২ পীড়া হইতে লাগিল এবং শিবদাসের রাজ্যনাশ ও বুদ্ধিহ্রাস ও মানহানি ইত্যাদি হইল। অতএব সদ্বিচার অবশ্যই কর্ত্তব্য ।।

ধনোপার্জনের উপায়।

গো ও মহিষ ও মনুষ্য ও ধান্য ও বস্ত্র ও সুবর্ণ ও মণি ও প্রবাল ও মুদ্রা ইত্যাদি নানাপ্রকার পদার্থকে ধন বলা যায় এই ধন আপনার অধিকার গত করণের কারণীভূত যে কর্ম্ম তাহার নাম ধনোপার্জ্জন এতদ্বিষয়ের কতিপয় উপায় আছে তদবলম্বন মনুষ্যদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রথম সভ্যতা পূর্ব্বক চেষ্টা করণ দ্বিতীয় মনোযোগ পূর্ব্বক

পরিশ্রম করণ তৃতীয় যেং কর্ম্ম কর্ত্তব্য হয় তাহা শ্রেণী পূর্ব্বক স্বং রীতির অনুসারে সম্পন্ন করা বিধেয় আর যদি শ্রেণীপূর্ব্ব ও রীত্যনুসারে না করা যায় এবং এককার্য্যের শেষ না হইতে যদি অন্য কার্য্য আরম্ভ হয় তবে সেকার্য্য সিদ্ধ হয় না অতএব শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে যে কর্ম্ম পূর্ব্বাহ্নে করিলে হয় এবং অপরাহ্নে করিলে ও হইতে পারে সেই কর্ম্ম পূর্ব্বাহ্নেই বিধেয় অপরাহ্ন অপেক্ষা উচিত নহে আর যেং কার্য্য অদ্য করিলে হয় পর দিনে করিলে ও চলে সেইং কার্য্য অদ্যই কর্ত্তব্য পরদিব সাপেক্ষা কর্ত্তব্যা নহে। দেখ মধুমক্ষিকাগণ কতং দেশ ভ্রমণকরতঃ পরিশ্রমদ্বারা বনজ ও স্থলজ পুষ্পের মধু আনয়নপূর্ব্বক সঞ্চয় করিতেছে আর ধীবরগণ শ্রেণীপূর্ব্বক রীত্যনুসারে জালনিপাতনদ্বারা বহুং মৎস্য ধরিতেছে অতএব উক্ত উপায় ত্রয় দ্বারা ধন সঞ্চয়ে সকলেই উদ্যোগী হও আর ধনাকাঙ্ক্ষি জন তুচ্ছ কর্ম্মে ও যত্ন করিবেন কেননা তুচ্ছ কার্য্যদ্বারা ও ধন সঞ্চয় হইতে পারে এতদ্ভিন্ন ধনসঞ্চয়ের এক প্রধান উপায় আছে অর্থাৎ নিরহঙ্কৃত ও অনলস হইয়া বাণিজ্যকরণ কারণ বাণিজ্য সর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্র ধন প্রদহয়। আর যদি বল যে যেজনের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও কার্য্যে তৎপরতা নাই তাহার ধন কি প্রকারে হইতেছে এবং যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান ও বিদ্বান ও কার্য্যে তৎপর সে ব্যক্তিরো ধন দেখাযায় না ইহা সত্য বটে

কিন্তু যেমত গমন শক্তি বিহীন অতিবৃহৎ সর্প অরণ্য মধ্যে পতিত হইয়া থাকে পশুপক্ষি প্রভৃতি ঐ সর্পকে দর্শন না করিয়া তন্মুখ সমীপস্থানে গমন করিলে ঐ সর্প সেই পশুপক্ষি আদিকে আহার করে সেই প্রকার বুদ্ধি হীন ও কার্য্যতৎপরতা রহিত ব্যক্তির মিত্রাদির আনুকুল্যাদি হেতু ধন হয়। অপর যেমত চাতক পক্ষী পৃথিবীস্থ জলের প্রতি তাচ্ছল্য করিয়া কদাচিৎ২ বহু যত্নেও মেঘ নিঃসৃত জল পায় না সেই রূপ বুদ্ধিমান অথচ কর্ম্ম তৎপর মনুষ্যের তাচ্ছল্যাদি রূপ কারণ বশত ধন হয় না। অতএব তোমরা উক্ত উপায়দ্বারা অলস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধনোপার্জ্জনে যত্ন করহ। তাহাতে অবশ্য ধনোপার্জ্জন হইতে পারে শাস্ত্রেও কহিয়াছেন যে ধনদ্বারা মনুষ্যদিগের কোন আপদ্ থাকে না এবং মান্যতা হয় আর শত্রু ও মিত্রের ন্যায় আচরণ করে আর সকলেই বশীভূত থাকে ধনদ্বারা শোক ও মোহাদি হয় না এবং বুদ্ধির প্রখরতা ও জ্ঞান প্রাপ্তি হয় অতএব পরিশ্রম ও বাণিজ্য ইত্যাদি দ্বারা ধনোপার্জন করহ ধন ব্যতিরেকে সংসারিগণের সতত ক্লেশ ও মনস্তাপ প্রভৃতি হয়।

ইহার উদাহরণ। কৌশিকী নদীতীরে যোগীন্দ নামা এক বৈশ্য ছিলেন তাহার সকল কার্য্যে সদা তাচ্ছল্য ছিল কিন্তু কিঞ্চিৎ পৈতৃক অর্থ ছিল তাহার দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করিতেন কিয়দ্দিবসানন্তর ঐ পৈতৃক

ধন ক্ষয় পাইলে ঐ যোগীন্দ্র ও তৎপরিবারে অতিশয় ক্লেশ হইতে লাগিল তাহাতে তৎপরিবার ওতদাত্মীয় গণ যোগীন্দ্রকে বহু তিরস্কার করেন তৎপ্রযুক্ত যোগীন্দ্র অত্যন্ত বিবেকী হইয়া বিদ্যাবিষয়ে বহুপরিশ্রম ও তন্নগ রাধিপতি সমীপে গমনাগমন করণে প্রবৃত্ত হইলেন কিছু কাল পরে নানা শিল্প ও শাস্ত্রাদিতে নিপুণ হইলে রাজার ও অন্য২ জনের সমীপে যোগীন্দ্র মান্য হইলেন এবং মা ন্যতা প্রযুক্ত রাজা মাসিক কিছু২ অর্থ প্রদান করিতে লাগিলেন কিন্তু সেই নিবন্ধে যোগীন্দ্রের পরিবার প্রতি পালন হয় না। অনন্তর যোগীন্দ্র বিবেচনাপূর্ব্বক অলস পরিত্যাগ করিয়া অতিশয় পরিশ্রম করত নানা দ্রব্যের ব্যবসায় করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহাতে বহুলভ্য হওয়াতে অল্পদিন মধ্যে যোগীন্দ্র অতি ধনী হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। অতএব অলস ত্যাগ করি য়া পরিশ্রম ও চেষ্টা ও ব্যবসায় করহ শীঘ্র ধন হইবে।

ধনি কথা।

বিশেষ২ উপার্জনে ধনী নানাপ্রকার হয় তাহার মধ্যে উপার্জনরূপ কারণ আর উপকারাদি করণরূপ কার্য্য ইহার ভেদে ধনি উত্তম ও মধ্যমও অধম এই তিন প্রকার হয়েন। ইহার মধ্যে যে জন শিল্প ও বিদ্যা ইত্যাদি দ্বারা পরা নিষ্ঠ রহিত হইয়া ধনোপার্জন করিয়া দরিদ্র ও ক্ষুধার্ত্ত ও অনাথ প্রভৃতিকে আদরপূর্ব্বক অন্ন ও বস্ত্রাদি প্রদান

করত ইহারদিগের প্রতি দয়া করেন কিন্তু অহঙ্কারাদি রহিত হইয়া যেজন পরিমিতপূর্ব্বক কেবল সদ্ব্যয় করেন সেই ব্যক্তিই উত্তম ধনী জানিবে। আর যে জন নৃত্য ও সংগীত প্রভৃতি দ্বারা ধনোপার্জ্জন করেন এবং লৌকিক কার্য্যে ব্যয় করেন সেই ব্যক্তি মধ্যম ধনী আর যে জন পরের অনিষ্ট করেন না কিন্তু নিন্দনীয় কার্য্যদ্বারা ধনোপার্জ্জন করত অহংকার পূর্ব্বক খেলাদি অসৎ কর্ম্মে ব্যয় করেন সেই ব্যক্তি আর পরের অনিষ্টজনক চৌর্য্যাদিদ্বারা যে জন ধনোপার্জ্জন কারী সেই জন আর কৃপণ ইহারা অধম ধনী হয়েন। কিন্তু সংসারি জনগণের বহু যত্নে ধন হয় এবং সেই ধনকে প্রাণ হইতে ও শ্রেষ্ঠ করিয়া সকলে মানেন অতএব ধনিদিগের উচিত যে অহংকার রহিত হইয়া সদ্বিবেচনাপূর্ব্বক ঐ ধনদ্বারা সতত সৎকর্ম্ম করেন এবং সর্ব্বদা পরোপকার আর দীন ও অনাথ প্রভৃতির প্রতি দয়া আর আতুর ও খঞ্জ ও অন্ধাদিকে অন্বেষণ পূর্ব্বক অন্ন বস্ত্রাদি প্রদান করেন। অপর গুণিগণকে আশ্রয় প্রদান ও বিদ্যার্থিগণের প্রতি যত্নপূর্ব্বক অর্থ ব্যয় করা উচিত কেননা এতদ্বিষয়ে ব্যয় করিলে অনেক মনুষ্যের বিদ্যাভ্যাস করণে আহ্লাদ হইবে এবং যাহারা আহারাভাবে বিদ্যাভ্যাস করিতে পারিতেন না তাহারা অত্যন্ত উৎসাহযুক্ত হইয়া বিদ্যা উপার্জ্জন করিবেন তাহাতে বহু লোকের উপকার হইবে আর অনেকের মূর্খতা দূর হয় ইহাতে

ধনি ব্যক্তির সতত আহ্লাদ ও সুখ জন্মে আর সকল দে
শে সকল লোকে সেই ধনির কীর্ত্তি সংকীর্ত্তন করেন
আর সর্ব্বত্র তাহার মান্যতা হয়। এবং ধনিগণের এই
কর্ত্তব্য যে যদ্দ্বারা চিরকাল কীর্ত্তি থাকে যেহেতু ধন চির
কাল থাকে না কেবল কীর্ত্তি চির স্থায়িনী হয়েন ইহা লো
কে ও দৃষ্ট হইতেছে যে এই পৃথিবীতে অতি ধনাঢ্য বহুং
মনুষ্য ছিলেন এবং এক্ষণে আছেন কিন্তু যাঁহারা সৎকার্য্য
ও উত্তমা কীর্ত্তি করিয়াছেন এবং করিয়া থাকেন তাহার
দিগের যশঃকীর্ত্তন অদ্যাপি সকল লোকে করিতেছেন
আর যে ব্যক্তির দীন অনাথগণের প্রতি দয়া নাই এবং
বিদ্বান ও গুণিগণে অনাদর ও অর্থ ব্যয় ভয়ে বিদ্যার্থিগ
ণের প্রতি অনামোদ হয় আর চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি নাই
সেই ব্যক্তির মাতার গর্ভধারণ পোষণাদি জন্য ক্লেশ
এবং তৎপিতার ও তৎপরিপালনার্থ দুঃখ এবং তাহা
রো গর্ভ যন্ত্রণা মাত্র হয় আর সেই ব্যক্তির জনমে কি
ফল কিছুই প্রয়োজন নাই। দেখ সমুদ্র নানা রত্ন ব্যয় হেতু
পৃথিবী মধ্যে যাবন্নদী আছেন সেই সকল নদীর আধি
পত্য পাইয়াছেন এবং হিমালয় নানা রত্ন ব্যয়ে পর্ব্বতগ
ণের রাজা হইয়াছেন। আর পৃথিবী ধান্যাদি নানা বস্তু
দ্বারা পরের উপকার করিয়া শ্রেষ্ঠা হইয়াছেন অতএব তো
মরা সদ্ব্যয় করহ যে তদ্দ্বারা মান্যতা ও সুখ ও পরমজ্ঞান
পাইবে।

দাতৃত্ব বিষয়ক।

আপনার উপকার হইবে এমত উদ্দেশ না করিয়া দয়া হেতু অন্যের দুঃখাদি শান্ত্যর্থ যে ব্যক্তি অর্থ ব্যয় করেন তাঁহার নাম দাতা এই দাতার যে স্বভাব তাহার নাম দাতৃত্ব। পৃথিবী মণ্ডলে যাবৎকার্য্য আছে তাহার মধ্যে দান প্রধান কর্ম্ম। এবং পৃথিবীতে জন্মিয়া যে জন দীন ও অনাথদিগের প্রতি দয়া করেন না আর ইহারদিগের ও অন্যান্যের উপকার ও ক্লেশ শান্ত্যর্থ চেষ্টা যদি না করেন তবে তাঁহার সেই ধনে কি প্রয়োজন এবং তাঁহার জীবনেই বা কিফল। দাতৃত্ব সকল হইতে উত্তম কেননা দাতৃত্বহেতু দরিদ্র প্রভৃতি বহু২ লোক আহারেতে জীবন পায় এবং দীন ভিন্ন ও বহু মনুষ্য আপদ হইতে মুক্ত হয়েন তাহাদের স্বচ্ছন্দ হইলে দাতার যে কি সুখোদয় হয় তাহা বর্ণনা করা যায় না। এবং দান শীল মনুষ্য অতিশয় মান্য হয়ে সামান্যাহেতু পরম সুখ পান। দাতৃরূপ যে নদ তাহার দানরূপ জল তাহাতে করুণাকার স্রোত আছে এই স্রোত দ্বারা পৃথিবীস্থ সকলের উপকার হয় এবং ঐ স্রোত জলাভিষেকে ঐ দাতৃরূপ নদতীরে এক দাতৃত্বরূপবীজ সংস্থাপিত হইয়া তাহাতে ভদ্রতাস্বরূপ বৃক্ষ হয় এই বৃক্ষ ক্রমশ প্রবৃদ্ধ হইলে তাহাতে পরোপকারিত্বস্বরূপ এক ফল জন্মে ঐ ফলদ্বারা পৃথিবীর সকলেরি উপকার হয়। আর যেমত পদ্মাদি পুষ্পের স্বভাবতঃ সৌকুমার্য্য মাধুর্য্য গন্ধ প্রকাশ পায় তাহার ন্যায় দানশীল ব্যক্তির চিত্তে উত্তম২ কর্ম্ম

উদয় হয়। আর দাতার চিত্তে কখন উদ্বেগ জন্মে না এবং সতত সুখ ও পর সুখ সংদর্শনে পরমাহ্লাদ জন্মে। আর অন্যের নিন্দা করা দূরে থাকুক অন্যের নিন্দা শ্রবণ ও করেন না এবং পর পীড়ায় পীড়িত হইয়া তাঁহারদিগের সেই পীড়া শান্তির নিমিত্ত সর্ব্বদা চেষ্টা পায়েন। অপর সকল ব্যক্তিরি সুখ বৃদ্ধি হয় এমত চেষ্টায় সর্ব্বদা থাকেন আর কোন জনের প্রতি দাতা ব্যক্তি কটুবাক্য ও ভৎর্সনা ও দ্বেষ ও হিংসা করেন না। এবং ঐ দাতার প্রতি যদি কেহ দৌরাত্ম্য করেন তবে দাতা তাঁহার দোষ মার্জ্জনা করেন আর প্রতি হিংসাকে চিত্তেও স্থান প্রদান করেন না আর দানশীল সমীপে শত্রু ও শোক ও দুঃখাদি পাইলে দাতা তাহারো শোক দুঃখ প্রভৃতির নিবারণার্থ যত্নপূর্ব্বক চেষ্টা করেন তাহাতে যদি সেই দুঃখাদি নিবারণ হয় তবে দান শীল ব্যক্তি অতিশয় আহ্লাদিত হয়েন। এবং দানশীল জনের সতত আহ্লাদ ও সুখ হয় কদাচিদ্দুঃখ হইতে পারে না। অতএব তোমরা দানশীল হও যে তাহাতে সতত সুখ পাইবে এবং পৃথিবী মধ্যে কেহ শত্রু থাকিবে না সকলই মিত্র হইবে দেখ দাতৃত্ব ভিন্ন অন্য এমত শ্রেষ্ঠ কি আছে।

পরোপকার বিষয়ক।

আপনার উপকারে উদ্দেশ থাকুক কিম্বা না থাকুক শারীরিক পরিশ্রমাদিদ্বারা পরের যে আনুকূল্য করণ তাহার

নাম পরোপকার কিন্তু আপনার উপকার উদ্দেশ না করিয়া যে জন পরের উপকার করেন সে ব্যক্তি অতিশয় প্রশংসনীয় হন পরোপকারদ্বারা শত্রু মিত্র সকলেই বশীভূত হয়েন এবং মান ও সুখ প্রভৃতি প্রাপ্তি হয় মনুষ্যদিগের সর্ব্বদা পরোপকার করা অতি কর্ত্তব্য সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বদেশে এবং সকল জাতীয়দিগের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিতা আছে যে পরোপকারের পর ধর্ম্ম নাই অতএব উচিত যে পরস্পর মনুষ্যেরা কথা কিম্বা অর্থ কিম্বা কায়িক শ্রম অথবা বুদ্ধি সৎপরামর্শ প্রভৃতি দ্বারা সাহায্য করেন। দেখপরমেশ্বর জীব প্রভৃতি সৃজন করিয়াছেন এবং তৎসমুদয় দ্বারা অন্যং মনুষ্যদিগের উপকার হইতেছে তাহার উদাহরণ ধেনু আপন বৎসস্বরূপ জ্ঞান করিয়া দুগ্ধ প্রদান দ্বারা পরোপকার করে এবং বৃষগণ মনুষ্যের হিতার্থ কর্ষণাদি করিয়া শস্য জন্মাইতেছে অশ্ব আপন পৃষ্ঠে করিয়া মনুষ্যদিগকে বহন করিতেছে এবং ক্ষুদ্রকীটরা মনুষ্যের মহোপকার করিয়া থাকে দেখ মধুমক্ষিকা মধু সঞ্চয় করিয়া কত উপকার করিতেছে এবং গুটি পোকা পট্ট সূত্র নির্ম্মাণপূর্ব্বক আপন শরীরকে বদ্ধ রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াও মনুষ্যদিগের নানা প্রকার উপকার জন্মাইতেছে মেষ আপন শরীরস্থ লোমদ্বারা মনুষ্যদিগের রাঙ্কব বস্ত্র প্রভৃতি জন্মাইয়া কত উপকার করিতেছে জগৎ কর্ত্তা যে পরমানন্দময় পরমেশ্বর তিনি এই জন্তু

ও কীট দ্বারা মনুষ্যদিগের উপকার করিতেছেন কারণ এই সকল সন্দর্শনে মনুষ্যরা পরের উপকার করিবেন। আর জল অগ্নি বায়ু ও তেজ এবং বৃক্ষ ও মৃত্তিকা এবং নানা প্রকার দ্রব্য তৃণ ও রৌপ্য ও লোহ প্রভৃতি দ্বারা কত উপকার হইতেছে ঐ জল অগ্নি বায়ু ইত্যাদি যদি না থাকিত তবে মনুষ্যদিগের জীবন ধারণকরা কিরূপে হইত মনুষ্যদিগের হিতার্থ শস্য জন্মাইবার জন্য বৃষ্টি ও রৌদ্র ও বর্ষাদিকাল ইত্যাদি করিয়াছেন এবং বিজ্ঞরা যে নানা গ্রন্থ করিয়াছেন তাহা কেবল সর্ব্ব সাধারণের হিতার্থ কেন না ঐ সকল গ্রন্থ সংদর্শেনে সকলের পরম তত্ত্ব জ্ঞান উদয় পায়ও মূর্খতা দূর হয়। হাতিমতাই নামক এক ব্যক্তি যবন পরহিতার্থ অনেকানেক দুর্গম স্থানে গমন এবং বহুদূরে ভ্রমণ আর যে স্থানে গমন করিলে এবং যে কর্ম্ম করিলে প্রাণ বিনাশ হয় তাহাও স্বীকার করিয়াছিলেন নানা প্রকার পরের উপকার হয় রোগীদিগের ঔষধ দানদ্বারা আরোগ্য করণ এবং দরিদ্রদিগকে অন্ন বস্ত্রদান এবং বিদ্যা দান এই সকল দ্বারা পরের উপকার করা উচিত। অতএব এমন যে উত্তম পরোপকার তাহা করিতে সকলে যত্ন করহ তাহাতে সর্ব্বজন সমীপে মান্য হইবে।

কৃপণতা বিষয়ক।

ধন বিদ্যমানে যে জন ধন ভোগ ও ব্যয় করিতে সমর্থ হয়েন না তাঁহাকে কৃপণ বলা যায় ইহাঁর যে ধর্ম্ম তাহার

নাম কৃপণতা। যেমত দন্তহীন কুক্কুর মাংসাদি রহিত আদ্র অস্থি পাইলে সেই অস্থি সুতরাং ভোগ করিতে পারেনা এবং অন্য কুক্কুরকেও দিতে সমর্থ হয় না কেবল জিহ্বাদ্বারা ঐ অস্থিকে পুনঃপুন লেহনকরে সেই প্রকার কৃপণ ব্যক্তি ধন ভোগও ব্যয় করণে সমর্থ হয়না কেবল স্থানান্তরে সংস্থাপনহেতু হস্ত সংযোগমাত্র করে। কৃপণ ব্যক্তির নাম কেহ কাদাচ স্মরণ করেন না কারণ কৃপণ হইতে কোন উপকার হয় না এবং কৃপণের সহিত সাধু লোকেরা আলাপওকরেননা আর তাহার কোন জনের সহিত সংপ্রীতি থাকেনা। যেমত পক্ষিগণ বাসস্থানে স্বীয়শাবককে রাখিয়া আহারার্থ অন্যত্র গমন করিয়া ও সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকে তাহার ন্যায় কৃপণের ধন রক্ষার্থ সর্ব্বদা উদ্বেগ জন্মে।আর ধন ব্যয় হইবে এই ভয় হেতু কৃপণ ব্যক্তির স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি স্নেহ থাকেনা যদ্যপি স্ত্রী পুত্রাদির আহারাভাবে প্রাণ পরিত্যাগ হয় তথাপি কৃপণ ধন ব্যয়করিতে সমর্থ হয় না। আরো দেখ কর নিমিত্ত রাজা যদি কৃপণকে বহু ক্লেশ দেন ও রাজ দণ্ড হেতু তাহার যদি প্রাণযায় ও চিরকাল কারাগারে বদ্ধ থাকিতে হয় তথাপি রাজাকে করাদি দেয় না যেমত সর্প বিশেষ প্রাণ পরিত্যাগ স্বীকার করে তথাপি মণিদিতে পারেনা আর যদি কেহ কোন উপায় দ্বারা ঐ মণি লয় তবে সেই সর্প মণি শোকে প্রাণত্যাগ করে ধন বিনাশ পাইলে কৃপণ

সেই শোকে কাতার হইয়া পরিত্যক্ত জীবন হয়। অপর কৃপণব্যয় কুণ্ঠ এই হেতু প্রায় সকলের সহিত শত্রুতা জন্মে আর কৃপণের ধনাশা ক্রমশঃ প্রবৃদ্ধ হয়, তাহাতে ধনোপার্জন করিয়া কদাচ তৃপ্ত জন্মেনা বরং সেই আশা হেতু মনঃক্ষোভ ও নানা পীড়া জন্মে শাস্ত্রেও কহিয়াছেন যে আশা পরম দুঃখের কারণ আর নিরাশা পরম সুখ প্রদা অতএব দাতা মনুষ্যের নৈরাশ্য হেতু সর্ব্বদা সুখ সম্ভোগ হইতেছে। আর কৃপণব্যক্তি আহারাভাবে আপনার প্রাণ পরিত্যাগ হইলে ও স্বধন ব্যয়ে আহার করণে সমর্থ হয় না। দেখ উন্দুরুগণ বহু আয়াসপূর্ব্বক শস্য সংযুক্ত ক্ষেত্রে গর্ত্ত করিয়া সেই বিবর মধ্যে ধান্যাদি সঞ্চয় করে এবং ভক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না কিন্তু উঞ্চ বৃত্তি রত মনুষ্যরা সেই গর্ত্ত খননপূর্ব্বক সেই ধান্যাদি গ্রহণ করে ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে তথাপি কৃপণতার এমত চমৎকার প্রাদুর্ভাব যে কৃপণদিগের ইহা বোধ হয় না যে পরিবারকে ক্লেশ ও আপনার দুঃখ স্বীকারকরতদীনহীনদিগকে না দিয়া সঞ্চয় করিলে পরে সেইধন কে ভোগ করিবে শাস্ত্রেও কহিয়াছেন যে কৃপণের ধনে অগ্নি ও তস্কর ও দস্যু প্রভৃতির অধিকার হয় অর্থাৎ কৃপণ ধন দান ও ভোগ করিতেপারে না শুদ্ধ দস্যুতস্করাদি অপহরণ করিয়া লয় অতএব কার্পণ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক দীন ও অনাথদিগকে অন্ন বস্ত্রাদি দেহ

ও আপনি ও ভোগ করহ নতুবা আপনি ক্লেশ পাইয়া ধন সঞ্চয় রাখিলে অপরের ভোগ যাত হইবে।

প্রতিজ্ঞা রক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য।

আমি এই কর্ম্ম করিব এই প্রকার যে কথন তাহার নাম প্রতিজ্ঞা বিজ্ঞদিগের উচিত হয় পুর্ব্বে বিবেচনা করেন যে প্রতিজ্ঞেয় কার্য্য সুসাধ্য কি দুঃসাধ্য এবং তৎকার্য্য করণে তাঁহারদিগের ক্ষমতা আছে কি না অনন্তর যদি প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে শক্ত হয়েন তবে প্রতিজ্ঞা করা কর্ত্তব্য কারণ প্রতিজ্ঞা করিয়া যদি প্রতিজ্ঞাত কার্য্য নির্ব্বাহে অসমর্থ হয়েন তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ জন্য নিন্দা ও মিথ্যাবাক্য হয় তাহাতে বিজ্ঞাবিজ্ঞ সাধারণ জন সমীপে তুচ্ছতা প্রাপ্ত হইতে হয়। আর কোনজনের অনুরোধে কিংবা লজ্জা প্রযুক্ত যে প্রতিজ্ঞা করা সে অতি অজ্ঞের কর্ম্ম যেহেতু কোন কারণ বশত প্রতিজ্ঞা ভগ্ন হইলে সুতরাং সে অনুরোধ ব্যর্থ আর লজ্জা ও দ্বিগুণা হয় আরো তদ্ভিন্ন বাক্যের মিথ্যাত্ব ও প্রতিজ্ঞাভঙ্গ জন্য দোষে দোষী হইতে হয় অতএব তদপেক্ষা প্রতিজ্ঞার পূর্ব্বে লজ্জা ভয় ও অনুরোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা না করাই উত্তম। অপর কুৎসিত অজ্ঞ জনগণ অনায়াসে শীঘ্র প্রতিজ্ঞা করেন কিন্তু পরক্ষণে তাহা আর চিত্তে উদয় পায়না তাহারা প্রতিজ্ঞাভঙ্গে যে দোষ নিন্দা ও তুচ্ছতা ও অবিশ্বাস ইত্যাদি হয় তাহা অন্তঃকরণে স্থানদান ও করেন না। আর

বিজ্ঞ মনুষ্যগণ অনেক বিবেচনাপূর্ব্বক বহু বিলম্বে যে কার্য্য সাধন যোগ্য ও যাহাতে ক্ষমতা আছে এমত কার্য্যে নিয়ম ও প্রতিজ্ঞা করেন আর সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ প্রাণ দান করিয়াও কার্য্য সাধন করেন। অতএব তোমরা বিবেচনা পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা ও নিয়ম করিবে যাহাতে প্রতিজ্ঞা ও নিয়ম রক্ষা পায় কেননা যদ্যপি রক্ষা না হয় তবে লোকে নিন্দা ও তুচ্ছতা ও অবিশ্বাস করিবে।

সুখ বিষয়ক।

দুঃখ নিবৃত্তির নাম সুখ কেহ২ বলেন যে দুঃখ বিরোধির নাম সুখ এই সুখ বিষয় ভেদে নানাপ্রকার হয় কেহ বলেন জীবাত্মা সুখসম্ভোগ করেন কাহার মত এই যে মনই সুখানুভব করিয়া থাকে যাহাহউক উভয় মতেই মন ব্যতিরেকে সুখভোগ হয় না লোকেও দৃষ্ট হইতেছে যে যদি কোন জন কোন বিষয়ে চিত্তকে নিবিষ্ট করেন তবে সে সময়ে দুঃখ কি সুখ জনক কোন বিষয় উপস্থিত হইলে তাঁহার তাহাতে দুঃখ কিংবা সুখ বোধ হয় না অতএব চিত্তের সন্তোষ জনক যে সৎকর্ম্ম তাহাই কর্ত্তব্য আর অসৎকার্য্যে কদাচ সুখ হয় না যেহেতু অসৎকার্য্য দ্বারা আত্যন্তিক দুঃখ জন্মে। দেখ চৌর্য্যে প্রথম নানাপ্রকার ক্লেশ পরে ও রাজদণ্ডাদি দ্বারা অত্যন্ত পীড়া হয় তথাপি যে অসৎ কার্য্যে সুখ জ্ঞান করে সে ব্যক্তি অতি মূঢ় তদপেক্ষা পশু ও পক্ষি প্রভৃতি ভাল কারণ তাহারদিগের আ

হার নিদ্রাদি বিষয়ে সুখ দুঃখ বোধ আছে অতএব যাহার যে প্রকার বিষয় ও ধন আছে তাহাতে সদা সন্তোষচিত্ত এবং তদদ্বারা সৎকার্য্য ও পরোপকার ইত্যাদি করহ যে তাহাতে সুখী হইবে। আর অধিক ধনাকাঙ্ক্ষা ও অধিক বিষয়ে আনুরক্তি কর্ত্তব্য নহে যেহেতু তাহাতে অধিক ক্লেশ কিন্তু অত্যল্প সুখ জন্মে। দেখ সামান্য মনুষ্য অধিক ধনাকাঙ্ক্ষায় ও অপরিমিত ব্যয়িরা বহুব্যয়হেতু ও কৃপণ গণ অধিক ধন ব্যয় ভয়ে সদা অসুখী হইতেছে কিন্তু যাহারা ধন উত্তমরূপে ব্যবহার করে ও সৎকার্য্যে ব্যয় করে তাহারাই সুখী জানিবেন। অতএব অধিক ধনাকাঙ্ক্ষা ও বৃথা অপরিমিত ব্যয় ও কার্পণ্য ও অহঙ্কার ও লোভ ইত্যাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে সৎকার্য্যে রত হইলে অবশ্য সুখ হইবে। দেখ এই পৃথিবীতে কেবল দয়ালু দানশীল সদ্যায়ি অহঙ্কারাদি রহিত এবং সমদর্শি পরোপকারী জ্ঞানী মনুষ্য ভিন্ন কেহ যথার্থ সুখী হইতে পারে না। কারণ প্রচুর ঐশ্বর্য্য ও অন্যা২ সুখজনক বিষয় থাকিলেই যে মনুষ্য সুখী হইতে পারে এমত নহে দেখ ভূপতির অনেক ঐশ্বর্য্য আছে ও নানাসুখের সামগ্রী ও বিদ্যমান তথাপি ঐ ভূপতি প্রজা পীড়া ও বিষয় চিন্তা ও বিষয় রক্ষা ও শত্রুভয় ইত্যাদি দ্বারা সদা অসুখী হইতেছেন অতএব হে মনুষ্যগণ তোমরা সতত সন্তোষচিত্ত ও সদ্যায়ি ও নিরাকাঙ্ক্ষ হও তাহাতে সুখী হইবে।

লোভ বিষয়ক কথা।

লোভ রিপু অতি কুৎসিত কারণ তদ্দারা তুচ্ছতা ও মান হানি ও বুদ্ধিনাশ ও ধনক্ষয় ও প্রাণ নাশ ইত্যাদি হয় অতএব কোন বিষয়ে লোভ কর্ত্তব্য নহে যেমত ধনবিষয়ে অতিশয় স্পৃহা হইলে সমস্ত গুণ নষ্ট হয় সেইরূপ সকল বিষয়েই লোভ করিলে সকল গুণ নাশ পায়। লোভহেতু মিত্র সহ শত্রুতা জন্মে ও পুত্র কন্যা বিক্রয় পর্য্যন্ত করিতে হয় এবং ধন থাকিতে ও মাতাপিতৃ প্রভৃতি প৷িবার অন্নব স্ত্রাদি পায় না। লোভে দুষ্টমতি হয় দুষ্টমতি হইলে পরের ধনে স্পৃহা জন্মে স্পৃহাহেতু চৌর্য্য প্রভৃতি দুষ্কর্ম্মে রতি হইতে থাকে তদ্দারা অতিশয় ক্লেশ হয়। দেখ ভ্রমর শুদ্ধ লোভহেতু কেতকী পুষ্পে পতিত হইলে প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইতেছে অতএব লোভকে পরিত্যাগ করহ শাস্ত্রে ও কহিয়াছেন অন্য২ রিপু শমতাপায় কিন্তু অতিশয় যত্নে লোভ রিপুর শান্তি হয়। আর লোভই মানব দিগকে মিথ্যা ও প্রবঞ্চনায় প্রবৃত্ত করায় ও সকললোকে লোভিকে নিন্দা ও অবিশ্বাস করেন। দৃষ্টও হইতেছে যে লোভীরা কুকর্ম্মাচরণ হেতু কি কি ক্লেশ নাপাইতেছে আর পরের ধনও অন্য২ বস্তু সন্দর্শনে লোভির যদি সেই ধনাদি প্রাপ্তি নাহয় তবে তাহার তন্নিমিত্ত অতিশয় ক্ষোভ জন্মে। অপর লোভীব্যক্তি চিত্তে সতত দুঃখ

পায় অতএব এমত কুৎসিত লোভকে পরিত্যাগ করহ তাহাতে সদাসুখী হইবে।

মাধুর্য্য বিষয়ক।

মাধুর্য্য অর্থাৎ মধুরতা ইহা আহার বিষয়ে সম্ভব হয় কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে মাধুর্য্য শব্দে মধ্যম আচরণ। মনুষ্যদিগের উচিত সকল বিষয়ে মাধুর্য্য করেন। আচরণ বিষয়ে অপরিমিত ব্যবহার করিলে তাঁহাকে স্বেচ্ছাচারী বলা যায় যদি কিছুই ব্যবহার না করেন তবে তাঁহাকে লোক পাষণ্ড বলেন। খাদ্য বিষয়ে যে ব্যক্তি অতিশয় ভোজন করে লোকে তাহাকে উদরম্ভরি ও দরিদ্র ইত্যাদি কহে ও তাহার শারীরিক পীড়া ও জন্মে আর উপবাস করিলেও পীড়া ও কৃপণতাদিরূপ নিন্দা হয়। সাহস বিষয়ে অতিশয় সাহসদ্বারা পরের অনিষ্ট জন্মে এবং সাহসহীন হইলে তুচ্ছতা ও ধননাশ প্রভৃতি হয়। দান বিষয়ে অপরিমিত হইলে সর্ব্বস্ব নাশ হইয়া উঠে আর দানহীন হইলে কার্পণ্য দোষে দোষী হইতে হয় এবং ও অন্যান্য বিষয়ে ওমধ্যমতা ভাল আর২ যত উপায় আছে তাহার মধ্যে মাধুর্য্য অতি উত্তম উপায় কারণ তদ্দ্বারা অনেক বিষয়ে সুখ ভোগী হইতে পারা যায় অতএব মাধুর্য্যে যত্ন অবশ্য কর্ত্তব্য সকল বিষয়েই অনায়াসে আত্যন্তিক করা যায় কিন্তু মাধুর্য্য অনেক যত্নেলভ্য হয়। দেখ আহার অনায়াসে বৃদ্ধি করা যায় এবং পরিত্যাগ ও

হয়। আর অতিশয় সাহসে চাপল্য জন্মে এবং সাহস পরিত্যাগে ভয় হয়। অপর ধনবিষয়ে অতিশয় দাতৃত্ব সকল ধন ক্ষয় দান রহিত হইলে কার্পণ্য জন্মে অতএব আত্যন্তিক কিছুই ভাল নহে মাধুর্য্যরূপে চলনই উত্তম তাহাতে সুখও স্বচ্ছন্দে থাকে আর আত্যন্তিক হইলে তুচ্ছতা ও মানহানি ও নানা দুঃখ হইতে পারে। যেমত নাবিক শিলাময় স্থানে অল্পজল থাকিলে পার্শ্বদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া মধ্যস্থানে নৌকা লইয়া যায় তাহার ন্যায় সকলবিষয়ে আত্যন্তিক ও তদ্বিষয় রহিত না করিয়া মাধুর্য্যরূপে রীত্যনুসারে চলিলে কদাচ ক্লেশ পাইতে হয় না দেখ প্রাচীন জ্ঞানি ও রাজাদিগের জীবন সন্দর্শনে জানাযাইতেছে যে মাধুর্য্যাচরণ দ্বারা তাঁহারা দীর্ঘজীবি ছিলেন আর রাজারা লোভহেতু ও মধুর্য্য রাহিত্যপ্রযুক্ত অল্পকালে নিধন হইলেন এবং শাস্ত্রে সকল বিষয়ে আত্যন্তিককে নিন্দা করিয়া অকর্ত্তব্য কহিয়াছেন আরো দেখ লতা ও বৃক্ষ প্রভৃতি যদি অতিশয় প্রবৃদ্ধ কিম্বা অতি দুর্ব্বল হয় তবে সেই লতা ও বৃক্ষাদির ফল জন্মে না যদ্যপি জন্মে তথাপি অত্যল্প হয় আর যদি মধ্য প্রকারে থাকে তবে ফলভার হেতু শাখা নম্রীভূতা হয়। অপর দৃষ্টান্ত যেং নদীতে অতিশয় প্রবলতর বেগ থাকে সেই সকল নদীতে চর হয় কোনং নদীতে দহ পড়িয়া বেগকে অধোগামি করে এবং যে সকল নদী অত্যল্পবেগে বহে সেই নদী ত্বরায় মগ্না হয় আর

মাধুর্য্য গতিযুক্তা নদী কদাচ ভগ্ন। কি মগ্না হয় না এবং ম নুষ্যদিগের পক্ষে সেই নদী অতি সুখদা হয়। অতএব যাঁহারা নিরোগি হইয়া স্বচ্ছন্দে সুখে কালযাপন করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা সর্ব্বদা মাধুর্য্যাবলম্বন করুন। ইহার বিপরীতাচরণে অতিশয় ক্লেশ ও মানহানি ও মনঃপীড়া ও প্রাণ নাশ হয়॥

শীলতাবিষয়ক।

সদাচার ও উত্তমরীতিতে থাকিয়া অন্যাপেক্ষা আপনাতে যে লঘুজ্ঞান তাহার নাম শীল ইহাতে যে ধর্ম্ম আছে তাহার নাম শীলতা অহংকার ও দম্ভ প্রভৃতিকে সকলে নিন্দা ও পরিত্যাগ করিবেন এই নিমিত্ত জগৎ স্রষ্টা শীলতাকে সৃজন করিয়া মনুষ্যদিগের চিত্তে স্থাপন করিয়াছেন। দেখ যেজন অন্য ব্যক্তিকে প্রধানত্বরূপে মান্যতা পূর্ব্বক আদর করেন সেই সুশীল ব্যক্তির যদি কেহ শত্রু থাকেন তিনিও মিত্র হয়েন আর দাম্ভিক ও অহংকৃত প্রভৃতির সকলই শত্রু মিত্র কেহ হয়েন না আর সুশাল ব্যক্তি শীলতাদ্বারা আপনাকে খর্ব্বজ্ঞান করে তাহাতে তিনিই অন্য মনুষ্যদিগের গুণ ও মান্যতা বিবেচনাকরণে সমর্থ হয়েন গুণির গুণ বিবেচনা করিলে যে তাহার কত সন্তোষ জন্মে তাহা বিবেচনাপূর্ব্বক আপনারাই জানিবেন এবং শীলযুক্ত জন আপনারও বুদ্ধি ও বিদ্যা বিবেচনা করিতে যোগ্য হয়েন তাহাতে অহঙ্কার ও দম্ভ প্রভৃতি জন্মে না।

আর শীলতা দ্বারা সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি হয় ও মান্যের মান রয় ও আপনার অন্যং গুণ দ্বিগুণ প্রকাশ পায়। আর যদ্যপি সুশীলের কোন দোষ থাকে তবে সেই দোষগুণত্ব পায় এবং যে সকল লোক অহংকৃত ও দাম্ভিক তাহারা আপনার বুদ্ধি ও বিদ্যা প্রভৃতি কিছুই জানিতে পারেনা আর অন্যের গুণও মান্যতা কি জানিবে দেখ চিত্তের স্বচ্ছতাদিদ্বারা মিত্রাদি বশ্য হয় এবং বিদ্বানকে শাস্ত্র আলোচনাহেতু বশীভূত করাযায় কিন্তু শীলতা দ্বারা সকলেই বশীভূত হয়েন অতএব মনুষ্যরা শীলতাকে সদা আশ্রয় করিবেন যেহেতু তদ্দ্বারা চিরকাল পরম সুখ প্রাপ্তি হইবে।

মিত্রতা বিষয়ক।

মনুষ্যদিগের সতের সহিত মিত্রতা করা অবশ্য কর্ত্তব্য যেহেতু মিত্র হইতে বিপদ মুক্ত হওয়া যায় ও ধন ও সুখ ইত্যাদি লাভ হয়। আর সদ ব্যক্তি আপনার ধন মান ও প্রাণ প্রদান করিয়া ও মিত্রের উপকার করেন। উপায় রহিত ও ধনহীন মিত্র হইলে ও তাঁহার সহায়তায় শীঘ্র কার্য্য সাধন হয়। দেখ ঘণ্টাকর্ণ মিত্রজয়সেনের সহকারিতায় আপদ হইতে উদ্ধার হইলেন। ঐ ঘণ্টাকর্ণ প্রতিদিন নিশাযোগে গোদাবরী নদীতীরে বৃহৎ শাল্মলী বৃক্ষ তলে নিদ্রায় কালযাপন করেন ইতি মধ্যে একদিবস নিশাবসানসময়ে কতগুলি দস্যু রাজা রত্নেশ্বরের বাটীতে

ডাকাইতি করিয়া অনেক রত্ন লইয়া যায় তাহারা ঘণ্টা কর্ণকে দেখিয়া বিবেচনা করিল যে রাজার ধন ইহা কদাচ ভোগ হইবে না অতএব ইহার মস্তক সমীপে কিছু অর্থ রাখা কর্ত্তব্য যে রাজা উহাকে চোর বলিয়া বন্ধন করিবেন আর অন্যের অন্বেষণ করিবেন না পরে তাহার মস্তক সমীপে কিঞ্চিৎ বস্তু রাখিয়া প্রস্থান করিল ঘণ্টাকর্ণ নিদ্রাভঙ্গানন্তর দর্শন করিল যে মস্তক নিকটে কতগুলি অপহৃত বস্তু রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া কহিলেন যে অদ্য প্রাতঃ সময়ে অমঙ্গল দর্শন হইল না জানি কি বিপদ হয়। তদনন্তর ঐ বন মধ্যে ব্যাকুল চিত্তে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন কারণ শোক ও ভয়স্থান বহু২ আছে তাহাতে মূঢ় ব্যক্তিরা অভিভূত হয় কিন্তু পণ্ডিতেরা হয় না। এবং মনুষ্যদিগের ইহা কর্ত্তব্য যে প্রত্যহ গাত্রোত্থান করিয়া বুঝিবে যেহেতু মরণ ও ব্যাধি ও শোক ইহার অদ্য কি না জানি ঘটিবে। মনে২ বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে এই জনহীন মহা রণ্য মধ্যে এই বস্তু কিপ্রকারে আইল ইহা অসম্ভব অতএব নিরূপণ করা উচিত ইহা ভাল নহে কারণ লোভের দ্রব্যে অবশ্য বিপদ হয় ইহা নানাশাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে লোভ হইতে ক্রোধ ক্রোধহইতে কাম কামহইতে মোহ মোহ হইতে নাশ হয়। অতএব সম্যক্ বিবেচনা কর্ত্তব্য। এবং শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে বিলক্ষণ জীর্ণ অন্ন ও উত্তম

পণ্ডিতপুত্র ও অতিশয় বশীভূতা স্ত্রী ও সুসেবিতরাজা ও বহুকাল বিচারিত এই সকল বহু কালেও বিকার প্রাপ্ত হয় না। আর পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে ঈর্ষা ও ঘৃণা ও অসন্তোষ ও ক্রোধ ও সদা শঙ্কা ও পরভাগ্যোপ জীবন এই ছয় দুঃখের কারণ হয়। এবং সর্ব্বশাস্ত্র বেত্তা ও সর্ব্ব সংশয়চ্ছেত্তা পণ্ডিত ও লোভে মুগ্ধ হইয়া ক্লেশপ্রাপ্ত হয়েন। এমত সময়ে রাজ বাটীররক্ষক অনুসন্ধান করিয়া ঘণ্টাকর্ণকে বন্ধন করিয়া ঐ দ্রব্যের সহিত রাজ বাটীতে লইয়াগেল ঘণ্টাকর্ণ চিন্তা করিয়া স্থির করিল যে আপদ্ কালেমিত্রব্যতি রিক্ত কেহই উদ্ধারক নাই আরআপদকালে বিস্ময়াপন্ন হওয়া কাপুরুষের কর্ম্ম এসময়ে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক উপায় চিন্তা করা উচিত। যেহেতু আপদ কালে ধৈর্য্য। আর বৃদ্ধি সময়ে ক্ষমা। সভাতে বাকপটুতা। যুদ্ধে পরাক্রম। যশোবিষয়ে অভিরুচি। শাস্ত্র শ্রবণে আসক্তি এই সকল স্বভাব সিদ্ধ উপকারী হয়। এবং স ম্পৎকালে আহ্লাদ ও বিপদ্ সময়ে বিষাদ না হয় ও যুদ্ধে পাণ্ডিত্য থাকে এমত ব্যক্তি ত্রিভুবন শ্রেষ্ঠ আর ঐশ্বর্য্যেচ্ছু পুরুষ নিদ্রা ও তন্দ্রা ও ভয় ও ক্রোধ ও আলস্য ও অল্পকাল সাধ্য ক্রিয়া বহুকালে করা এই ছয় দোষ ত্যাগ করিবেক। সম্প্রতি মিত্র কিরূপে আমার মিলন হইবে তদ্ব্যতিরেকে অন্য উপায় দেখি না। আর দেখ অতি তুচ্ছ বস্তু সমূহ মিলন হইলে অনায়াসে কার্য্য সাধন হয়

যেমত তৃণসমূহ দ্বারা নির্ম্মিত রজ্জুতে মত্তহস্তী বদ্ধ হয়। ইহার সাক্ষী দেখ তণ্ডুল তুষেতে বিহীন হইলে অঙ্কুর হয়না কেবল পিতা ও মাতা ও মিত্র এই তিন ব্যক্তি স্বভাবত উপকারী হয়েন। আর অন্য২ জন অর্থাদি কোন কারণ প্রযুক্ত উপকার করেন। অতএব গণ্ডকী নদীতীরে চিত্রবনে আমার মিত্র জয়সেন বাস করেন তন্নিকটে গমন করিলেই তাহা হইতে মুক্ত হইব পরে রাজ বাটীরক্ষককে কিঞ্চিৎ অর্থদানপূর্ব্বক সঙ্গেলইয়া চিত্রবনে মিত্রবাটী যাইয়া তাঁহাকে মিত্র সম্বোধনে আহ্বান করিতেই তিনি মিত্র বাক্য শ্রবণে হর্ষযুক্ত হইয়া গৃহ হইতে বহির্নিঃসরণ পূর্ব্বক কহিলেন যে অদ্য আমার শুভদিন হইয়াছে যেহেতু মিত্রসহ সন্দর্শন ও সম্ভাষণ ও বাস ও পরস্পরহাস ও কথোপকথন যে ব্যক্তির হয় সেইজন পরম সুখী ও ধন্য ও যশস্বী এপ্রকার আর অন্য কিছুই নাই। অনন্তরজয়সেন ঘণ্টকর্ণকে আপদগ্রস্ত সন্দর্শন করিয়া কহিলেন যে মিত্র এই আপদুর্দ্দশাগ্রস্ত তুমি কিনিমিত্ত হইলা। কারণ তুমি বুদ্ধিমানও শান্ত ও লোভাদিশূন্য তথাপি সে আপ২ কি হেতু। তাহাতে ঘণ্টাকর্ণ কহিলেন যে সখে সময়ে সকলি হয় এইক্ষণে আমাকে মুক্ত করহ তাহাতে জয়সেন কহিলেন মিত্র বিপৎনিবারণার্থ ধন রক্ষন কর্ত্তব্য। আর ধনদ্বারা আপনার প্রাণ রক্ষা উচিত। কেননা আপনার প্রাণের পর আর প্রিয় নাই। এবং আপনি রক্ষা পাইলে ধন

প্রভূতি ভোগা হয় ও অন্য শুভ দেখিতে পায়। আপনি রক্ষা না পাইলে কেহ কাহার নহে প্রাণকে বিনাশ যেজন করে সে সকলি নষ্ট করে আমাদিগের ধন নাই এবং সহায়ও নাই যে তাহার দ্বারা আপদ মোচন হইবে এবং মনুষ্যের উচিত যে ধন প্রাণ দিয়াও মিত্রকে রক্ষা করিবে আমি তাহাও করিব জন্মগ্রহণ করিলে অবশ্য মৃত্যু হয় কিন্তু মিত্রের উপকার করা আবশ্যক যাহা হউক তুমি আমার নিকট আসিয়াছ ইহা ভাল কারণ আপনার কার্য্যের দোষ গুণ আপনি দেখিতে পায় না বিশেষত আপদ সময়ে বুদ্ধির হ্রাস হয় তাহাতে কিছুই দেখিতে পায় না দেখ শত যোজন অধিক হইতে আহার সন্দর্শন করে যে পক্ষি তাহারা মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে স্বীয় পাসবন্ধাদি দর্শন করিতেপায় না। আর হস্তি সর্পের বন্ধন ও বুদ্ধিমানের দারিদ্র ইত্যাদি দেখিয়া বিবেচনা করি যে সময়ই অতিশয় বলবান যেহেতু আকাশ বিহারিপক্ষিগণের আপৎপ্রাপ্তি আর অতলস্পর্শ সমুদ্রস্থায়ি মৎস্য লোককর্তৃক ধৃত হয় অতএব সুচরিত্র ও উত্তমস্থানলাভে যে কি গুণ তাহা কি কহিব। অনন্তর জয়সেন অনাহারে নিদ্রারহিতে দস্যুদিগকে সন্ধান করিয়া রাজপদাতি দ্বারা ধৃত করিয়া রাজসন্নিধানে লইয়া দণ্ড করাতে তাহারা যথার্থ স্বীকার করিলে ঘণ্টাকর্ণ নির্দ্দোষী হইয়া বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন অতএব দেখ সন্মিত্র অপেক্ষা কেহ

উপকারী নাই কিন্তু দুষ্টের সহিত মিত্রতা কদাচ কর্ত্তব্য নহে তাহা করিলে নানা মন্দ আচার ঘটে তাহাতে বিপদে পড়িতে হয় দেখ উক্ত জয়সেন দস্যু কিঙ্কর দাসের সহিত মিত্রতা করিয়া কত ক্লেশ পাইলেন ঐ দস্যু মধ্যে কিঙ্কর দাস নামক এক ব্যক্তি জয়সেনের এই প্রকার রীতি হেতু পরমাহ্লাদপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিল তুমি শ্লাঘ্য ও ধন্য। অতএব তোমার সহিত আমি মিত্রতা করিতে বাঞ্ছা করি আপনি মহাত্মা অনুগ্রহ করিয়া বাঞ্ছিত পূর্ণ করুন। জয়সেন ইহা শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক ঔদাস্য করত কহিলেন যে অতি আশ্চর্য্য কথা কহিতেছ যেহেতু পণ্ডিতেরা ব্যবহার করেন ও কহিয়াছেন যে সমশাল অর্থাৎ সমানধর্ম্মির সহিত সংপ্রীতি করিবে অতএব তোমার সহিত কিপ্রকারে মিলন হইবে। কারণ তুমিদস্যু আমি দুষ্কর্ম্মদ্বেষী অতএব তোমার সহিত প্রতি হইতে পারে না ও কিরূপে মিত্রতা হইবে ও আর দেখ দস্যুপ্রভৃতির সহিত যে প্রীতি তাহা বিপত্তির নিমিত্ত হয় তাহাতে কিঙ্কর দাস কহিল তোমার যদি আমি অনিষ্ট করি তাহাতে তোমার কিছু সুখ হইবে না। তুমি সাধু তোমার ভাল হইলে আমার অত্যন্ত আহ্লাদ জানিবে। আর সাধু লোক ক্রুদ্ধ হইলেও তাঁহার মন বিকারকে পায় না যেমন ঘাসের আগুনের দ্বারা সমুদ্রের জল তপ্তহয় না। তাহাতে জয়সেন কহিলেন যে তুমি

দস্যু তোমার সহিত প্রীতি করা কর্ত্তব্য নহে। পণ্ডিতেরাও কহিয়াছেন যে দস্যুও খলের সহিত কদাচ প্রীতি করিবে না এবং ইহারদিগের প্রতি বিশ্বাস ভাল নহে আর কি কহিব তুমি আমারদিগের শত্রুপক্ষইহা শাস্ত্রে কথিত আছে যে সন্ধিহেতুক স্বয়ং আলিঙ্গিত দুষ্ট বিপক্ষের সহিত সন্ধি করিবে না যেহেতু অতিশয় উষ্ণজলও বহ্নিকে নির্ব্বাণ করে। আর দুষ্টলোক বহুবিদ্য হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিবেক কেননা মণিতে ভূষিত যে সর্প সে কি ভয়প্রদ হয় না। যাহা যে কর্ম্মের অযোগ্য তাহা কদাচ কর্ত্তব্য নহে আর যাহা যে কর্ম্মের যোগ্য তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব দেখ স্থলে নৌকা ওজলে শকট যায় না এবং অতি উত্তমধন হেতুক শত্রুতে এবং বিরক্ত স্ত্রীতে যে জন বিশ্বাস করে তাহার জীবন সেই পর্য্যন্ত ।।

অনন্তর কিঙ্কর জয়সেনকে কহিল যে এই সকল নীতি শ্রুবণ করিয়াছি তথাপি আমার এই প্রতিজ্ঞা যে তোমার সহিত সখ্য করিব। যদ্যপি মিত্রতা না করহ তবে অনাহারদ্বারা প্রাণ বিয়োগ করিব আর শ্রুবণ করহ দুষ্টলোক মৃত্তিকার ঘটতুল্য সখেতে ভগ্ন করা যায় কিন্তু বহুক্লেশেও মিলন হয় না আর সুজন সুবর্ণ ঘটের ন্যায় বহু আয়াসে ভগ্ন হয় অনায়াসে মিলন হয়। এবং অন্য সকল তৈজসপাত্রের স্রবত্ব এবং মূর্খের ভয় ও লোভ আর

উত্তম জনের দর্শন এই সকল কারণ বশতো মিলন হয়। এবং উত্তমদিগের নারিকেল ফলের ন্যায় অন্তঃকরণ স্নিগ্ধ আর অধম লোকের বদরীফলের ন্যায় বাহ্য কোমল অন্তকরণ কঠিন আর সাধু লোকদিগের প্রীতি বিচ্ছেদ হইলেও গুণ বিকার প্রাপ্ত হয় না যেমত পদ্মমৃণাল ভগ্ন হইলেও দুই খণ্ডে সূত্র থাকে। অপর শুচিত্ব ও দানশীলত্ব ও শূরত্ব ও সুখ দুঃখে সমানতা ও নিপুণতা ও আনুরক্তি ও সত্যতা ইত্যাদি মিত্রের গুণ এই সকল গুণযুক্ত জন তোমা ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে দেখিনা। কিঙ্করের এই সকল অমৃত তুল্য বচনদ্বারা জয়সেন বলিলেন যে আমি তোমার অমৃত তুল্য বাক্যেতে পরমাহ্লাদিত হইলাম। পণ্ডিতেরা ইহা কহিয়াছেন যে সৎলোক সকলের সৎযুক্তিযুক্ত অমৃত তুল্যবাক্যদ্বারা যেমত সুখ জন্মে তেমন পিপাসার্ত্ত ব্যক্তিকে অতিসুশীতলজল প্রদান ও তদ্দ্বারা স্নান ও মুক্তামাল্য প্রদান ও সকল অঙ্গে চন্দনাদি লেপন করিলেও সুখ হয় না। এবং নির্জ্জনে সজ্জনসঙ্গে ব্যবহার করা প্রার্থনীয় আর নৈষ্ঠুরতা ও মনের চঞ্চলতা ও ক্রোধ ও মিথ্যা বাক্য ও দ্যূত এই সকল যে মিত্রের দোষ তাহার একদোষও তোমাতে নাই যেহেতু বাক্‌পটুতা ও সত্যবাদিত্ব আছে এবং চাঞ্চল্যাদি নাই ইহা বুঝাযায়। অপর সৎলোকদিগের কোমল অথচ নির্ম্মলচিত্ত ও মৈত্র ধর্ম্ম ও অন্তর্যদ্রূপ বাহ্য ও তদ্রূপ ইত্যাদি। আর অসজ্জনের খলতা ওদুষ্টান্তঃকরণ

ও বাক্যদ্বারা এক কার্য্যদ্বারা অন্য প্রকার ও চিত্তে অন্য রূপ ইত্যাদি। জয়সেন সম্মত হইয়া বলিলেন যে তোমার অভিমতসিদ্ধি হউক পরে পরস্পর মিত্রতা করিয়া উত্তমং দ্রব্য আনিয়া উভয়ে উভয়ের আহ্লাদ ও সম্মানপূর্ব্বক ভোজন হইলে স্বীয়ং স্থানে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তদবধি উভয়ে আহারপ্রদান ও মঙ্গলপ্রশ্ন ও সদালাপে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। একদিবস কিঙ্কর জয়সেনকে কহিল এস্থানে আহার লাভ অতিক্লেশজনক অতএব এস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন কর্ত্তব্য তাহাতে জয়সেন কহিলেন যে মিত্র এ স্থানত্যাগ করিয়া কোনস্থানে গমন করিব। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন বিজ্ঞলোক একপথগামী একস্থান হারা হইবেন স্বপথ ও স্বস্থান পরিত্যাগ করিবেন না। কিঙ্কর কহিল বিলক্ষণস্থান নির্ণীত আছে। জয়সেন জিজ্ঞাসা করিলেন সে কোন স্থান। সে উত্তর করিল দণ্ডকারণ্যে কর্পূরগৌরনামক এক সরোবর তত্তীরে সালব নামক এক আমার মিত্র আছেন তিনি যথাশাস্ত্রোক্তমিত্রধর্ম্ম যুক্ত অতএব বহুসম্মানপুরঃসর আহারাদি প্রদান করিবেন। জয়সেন কহিলেন যে তবে আমার এস্থানে বাস কর্ত্তব্য নহে কারণ যে স্থানে সম্মান ও বৃত্তি ও বান্ধব ও বিদ্যা ও লোকের গমনাগমন ও ভয় ও লজ্জা ও নিপুণতা ও দান শীলতা ও ঋণদাতা ও চিকিৎসক ও ব্রাহ্মণ ও সজলনদী এই সকল নাই সে স্থানে বসতি কর্ত্তব্য নহে।

অতএব আমি ও তোমার সহিত সেই স্থানে গমন করিব। অনন্তর কিঙ্কর সেইমিত্রসহ সদালাপ করত২ সুখে সেই সরোবর সমীপে গমন করিলে সালব দূরহইতে মিত্র সংদর্শনেঅত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াসমাদরপূর্ব্বকআহ্বান করিয়া স্বস্থানে মিত্র সহ যাইয়া যথোচিত আতিথ্য করিল যেহেতু বৃদ্ধ ও বালক ও যুবা ও পণ্ডিত ও মুর্খ ও নীচ ও ধনী ও বান্ধব ও শত্রু যে হউক আগত হইলে মান্যতা করিতে হয়। সালবকে কিঙ্কর কহিল মিত্র ইহাকে বিশেষ সম্মান করহ যেহেতু ইনি দয়ালু ও পরোপকারক ও বিজ্ঞ ও মিত্রোপযুক্ত ইহার গুণ সহস্র বদনেও বলা যায় না। অনন্তর ঘণ্টাকর্ণের বৃত্তান্ত কহিল পরে সালব জয়সেনকে বহুসমাদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে মহাশয়ের এস্থানে গমনের কারণ কি। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন কারণকহি শ্রবণ করহ॥

চম্পকানাম নগরীতে সন্যাসিসমূহ বাস করে তাহার মধ্যে একসন্যাসী আমার সকল ধন হরণ করিয়াছে তদবধি আমি বল ও বুদ্ধিহীন হইয়া কাতরে অল্প২ ভ্রমণ করি আর আমার সকল কর্ম্মই নষ্ট হইয়াছে যেমত নদী জলহীন হইলে নষ্ট হয় তাহার ন্যায়। অপর যাহার ধন আছে তাহার সকললোক মিত্র ও বান্ধব ও তাহার পুরুষত্ব ও পাণ্ডিত্য আর পুত্র ও মিত্র রহিতের গৃহ শূন্য অর্থাৎ মিথ্যা এবং মূর্খের সকল দিক শূন্য ও

দরিদ্রের সকলি শূন্য। অপর যে ইন্দ্রিয় অন্যথা করাযায় না সেই ইন্দ্রিয় ও যে বুদ্ধির প্রতিঘাত করাযায় না সেই বুদ্ধি ও যে বাক্যের প্রতিঘাত হয় না সেই বাক্য ও যে লোক ধনমত্ততারহিত সেই পুরুষ। আর সময়েতে অন্য প্রকার হয় তাহা কি কহিব এ কি আশ্চর্য্য ইহাতে বিবেচনা করিলাম যে এস্থানে থাকা কর্ত্তব্য নহে। আর এই বৃত্তান্ত অন্য ব্যক্তিকে শ্রবণ কারন কর্ত্তব্য নহে যেহেতু ধন নাশ ওমনস্তাপওগৃহের মন্দচরিত্র ও পরকর্ত্তৃক বঞ্চনা ও অপমান ও পরমায়ু ও ধন ও মন্ত্রণা ও প্রভুর অপমান দান এই সকল প্রকাশ করিবেনা। আর পুরুষের চেষ্টাসাধ্য যে কর্ম্ম তাহা ব্যর্থহইলে উচিত তাহার অরণ্যে বাস অপর বিজ্ঞমানুষ মরিলেও কৃপণতা পায় না যেমন অগ্নি নির্ব্বাণতাকে পায় তথাপি শীতলতা পায় না। আর বিজ্ঞের পুষ্পতুল্য দুই বৃত্তি এক সকলের আদৃত অপর বন মধ্যে শুষ্ক হওয়া। বরং অগ্নিতে প্রাণপরিত্যাগও ভাল তথাপি যাচঞাকর্ত্তব্যা নহে। এবং দারিদ্রতাতে লজ্জা লজ্জাহেতু বলনাশ বলনাশে পরাভব পরাভবে অজ্ঞান অজ্ঞানহেতু শোক শোকহেতু বুদ্ধিনাশ হয় বুদ্ধি নাশ হইলে মিত্রতা নাশ হয় অতএব দেখ দারিদ্র্য বিপত্তির কারণ। অপর বরং মৌনী হইবে তথাপি মিথ্যাবাক্য কহিবে না। এবং প্রাণপরিত্যাগওউচিত কিন্তু খলের সহিত মিত্রতা উত্তম নহে। আর ভিক্ষা ভোজন ও উত্তম কিন্তু

পরধনদ্বারা জীবন রক্ষা কর্ত্তব্য নহে। বনে বাস বরং ভালো। কিন্তু অন্যায়িরাজার রাজ্যে ও নীচের নিকটে বাসকর্ত্তব্য নহে। যেমন সেবা মান হরণ করে ও জ্যোৎস্না অন্ধকার নষ্ট করে ও বৃদ্ধাবস্থাতে শরীরের কান্তি নষ্ট হয়। তেমত প্রার্থনা গুণসমূহকে নষ্ট করে। অপর পরান্নভোজী ও পরাধীন ওপরগৃহে শয়নকর্ত্তা ওচির প্রবাসী ইহারদিগের যে জীবনসে মরণতুল্য। এই সকল চিন্তাপূর্ব্বকসন্ন্যাসিসমীপে ধনগ্রহণার্থ গমন করিয়া সন্ন্যাসিকর্ত্তৃক আস্বাতিত হওয়াতে ধীরে২ প্রস্থান করিলাম॥

এক্ষণে আমার ধন নাই ওবৃদ্ধাবস্থা ওমিত্রও এস্থান হইতে প্রস্থান করিবেন এই প্রযুক্ত বিবেচনা করিলাম যে এ স্থানে বাস কর্ত্তব্য নহে অতএব শাস্ত্রেও কহিয়াছেন নদী ও ধনী ও বিবেচক ও রাজা ওমিত্র ও সম্মান ইত্যাদি যে স্থানে নাই সেখানে বাস করিবে না। আরো কহিয়াছেন যে মিত্র মনুষ্যদিগের পরম উপকারক যাহার মিত্র আছে তাহার ধন ও সুখ ইত্যাদি সকলি আছে। এখানে মিত্র আগমন করিলেন ও মহাশয় ওমিত্র এইদেশ সুখদ ও উত্তম বাস যোগ্য এবং আপনি মহাত্মা আপনসমীপে সর্ব্বদা সুখ পাইব আর এস্থানে আহার যোগ্য দ্রব্য স্বচ্ছন্দে মিলিবে অতএব এক্ষণে এইস্থানে বসতি কর্ত্তব্য। এবং আরো দেখ মনুষ্যদিগের স্ত্রীর সহিত অতিশয় প্রীতি কিন্তুঐস্ত্রীসহ চিরকাল সমান প্রীতি থাকেনা সময়বিশেষে

কারণ বশত হ্যানতা ও পাপ মিত্রসহ কদাচ বৈলক্ষণ্য হয় না অপর বিশেষ২ আন্তরিক যে বিষয় তাহার মধ্যে পিতৃমাতৃ সমীপে কোন২ গুপ্তবিষয় গোপন করিতে হয় আর স্ত্রীসমীপে পরামর্শাদি গোপন করিতে হয় ও পুত্র নিকটে কোন২ কথা গোপন করিতে হয় মিত্র সমীপে কিছু গোপনার্হ নাই বরং রহস্যকথা প্রকাশ করিলে উপকার আছে যেহেতু মিত্র তাহার সদসদ্বিবেচনা পূর্ব্বক পরামর্শ প্রদান করেন। অার সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত করান অসৎকার্য্যে নিবৃত্ত করান জয়সেনের ইত্যাদি বাক্য শ্রবণে মানব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বহু সমাদর পুরঃসরে সম্মানপূর্ব্বক আহারাদি প্রদান করতঃ সদাসখে বাস করিতে লাগিল। পরে জয়সেন কতগুলি রত্ন বন মধ্যে পাইয়া ঐ মিত্রদিগকে এবং ঘণ্টাকর্ণকে জানাইলেন তাহাতে ঘণ্টাকর্ণ দস্যু মিত্র নিকটে ধন রাখিতে এবং বাস করিতে বারণ করিলেন তথাপি তিনি দস্যু মিত্রকে বিশ্বাস করিয়া ধন সমর্পণ করিলেন কিন্তু মিত্রের কখন কোন বিপদ্ ঘটে এই শঙ্কায় সর্ব্বদা তত্ত্ব করিতেন একদিবস ঐ দস্যু কিঙ্কর ধন লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া জয়সেনকে প্রহার দ্বারা মৃত প্রায় করিয়া বনে নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার সকল ধন অপহরণ করিল পরে ঘণ্টাকর্ণ তত্ত্ব করিতে২ তাঁহাকে বন মধ্যে দেখিতে পাইয়া অনেক যত্নে তাঁহাকে

রক্ষা করিলেন। অতএব তোমরা অসতের সহিত মিত্রতা করিওনা। এবং অসত সহ সম্ভাষণ ও সদালাপ ও সদ্বিবেচনা করিওনা। আর অসত মিত্র হইতে অপকারি কেহ নাই তাহা হইতে ধন ও মান ও সুখ ও জ্ঞান ইত্যাদি সকলি বিনষ্ট হয়।

স্বাধীনতা বিষয়ক।

অন্য ব্যক্তির বশীভূত না থাকার নাম স্বাধীনতা এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে পরমেশ্বর কর্ত্তৃক যাবতীয় জীব সৃজিত হইয়াছে কিন্তু কেহই সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন নহেন স্বভাবত সকলেই যগদীশ্বরের অধীন ফলত বিবেচনা করিলে কেহ স্বাধীন নহেন জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত মনুষ্যের অধীন থাকিতে হয় দেখ মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওনানন্তর প্রায় বৎসরাবধি পঙ্গু ও পরাধীন ও মাংসপিণ্ডের ন্যায় নিরাশ্রিত অবস্থাতেই থাকিতে হয় মাতাস্তন পান বা কেহ দুগ্ধাদি পান না করাইলে তৎকালীন আমাদিগের ঐ অবস্থাতে এমত সমর্থ থাকে না যে আমাদিগের স্বীয় আহারীয় দ্রব্যাদি আহরণ করি অথবা দণ্ডায়মান হইয়া স্থানান্তরে গমন করি সতত ক্রোড়েতেই থাকিতে হয় তদনন্তর মাতা লালন পালন করিলে পিতা মাতা ও গুরুর বশতাপন্ন থাকিয়া বিদ্যাদি অভ্যাস করিতে হয় তাহা না করিলে বিদ্যাদি লাভ না হইয়া বরং কুকর্ম্মান্বিত হইতে হয় তৎপরে তরুণতা প্রাপ্তে প্রবলতর

সড়রিপুদিগের বশীভূত প্রায় অনেকেই সর্ব্বক্ষণ থাকেন এবং ক্ষুধা তৃষ্ণাদির অধীন থাকিতে হয় নতুবা নানা প্রাকার রোগগ্রস্ত হইতে হয় সুতরাং স্বাভাবিক স্বাধীন কেহ নাই এই প্রকার সাধীনত্ব ব্যতিরিক্ত অন্যং বিবিধ মর্ত্ত্য স্বাধীনতা আছে প্রথম স্বাভাবিক যাহা বিস্তারিতরূপে পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে দ্বিতীয়ত দৈহিক অর্থাৎ রাজকার্য্য নির্ব্বাহার্থ যে সকল ব্যবস্থা তদ্দেশীয় ভূপতি কর্তৃক সংস্থাপিত হইয়া সেই সকল নিয়মে বদ্ধ হইয়া কার্য্যাদি না করিলে ভূপতি কর্তৃক যে উৎকট দণ্ড প্রাপ্ত হইতে হয় এবং সহজে রাজকার্য্য নিষ্পন্ন না হইলে প্রজাদিগের সুখে থাকা সুকঠিন হয় তাহাতে পরস্পর বিরোধ অপহরণ ইত্যাদি নানাবিধ অসৎকর্ম্মান্বিত হইয়া বহুক্লেশ পাইতে হয় তদ্দ্বারা সাধারণের সমূহরূপে অমঙ্গল সম্ভাবনা আর সাংসারিক কার্য্য সম্পন্নার্থে স্বীয় বনিতা ও সন্তানাদি স্ববশ না থাকিলে সেই পরিবার মধ্যে কি প্রকার অসুখ জন্মে তাহা সাধারণেই বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন পরন্তু মনুষ্যজাতি পরস্পরের সাহায্য ব্যতিরেকে নানা বিষয়ে সুখ প্রাপ্ত হইতে পারেননা এই হেতু অধীনত্ব স্বীকার করিতেই হয় এতদ্ভিন্ন উভয়ের সৎকর্ম্মের দ্বারা বাধ্যবাধকতা হয় দেখ এক ব্যক্তির কোন উপকার করিলে সেই ব্যক্তি বাধিত হইয়া তাহার প্রত্যুপকার করেন এবং উভয়ে উভয়ের প্রতি বাধিত হয়েন তাহাতে কেহ কাহা

রো অধীন হয়েন না। আরো দেখ এই ভূমণ্ডলস্থ নানা দেশীয়দিগের সহিত বাণিজ্য দ্বারা পরস্পর সম্বন্ধ রাখিতে হয় তাহা না রাখিলে সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করা সুদুরূহ এবম্প্রকার বাণিজ্যাদি দ্বারা যে মনুষ্যদিগের পরমোপকার হয় তাহাকে অধীনতা কহাযায় না॥

কিন্তু ধন বিষয়ে যে অধীনত্ব স্বীকার করা তদপেক্ষা ঘৃণিত অন্য কিছুই নাই দেখ আমাদিগের যে২ অভিলাষ তাহা পূর্ণ হইবার মূলীভূত ধনই হইয়াছে এবং ঐ ধনেতে কিপ্রকার এক সম্ভ্রান্ত পদার্থ আছে যে আমাদিগের অমর্য্যাদা না হইলে আর পরাধীনতা না হইলে কদাচ তাহা প্রাপ্ত হইতে পারি না অন্য প্রকার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলে তাহাতে আমাদিগের প্রার্থিত প্রাপ্তি হইলে আমরা মানচ্যুত হইনা কিন্তু অর্থ বিষয়ে যাচঞা করিলে স্বাধীনতৃ ত্যাগ হইয়া দাসত্বই হয় তাহার প্রমাণ ঋণী হইবার পূর্ব্বে যেরূপ স্বাধীনতা এবং ভরসাপূর্ব্বক আমরা সকলের সহিত কথোপকথন করিতে পারি কিন্তু ঋণ গ্রহণ করণানন্তর আমরা মহাজনের সঙ্গে সেরূপ অথবা সমান বাক্যে কথোপকথন করিতে সক্ষম হইনা। সেব্যক্তি কোন বিষয়ে স্বীয় মত প্রদান করিলে তাহার মতঅন্যথা করিয়া অস্মদাদির অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে না পারিয়া বরং তাহার সমীপে আপনা হইতেই লাঘবতা স্বীকার করিয়া তাহার মতই স্থির রাখিতে হয় সুতরাং যে ব্যক্তির সহিত আমরা পূর্ব্বে সমানরূপে কথোপকথন করিতে পারক

হইতাম পরে তাহার অধীনত্ব স্বীকার করিতে হয় কেননা আন্তরিক নীচত্বই স্বাধীনত্বকে ত্যাগ করায় এবং প্রকৃত সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ না করিতে পারিলে রাজ দণ্ডের অধীন হইয়া কারাবদ্ধ হইতে এবং উত্তমর্ণের নিকট তিরস্কৃত ও তাঁহার প্রতি কোপদৃষ্টি অনায়াসেই করিতে হয়॥

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে পরাধীনতা দ্বারা কেবল শরীরকে অধীন করেনা মনকেও পরাধীন করে যেহেতু মনে কোন বিষয় উদ্ভব হইলে কোন প্রজা রাজদণ্ড ভয়ে বা প্রভুর ভয়ে কিছুমাত্র করিতে পারে না বাহ্যে ও অন্তরে উভয় প্রকারেই তাঁহার বশীভূত থাকিতে হয়॥

যদ্যপিও এই পৃথিবী মণ্ডলে যথার্থরূপে কেহ স্বাধীন নহেন তথাপি দাসত্ব অপেক্ষা হেয় কিছু নাই দেখ পরমেশ্বর যে কায়িক, ও আন্তরিক শক্তি দিয়াছেন তদনুসারে অল্পধন প্রয়াসে কোন কর্ম্ম করিতে না পারিয়া মূঢের ন্যায় পশুবৎ হইয়া কালযাপন করিতে হয় তাহাতে যা বজ্জীবনাবধি অতি অসুখে ও মনঃপীড়াতে পরমায়ু শেষ হয় পরন্তু দেখ অস্মদ্দেশীয়রা পরাধীন হইয়া কিপর্য্যন্ত দুরাবস্থাতে আছেন অতএব যদ্যপি সাধীনত্ব রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য হয় তবে আমাদিগের চরিত্র ও মর্য্যাদা এবং মতের স্বাধীনত্ব রক্ষা করা সর্ব্বাগ্রে উচিত আর অন্যের নিকট ঋণগ্রস্ত হওয়া কদাচিৎ কর্ত্তব্য নহে

কেননা তাহা হইলে এমত যে পরম পদার্থ স্বাধীনতা ইহা কে হারাইতে হয়। এই ভুমণ্ডলস্থ প্রায় তাবৎ জীবই স্বাধীনতার প্রিয় হয় তাহার প্রমাণ কোন পক্ষিকে বা জন্তুকে শৃঙ্খল বা পিঞ্জর দ্বারা বদ্ধ করিলে তাহারা বদ্ধ হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা প্রাপণের নিমিত্ত কত চেষ্টা করে ॥

যে সকল যুবা ব্যক্তিরা সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ বিষয় অল্প জ্ঞাতা এবং আত্মজ্ঞানে ওতদ্রূপ তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত হিতউপদেশকে সাধারণের অহিত জনক বোধ করিবেন কিন্তু উক্ত উপদেশ সকল যুক্তিসিদ্ধ এবং বহুদর্শী মহাজ্ঞানিদিগের মতের সহিত ঐক্য হয় ॥

অভ্যাস বিষয়ক।

জগন্মণ্ডলে যত পদার্থ আছে তন্মধ্যে অভ্যাস যেমন আশ্চর্য্য পদার্থ এমত আর অপর কিছুই দেখা যায় না অভ্যাস পদার্থ নিরূপণের নিমিত্ত নানাবিধ বলিয়া থাকেন কেহ বলেন মুখস্থ করিবার নাম অভ্যাস কেহ কহেন আলোচনা করাকে অভ্যাস বলাযায় ইত্যাদি ফলতঃ পুনঃ২ অনুষ্ঠান করণের নাম অভ্যাস এই অভ্যাস দ্বারা সকল কার্য্যই সিদ্ধ হয় অন্যান্য কার্য্যের কথা কি কহিব অতি দুঃসাধ্য যে জ্ঞান ও বিজ্ঞান তাহারও সাধন হয় এবং ইন্দ্রিয় বাক্য ও মনের অগোচর চরাচরব্যাপক যে পরমেশ্বর তাঁহাকেও পাওয়া যায় কিন্তু বিষয় ভেদে ঐ অভ্যাসকে দুই প্রকার কহাযায় যদি সদ্বিষয়ের অভ্যাস হয় তবে

লোকে তাহাকে সদভ্যাস বলিয়াথাকে আর যদি মন্দবি ষয়ের অভ্যাস করে তবে তাহার নাম কুঅভ্যাস বলে এই কুঅভ্যাসকে কেহ২ মন্দ স্বভাব বলিয়া বর্ণনা করেন বাস্তবিক স্বভাব স্বতন্ত্র একপদার্থ অভ্যাসের সহিত তা হার অনেক বিভিন্নতা আছে যদ্যপি তাহা না হইত তবে সদভ্যাসকেও স্বভাবরূপে বর্ণনা করিতেন তাহা না করিয়া কেবল কুঅভ্যাসকে মন্দ স্বভাববলে ইহার তাৎপর্য্য কুঅ ভ্যাস এমন কুৎসিত যে স্বভাবের ন্যায় যেমন স্বভাবের কখনই পরিত্যাগ হয় না সেই প্রকার কুঅভ্যাস পরিত্যাগ করা অসাধ্য দেখ গঞ্জা প্রভৃতি কুৎসিত দ্রব্য পানের অ ভ্যাস থাকিলে তাহা কদাচ পরিত্যাগ করিতে পারে না তদ্বিরহে স্বাভাবাবিক যে আহার তাহা পরিত্যাগ করে যে আহারাভাবে প্রাণ বিয়োগের সম্ভাবনা দেহ রক্ষার্থ পরমেশ্বর সকল জীবের আহার ও স্বাভাবিক আহারীয় দ্রব্যের নিয়ম ও তাহার শৃজন করিয়াছেন এবং অন্যান্য পরদ্রব্যা ভিলাষের অভ্যাসে চৌর্য্য দস্যুতাদি ঘটিয়া উঠি তেছে কুঅভ্যাসে মনুষ্যগণ কি২ দুষ্কর্ম্ম না করিতেছে এবং তাহাতে কত অপমান ও রাজদণ্ডাদির বহুতর ক্লেশ ভো গ হইতেছে যাহাহউক অভ্যাসকে প্রশংসা করিতে হয় যেহেতু স্বাভাবিক ভাব যদ্দারা পরিত্যক্ত যাহা যুক্তি এবং প্রমাণের বিরুদ্ধ দেখ সকল শাস্ত্রে ও সর্ব্বলোকে কহেন স্বা ভাবিক গুণও দোষ কখনই পরিত্যক্ত হয় না এই কুঅভ্যা

সে সকলে অশ্রদ্ধা করে এবং মান্যতারহানি হয় তাহাতে অবশ্য প্রয়োজনীয় কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মে এবং আগন্তুক কোন কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না, আর সদভ্যাস দ্বারা অনায়াসে সকল কার্য্য সিদ্ধ হয় কারণ সদভ্যাস থাকিলে সকলে সমাদর করে এবং বিজ্ঞ ধনী ও সাধুগণের সহিত বন্ধুতা হয় তাহাতে সকল কর্ম্ম সুসম্পন্ন হয় আর অন্য কার্য্যের কথা কি কহিব অতি সুকঠিন শাস্ত্রার্থ কেবল অভ্যাস যোগে হয় এবং দৃশ্যাদৃশ্য যাবতীয় পদার্থ অভ্যাস যোগে দেখিতে পায় দেখ বেদান্ত তন্ত্র পুরাণাদিতে যে সকল যোগ কহিয়াছেন রাজযোগ বা হটযোগ হউক সেই যোগ দ্বারা অদৃশ্য যে পরমেশ্বর তাঁহাকে দেখিতে পায় তাহার প্রমাণ দেখ এই শরীর মধ্যে যে২ স্থানে যে২ পদার্থ আছে তাহা অভ্যাসযোগে দেখিতে পায় যাহারা যোগে বিমুখ তাহারা অনুভবই করিতে পারেনা অতএব সমুদয় মহৎ বিষয় অভ্যাস করণে যত্ন যুক্ত হওয়া উচিত যে তদ্দ্বারা অনায়াসে সকলর্থ সিদ্ধি হইবে ॥

সাক্ষাৎকরণ ॥

কাল অবস্থা ও স্থান এবং পাত্র বিবেচনাকরিয়া সাধারণের সহিত সাক্ষাৎ করা অস্মদাদির অতি কর্ত্তব্য যেহেতু ব্যক্তি ও সময় বিশেষে দর্শন দিবার বা করণের নানা বিধ রীতি আছে যথা অন্যের মঙ্গলে বা শুভাদৃষ্টে আহ্লাদ সূচক সাক্ষাৎ অপর কিম্বা আত্মীয় ব্যক্তির দুরাদৃষ্টে

অনুতাপসূচক শিষ্টাচারাত্মক বাক্য কথন বিশেষ২ ক্রিয়াকলাপকালীন সাক্ষাৎ মৈত্রভাবে বা বৈরির সমীপে সাক্ষাৎ বিষয় কর্ম্ম ঘটিত ইত্যাদি। যেমত কোন ব্যক্তির কোন বিপদ উপস্থিত হইলে তৎকালীন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তৎকাল যোগ্য বাক্য প্রয়োগ করণ অর্থাৎ যাহাতে সেই ব্যক্তি আপদ মুক্ত হয় এমত উপায় চেষ্টা করণের মানস প্রকাশ করা বা উপদেশ প্রদান করা উচিত বিদ্যা অথবা ভিন্ন প্রকার বিষয়ক আলাপাদি করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয় ঘটিত ক্রিয়ার সময়ে রাজনীতি বা পরিহাসযোগ্য বক্তব্য নহে। বিষয়কার্য্যোপলক্ষে সাক্ষাৎ কালীন তদ্বিষয় সম্পর্কীয় বাক্য কথনই উচিত যেমন বাণিজ্য করিবার কালীন দ্রব্যের মূল্যাদি নিরুপণকরা! কোন বন্ধুর সহিত মৈত্রভাবে সাক্ষাৎ সময়ে যুদ্ধ বিলাপ বা অন্যমত কোন উল্লেখ না করিয়া কিবল তাঁহার মনঃসন্তোষ যাহাতে জন্মে এবং রহস্যজনক অথবা এবম্ভূত আলাপনকরা ভদ্রের অতি কর্ত্তব্য ॥

কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সাক্ষাৎ করিতে আগত হইলে কিম্বা তাঁহার আলয়ে গমন করিয়া সাক্ষাৎ করিতে হইলে সেই ব্যক্তিকে ভক্তিও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অভ্যাথনা এবং যাহাতে তাঁহার মান্যতা প্রকাশ হয় এমত কথোপকথনাদি কর্ত্তব্য অপরাপর ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকরূপে সম্ভ্রম করণ আর বসিবার স্থান বিবেচনা করিয়া তদুপযুক্ত স্থলে উপবেশন

করা চত্বরের ওস্তাদির কার্য্য। কিন্তু কোন বাচাল মদ্য পায়ী জুয়াখেলক এবং বিরক্তকারী ব্যক্তির সহিত সন্দর্শন করিতে হইলে তাহার সহিত অন্য আলাপ না করিয়া স্বীয় সাবকাশাভাব এবং কর্ম্মের ত্বরা আর তজ্জন্যে উৎকণ্ঠা জানাইয়া মূকের ন্যায় বাকরাহিত্য পূর্ব্বক তাহাকে তৎস্থান হইতে পরিত্যাগ করাওন জ্ঞানিব্যক্তিরদিগের মত আছে॥

যে২ ব্যক্তিদিগের সহিত স্বল্পপরিচয় থাকে এবং মনের ঐক্য নাথাকে তাহাদিগের সমীপে সর্ব্বদা সাক্ষাৎ না করিয়া বৎসরে একবার সাক্ষাৎ করাই যথেষ্ট এবং কর্ত্তব্য কেননা এমত ব্যক্তিরাও সতত সাক্ষাৎ না করিয়া স্বীয়২ কার্য্য সাধন নিমিত্ত মৌখিক আলাপ প্রকাশহেতু বহুকালানন্তর সন্দর্শন দেন॥

সাক্ষাৎ করণ বিষয়ে সময় বিবেচনা করণের কারণ এক্ষণে কহি যেব্যক্তির সহিত দেখা করিবার অভিলাষ থাকে তিনি যদ্যপি কোন কার্য্যবশত ব্যস্ত থাকেন তৎকালীন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে তাঁহাকে ত্যক্তকরা হয় আর কেহ সাক্ষাৎ করিতে অস্মদাদির ভবনে আগমন করিলে তাহাঁর আলয়ে সাক্ষাৎ করিতে গমন করা অতি কর্ত্তব্য তাহা করিলে তাঁহার মান্যতা রক্ষা এবং বিশেষ প্রণয় থাকে॥

আশা বিষয়ক ।।

যেমত মনুষ্যের মন নিশ্চিন্ত না রাখিয়া সর্ব্বদা অনুধাব
ণীয় পদার্থ প্রতি নিয়োগ করণ জন্যে পরম পরাৎ পর
পরমেশ্বর ঐ মনের এমত শক্তি অর্থাৎ গুণ অর্পণ করি
য়াছেন যে তদ্দারা গত বিষয় অস্মদাদির অনায়াসেই স্মর
ণ হইতে পারে এবং ভাবি বিষয় ও পূর্ব্বঅপেক্ষা করা
যায় তাহা এই। আশা অর্থাৎ কোন বস্তুর অথবা কোন
কর্ম্ম ফলের কামনা এতন্মহী মণ্ডলস্থ সকল মানবের জীব
ন ধারণের মূলীভূত হইয়াছে এই স্বপু দ্বারা ভবিষ্যত বিষ
য়ে অগ্রসর এবং বহুকাল পরে যেং বিষয় সম্পন্ন হইত
তাহা অনায়াসেই বর্ত্তমানকালে আনয়ন করাযায় তাহা
র প্রমাণ সুখদুঃখ উপস্থিত হইবার বহুকাল অগ্রে আমা
দিগের মনোমধ্যে সুখ দুঃখ ভোগ হইতে পারে আর অ
তি অসাধ্য কর্ম্মকেও অতি সুলভ বোধ হয়। যদিস্যাৎ
এই স্বপ্নকে জগৎকর্ত্তা না সৃজন করিতেন তবে নরগণ
নিরানন্দ সাগরে মগ্ন হইয়া সতত অসুখে কাল যাপন
করিতেন ইহা নিবারণার্থ এই আশার সৃজন হইয়াছে
মন যেং সময়ে জড়তা অবস্থায় আর অলসযুক্ত থাকে
ইহা দ্বারা তাহাকে জাগ্রত অর্থাৎ জড়তা ত্যাগ করায় ইহা
এক প্রকার প্রাণাগ্নি হইয়াছে যেহেতু আনন্দ জন্মিবার
মূলীভূত ইহাই হইয়াছে ইহা দ্বারা ক্লেশ প্রতি সুসাধ্যজ্ঞান
হয় আর পরিশ্রমে সুখদায়িণী হয়েন। এই ক্ষিতি মধ্যে
যে ব্যক্তির মন আশাতে পরিপূর্ণ হইয়াছে তদুপেক্ষা অন্য
কেহ সুখী নহেন। সর্ব্বত্যাগী যোগীগণ সকল অভিলাষ

ত্যাগ করিয়াও মোক্ষ ফল কামনায় অনুক্ষণ যোগে মগ্ন থাকেন ইহা দ্বারা বিলক্ষণরূপে সপ্রমাণ হইতেছে যে অন্যান্য তাবত স্বপুকে খর্ব্বতা করাযায় কিন্তু একবারে নিরাকাঙ্ক্ষি কোন ব্যক্তিকে দর্শন করাযায় না। যেমত পরমেশ্বর প্রণীত মনুষ্যজাতি প্রায় এক অবয়ব বিশিষ্ট কদাচ দর্শন হয় না সেইরূপ ভিন্ন২ ব্যক্তি ভিন্ন প্রকার আশা প্রতি নির্ভর করিয়া সংসার মধ্যে কার্য্যসাধন করিতেছেন কেহ বিদ্যালাভ কেহ পুণ্যজনক কর্ম্ম প্রতি কেহ যশ অর্থ পরমায়ু তনয় ইত্যাদি অশেষ প্রকার কামনা সম্পূর্ণার্থে প্রয়াস করেন জনক জননী জরাগ্রস্তে পুত্রেরদ্বারা ভরণ পোষণ হইবার অভিলাষে অভিলষিত হইয়া তাহার প্রতিপালনার্থ ও বিদ্যাশিক্ষা জন্য সতত যত্নবান থাকেন বিদ্যার্থীজন জ্ঞান যশ ও পুরস্কার প্রাপণের উদ্দেশে উল্লসিত হইয়া তদুপার্জ্জনহেতু অনুক্ষণ বাসনা করেন বিষয়ী ব্যক্তিগণ বিষয় বিভবের আকাঙ্ক্ষায় কিপর্য্যন্ত দুঃরূহ কার্য্য না করেন ধনয়াসে অতুল্য অমূল্য রত্নরূপ জিবনকেও প্রদান করিতেছে তাহার প্রমাণ যোদ্ধৃগণ অর্থাভিলাষে স্বীয়২ মস্তক চ্ছেদন করাইতেছেন অস্মদাদির শাসন কর্ত্তারা অর্থ আয়াসে জন্ম ভূমি ত্যাগ করিয়াও অগম্য মহা২ সমুদ্র পর্য্যন্ত উত্তীর্ণ হইয়া অস্মদ্দেশে বিরাজমান আছেন এই সকল বিবিধ প্রমাণ দৃষ্টে স্পষ্টপ্রমাণ হইতেছে যে যেমত ক্ষুধা তৃষ্ণাদি মানুষীদেহ ধারণ পর্য্যন্ত কদাচিত্ পরিত্যাগ হয় না

সেই মত নিরাশাযুক্ত হওয়া মনুষ্যের অসাধ্য এবং ব্রহ্মা প্রেশ্বর আমাদিগের সুখের কারণ এই আশা শৃজন করিয়াছেন কেননা অস্মদাদির মরণ কাল যদ্যপি অগ্রে জ্ঞাত হওন কৃতসাধ্য হইত তবে জন্মাবধি অন্তিমকাল পর্য্যন্ত সর্ব্বক্ষণ দুঃখার্ণবে মগ্ন থাকিতে হইত। সর্ব্বত্যাগী যোগীগণ সকলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়াও মোক্ষ প্রাপনার্থে শরীরকে কষ্ট প্রদান করিতেছেন এই সকল দ্বারা বিলক্ষণরূপে উপলব্ধি হইতেছে যে অন্যান্য সকল স্পৃহার থর্ব্বতা এবং ধ্বংস প্রায় হয় কিন্তু আকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত হইতে কেহ সক্ষম হয়েন না। মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য নরপতি এই আশাকে নদীরূপ বর্ণন করিয়াছেন যথা "আশা বৈতরণী নদী" অর্থাৎ যেমত বৈতরণী নদীর পার নাই সেইরূপ আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই যেহেতু অন্তিম সময় উপস্থিত হইলেও এমত বাঞ্ছা হয় যে উত্তম ভেষজ সেবন দ্বারা ব্যাধি মুক্ত হয় ইত্যাদি। পূর্ব্বোক্ত উপদেশ দ্বারা এমত প্রমাণ হইতেছে যে বাসনার সমূলোৎপাটন করা কদাচ সাধ্য নহে তত্রাপি তাহা পরিমিতাচার আর থর্ব্বকরা অতি কর্ত্তব্য কারণ অসম্ভব আশা করা মূঢেরধর্ম্ম তদ্দ্বারা নানারূপে বিপদ্গ্রস্থ ও সাধু সমীপে হাস্যাস্পদ হইতে হয় যেমত কুক্কুরের চিত হইয়া শয়নেচ্ছা ইত্যাদী ॥

ইহার উদাহরণ। ক্ষেত্রপাল নামক এক বণিক নন্দন স্বীয় পিতামাতার জিবদ্দশাতে স্বজাতীয় ব্যবসার প্রতি একেবারে অমনোযোগী থাকিতেন এবং সতত ক্রীড়াও

সঙ্গিত বিদ্যাতে মত্তথাকিতেন পরন্তু তৎপিতার মরণা ন্তর কিঞ্চিৎ তাম্রমুদ্রা তৎকর্তৃক প্রাপ্ত হইয়া মনেং বি চার করিয়া বাণিজ্য করণাশয়ে সুচারু মৃণময় পাত্রাদি ক্রয় করিয়া মনেং এই স্থির করিলেন যে ঐ সকল দ্রব্যাদি বি ক্রয় করিলে যে লভ্য হইবে তদ্দারা মৃষ্টান্ন ক্রয় করিব তাহাতে যে লাভ হইবে তাহাতে বস্ত্রাদি ক্রয় করিলে তদ্দারা চতুঃগুণ লভ্য হইবে এইরূপ নানাবিধ সামিগ্রী ব্যবসা দ্বারা প্রচুর অর্থ সঞ্চয় হইলে এক রাজবাটীতুল্য উত্তম অট্টালিকা নিম্মাণ করিব তৎপরে বহুদাস দাসী ও সৈন্য সংগ্রহ করিব ও নানাবিধ রত্ন মণি যথা চন্দ্রকান্ত মণি নিলকান্তমণি ক্রয় করিব পরে ধন দান দ্বারা প্রতি বাসিগণকে বশীভূত করণপূর্ব্বক তদ্দেশীয় ভূপতিকে সিং হাসনচ্যুত করিয়া আমি সিংহাসনোপবিষ্ট হইব অনন্তর প্রধান সচীবের কন্যাকে বিবাহ করিতে প্রার্থনা করিব কারণ তাঁহার পুত্রী স্বর্গবিদ্যাধরী উর্ব্বসী তিলোত্তমাপে ক্ষায় সহসুং গুণে রূপবতী ও সর্ব্বগুণে গুণালঙ্কৃতা বিবা হানন্তর আমাকে মান্য করণ জন্যে তাহাকে উপদেশাদি নীতিশিক্ষা করাইব এই নিমিত্ত বহুকালানন্তর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব তাহার পর তিনি আমার জন্যে কাতরা হইয়া আমার পাদপঙ্কজে দণ্ডবৎ করিতে আসি লে তাঁহাকে পদাঘাত করিব এইরূপ ক্ষেত্রপাল বৃথা কল্পি ত চিন্তাতে মগ্নহওন পূর্ব্বক উন্মত্ত প্রায়হইয়া সম্মুখস্থি ত মৃণময় পাত্রাদি পাদ নিক্ষেপ মাত্রই সেসকল ভগ্ন হই

লে সকল আশার এক দণ্ড মধ্যে শেষ হইল। অতএব হে বুধগণ অসম্ভব আশা করিলে সকল নষ্ট হয়।।

ঐক্য বিষয়ক।

মনের এক মিলন হওনের নাম ঐক্য এই ঐক্যদ্বারা মনুষ্য গণ সকল কার্য্য সুসিদ্ধ করিতে পারেন। জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত কেহ একাকী থাকিতে সম্মত নহে এবং তাহাও অসাধ্য এক শিশুকে অন্য শিশুর সম্মুখে উপস্থিত করিলে উভয়ে উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র আনন্দিত হয় কিন্তু ঐ শিশুদিগের তৎকালীন কিছুমাত্র জ্ঞানোদয় হয় না ইহাদ্বারা প্রত্যক্ষ হইতেছে যে অস্মদাদির অজ্ঞানাবস্থাবধি আত্মস্বরূপ জীবের সহিত সহবাস করিতে স্বভাবতই বাঞ্ছা হয়। পশুদিগের মধ্যেও ঐক্যের প্রথা আছে তাহারা স্বজাতীয়দিগের সহিত সতত একত্রে থাকে একাকী থাকিতে তাহারাও বাঞ্ছিত নহে। গাভি অশ্ব বা মেষকে পৃথক২ করিয়া ভিন্ন২ স্থানে রাখিলে চিৎকারধ্বনি ও ক্রন্দন করে একত্র হইবামাত্র নিস্তব্ধ হইয়া সুখে আহারাদি করে।।

এই পৃথীবিস্থ যাবতীয় মনুষ্য দ্বিভাগে বিভক্ত আছেন তন্মধ্যে অধিকাংশই জনসমূহের সহিত অবস্থিতি করিতে অনুক্ষণ প্রিয় হয়েন আর অত্যল্পব্যক্তি বিরলে থাকিতে বাঞ্ছিত কিন্নিমিত্ত তাঁহারা নিভৃত স্থানে অবস্থিতি করিতে চাহেন তাহার কারণ এই ব্যয়কুণ্ঠ কুকর্ম্মশালী পরশ্রীতে কাতর আর স্ত্রৈণ ইত্যাদি ব্যক্তিগণ নির্জ্জনস্থল

উত্তম কহেন কেননা কৃপণ ব্যক্তি বহুজন সঙ্গে সহবাস করিলে অর্থব্যয় আর পরোপকার করণে তাঁহারা পরামর্শ প্রদান করিবেন এই আশঙ্কায় তাঁহারা প্রকাশ্য সভাকে উৎকৃষ্ট কহেন না। কুকর্ম্মান্বিত ব্যক্তিরা লজ্জাভয়ে লোকালয়ে সমাগমন না করিয়া গোপন স্থানে থাকেন আর অনভিজ্ঞেরা সভামধ্যে কিরূপ কথোপকথন ও সদালাপ উচিত তাহাতে অক্ষম এনিমিত্ত তাহাতে বিরূপ হয়েন। সদ্ব্যক্তিগণ স্বীয় গুণ প্রকাশার্থ অন্যের উপকার জন্যে সমাজ মধ্যে আগত হইয়া বক্তৃতা শক্তি দ্বারা সভ্যগণের মনোরঞ্জন করেন গুণিগণ গুণ শিক্ষা করিয়া স্বগৃহ মধ্যে গুপ্তভাবে থাকিলে কি ফলদায়ক হইতে পারে ॥

এক্ষণে ঐক্যের কি গুণ তাহার কিঞ্চিৎ কহি ভূপতি কর্তৃক দেশের অহিতজনক কোন ব্যবস্থা সংস্থাপিত হইলে তাহার সংশোধনার্থে বহুজনে ঐক্য না হইয়া উপায়ান্বেষণ করিলে তদ্বিষয়ে সুসিদ্ধ হওয়া যায় না। সাধারণের সহিত প্রণয় থাকিলে বিদ্যা বৃদ্ধি দেশের দুরবস্থা মোচন সভ্যতার উন্নতি উত্তম কার্য্যের অনুষ্ঠান ইত্যাদি অশেষ উপকার হয়। রাজ্যের প্রজাগণের পরস্পর মিলন না থাকিলে সে রাজ্যনিবাসিরা এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও সুখী নহেন। বিশেষত কোন ব্যক্তির পরিবার মধ্যে অনৈক্য হইলে সে পরিবারগণের পরস্পর মনোভঙ্গ আত্মবিরোধ প্রভৃতি হিংসা তৎপরে পরস্পরের অনিষ্ট চেষ্টা তদ্দ্বারা অর্থনাশ মনস্তাপ প্রাণ নাশ অবধি ঘটে। আ

রো দেখ এই ভারতবর্ষের প্রাচীন এবং অনেকানেক বর্ত্ত
মান হিন্দুমহীপালদিগের পরস্পর ঐক্য বিরহে তাঁহারা
নানামতে বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন এবং ভিন্ন দেশীয় সম্রা
টের অধীনতা স্বীকার করিতে হইয়াছে। যবনাক্রান্ত হও
নাবধি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত কিরূপ দৈন্যাবস্থা এবং মনঃ
পীড়াতে আছেন তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন অতএব
হে স্বদেশস্থগণ যাহাতে সকলের সহিত মিল থাকে এম
ত উপায় চেষ্টাতে অনুরক্ত যত্নবান হও তাহা হইলে সর্ব্ব
প্রকারে সুখী হইয়া কালযাপন করিতে পারিবে॥

সুখ্যাতিযুক্ত হওনের আবশ্যকতা।

বাক্পটুতা এবং উত্তম বুদ্ধি যেমত মনুষ্যের ভূষণ ও
প্রয়োজনীয় ধন বা মানাভিলাষীদিগের পক্ষে সুখ্যাতি
যুক্ত হওয়া ততোধিক শোভাজনক ও প্রয়োজনার্হ হই
য়াছে দেখ বিদ্যার্থী ব্যক্তি অধ্যাপকের সুখ্যাতির প্রতি
বিশেষঃ দৃষ্টি করিয়া শিষ্যত্ব স্বীকার করিবেন কেননা তাঁ
হার যেরূপ চরিত্র শিষ্যের সতত সহবাস করাতে তদ্রূ
প প্রাই হয় অর্থাৎ তাঁহার যেরূপ রীতি নীতি ছাত্রেরো
সেই মত শিক্ষা হইয়া যাবজ্জীবন তদনুসারেই থাকে যদ্য
পি তাঁহার কোন কুচরিত্র থাকে শিষ্য তাহা দোষ বোধ
না করিয়া বরং উত্তম জ্ঞানে তদ্মতাচরণ করিয়া থাকেন।
রাজসন্নিধানে বিত্ত বা কোন পদ প্রাপণের কালীন ভূপ
তি প্রার্থকের অন্য অন্য গুণ বিচারের পূর্ব্বে তাঁহার
চরিত্র ও প্রশংসা পত্র অগ্রে দৃষ্টি করিয়া প্রার্থিত

পদে নিয়োগ করেণ। যে চিকিৎসক সাধারণ সমীপে যশস্বী হয়েন তাঁহার হস্তেই অস্মদাদির পিড়া আরোগ্য কারণ জীবন সমর্পণকরা যুক্তি যুক্ত। ধন বিষয় ধনাঢ্য হইলেই বিশ্বাস পাত্র হয়না অল্প সম্পদ বিশিষ্ট হইয়া সুখ্যাতি থাকিলে তাহাকে সকলেই বিশ্বাস করিয়া তাহার নিকট ধন গচ্ছিত রাখে। বাণিজ্য কালীন বিক্রেতার সুখ্যাতি বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে বিচার্য্য উচিত যেহেতু তিনি প্রবঞ্চক রূপে খ্যাত থাকিলে তাঁহার স্থানে নানাবিধ সুদৃশ্য দ্রব্যাদি থাকিলেও অত্যল্প ক্রেতা সমাগমন করে। আর দেখ পরিচারকত্ব বিষয়েওযশস্বী হওয়া অতি কর্ত্তব্য কেননা নিযুক্তকারী ভৃত্যের সুখ্যাতি থাকিলেই শীঘ্র তাহাকে তৎকর্ম্মে নিযুক্ত করেন এবং নিযুক্তকারী ও সুখ্যাতি যুক্ত না হইলে তাঁহার সতত ভৃত্যাভাবই হয়। কোন পদ শূন্য হইলে আমরা সম্বাদ পত্রে সর্ব্বদা দৃষ্টি করিয়া থাকি যে সুখ্যাতিযুক্ত ব্যক্তিই তাহা প্রাপ্ত হয়েন কারণ বিজ্ঞাপনপ্রকাশ হইলে প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত বা বিখ্যাত ব্যক্তিরাই তাহা প্রাপণে সুসিদ্ধ হইয়াথাকেন। রাজা বিক্রমাদিত্য নরপতির যশে জগৎ পরিপূর্ণ হওয়াতে সাধারণের তন্নাম সংকীর্ত্তন যোগ্য হইয়াছে অতএব বুধগণের অগ্রে সুখ্যাতি সঞ্চয় করা অতি কর্ত্তব্য তাহা হইলে অনায়াসেই অভিলষিত লভ্য হইবে।।

সমাপ্তোয়ং গ্রন্থ।।